বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

প্রথম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত।
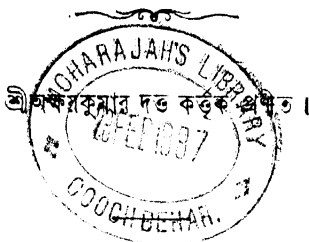
অষ্টম বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

মেট্রপলিটন য

তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শি

শকাব্দা। ১৮ অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয়

বিজ্ঞাপন।

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানাদেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এ বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত জর্জ্জ কুম্ব্‌ সাহেব-প্রণীত "কান্সটিটিউশন্‌ আব ম্যান্‌" নামক গ্রন্থে এ বিষয় সুন্দররূপ লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্‌ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্‌ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের

গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলনপূর্ব্বক "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক এক এক প্রস্তাব "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এ দেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয় লোকে সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে চরিতার্থ হইব।

তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যদি ইহাতে কোন স্বমত-বিপরীত ও দেশাচার বিরুদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে,

একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বিচার করিয়া দেখি-বেন। জগদীশ্বর যেমন অন্ধকার নিরাকরণার্থ জ্যোতিঃ পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ, মনুষ্যের ভ্রম বিমোচনার্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব, বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ না করিয়া বহু দোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া চলা বুদ্ধিমান জীবের কর্ত্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় সুব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের আর কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। এক দেশে এই প্রকার প্রথা আছে, যে ব্যক্তি নরহত্যা করিয়া যত নর কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার তত সম্ভ্রম হয়। অন্য এক দেশে এই-রূপ রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও প্রাণ নাশ করিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কত কত সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে যদি কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে, উভয়ে পরস্পর গুলি করিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়; অপমানকারী ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে মানভ্রষ্ট ও লজ্জাস্পদ হয়। কত দেশের লোকে নর-মাংস ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করে। কোন দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, যে পিতা, মাতা বা পরিবারস্থ অন্য কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত বা জরাগ্রস্ত হইলে তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার মাংসে কুটুম্বাদি ভোজন করায়। তত্তদ্দেশীয় লোকেরা ঐ সমুদায় দেশাচারকে সদাচার

জ্ঞান করে বলিয়া বাস্তবিক সদাচার বলা যায় না। এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেও আচার ব্যবহারের বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দুস্থানীরা পাক-করা তণ্ডুলাদিকে অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, এবং তাহা গাত্রে ও বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইলে গাত্র ও বস্ত্র ধৌতও করে না। উড়িস্যা অঞ্চলে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় লোকে স্ত্রী পুরুষে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিয়া একত্র আহার করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলাদেশীয় লোক ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় লোক উভয়েরই পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে না। অতএব, দেশাচার মাত্রই যে বিহিত, এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যে রীতি-বর্ত্ম পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী তাহাই যথার্থ বিহিত। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে নানা প্রকার শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তন্নিরূপণার্থে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। পরম্পরাগত দোষাকর দেশাচারের অনুরোধে পরমেশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনে ও তৎপ্রতিপন্ন তত্ত্ব সমুদায়ের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিলে অপরাধী হইতে হয়। অতএব, ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এই গ্রন্থ মধ্যে কোন স্বমত-বিরুদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে তাহাতে একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগেরও কোন

না কোন বিষয়ে ভ্রান্তি থাকিতে পারে; অতএব, আপনাকে অভ্রান্ত জ্ঞান ও আপন মতকে ভ্রম-শূন্য বিবেচনা করিয়া তদ্বিরুদ্ধ সমুদায় অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব সদ্বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্বীকার করা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষমূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন। বিশেষতঃ তাহা যথার্থ কি না, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিশ্বনিয়ন্তার একটি নিয়মও বিফল হইবার নহে, তাহা প্রতিপালন করিলেই তৎক্ষণাৎ সুখ রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমাদের মঙ্গল নাই। পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালনপূর্ব্বক জ্যোতিষাদি কয়েকটি বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্ব স্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে ঐ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত

জ্যোতিষাদিকে অতি সামান্য বোধ হয়। এইরূপ, এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ত্ব নিরূপিত ও যে সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যে বিষয় যত দূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর কুসংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণে, এতদ্দেশীয় জন সাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, এই বিষম কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ও শুভদায়ক কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশেষে, সকৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে অনেক আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

কলিকাতা,
শকাব্দ ১৭৭৩। ৫ই মাঘ। } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

সূচিপত্র।

উপক্রমণিকা।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পরমকারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বকর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব্ব স্থানে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জগদীশ্বর বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল সংসারের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত। সেই সমস্ত সুকৌশল-সম্পন্ন সুচারু নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয়, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায়, ততই সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমাদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের কিরূপ প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিতই বা তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্ব-জীব-শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলে আর কোন জন্তুরই নাই, এবং অন্য কোন জন্তুতে তাদৃশ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুনও দৃষ্টি করা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুল্য বলিলেও বলা যায়। যখন তাঁহার রণস্থলবর্ত্তিনী সংহার-মুর্ত্তি ও নানাপ্রকার পাপাচরণ মনে করা যায়, তখন তাঁহাকে অসুরাবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা, কারুণ্য স্বভাব, স্বদেশের হিতোৎসাহ, বিশ্বপতির মহিমানুশীলন এই সমস্ত গুন আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। আর কোন জন্তুতেই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেষের যাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিরুপদ্রব মৃদু স্বভাব, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাদিগের তদুপযোগী সম্বন্ধ ঘটনা হইয়াছে। তাহারা মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া ফল পত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু,

তদনুসারে বহু-পশু-সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাস-স্থান, এবং তথায় তাহার হিংস্র স্বভাব প্রকাশের স্থল ও সীমা সুচারুরূপে নিরূপিত আছে। নিরুপদ্রব ছাগ মেষ প্রভৃতি তৃণ পত্র আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি-সুখাস্বাদন করে, জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া সেই রূপই তৃপ্তি-সুখ প্রাপ্ত হয়। অপরাপর জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাহা-দিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়া তাহাদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশল সম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এবম্প্রকার তাহাদিগের সমুদায় গুণের পরস্পর ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার সম্যক্ উপযোগিতাই সুখোৎপত্তির কারণ। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম, কোন ব্যাঘ্র সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম, সেই ব্যাঘ্র পূর্ব্ব দিবসের ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার আলোচনা করিয়া পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারুণ্য-রসাভিষিক্ত হইয়া সেই পূর্ব্ব-বিদারিত পশু-দিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে ঔষধ লেপন করিতেছে, অথবা কেবল নগরে বা প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বোধ হইত! এবং অনায়া-সেই এপ্রকার অনুভব হইত, যে তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য

বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাগী হইতে পারে না। অতএব, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা এই উভয়ই জীবের জীবন-যাত্রার ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর বিপরীত গুণেরই আশ্রয় বোধ হয়। তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে তিনি মোহাতিশয়বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল সম্যক্ স্ফুরিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য, সারল্য, দয়া ও প্রীতিদ্বারা শান্তি-রসাভিষিক্ত হইয়া পরম রমণীয় হয়। তখন তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্বই প্রকাশ পায়! মনুষ্যের এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎসম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদৃশ হইলে তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই সম্ভব পায়। তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্যলোকের অধিপতি করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উত্তরোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা

সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বিপুল সুখভোগী করিবার নিমিত্ত জগতে তদুপযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সুচারু নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে ঐহিক দুঃখের সম্যক্ নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ-ভাবের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের কিপ্রকার উপায় কর্ত্তব্য, এ সমস্ত জ্ঞাত না হইলে সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পূর্ব্বাদৃষ্ট, কেহ বা কাল-ধর্ম্ম তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাদিগের আলস্য-স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগ ক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন, যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে তিনি গ্রহ-শান্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিশেষের বিধি দিবেন। আর কোন কোন সর্ব্ব-মীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা রোগীর রোগ শান্তি হয়, তাহা

জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ হইতে পারে। এইরূপ আর আর সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথার্থ পথ কি তাহা জানিতেও সকলের কৌতূহল হইতে পারে। অতএব, এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিত হইতেছে, যে, মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানই এ প্রয়োজন সাধনের এক মাত্র উপায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বোধ হইতেছে, অবনীমণ্ডল যে একবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবে, পরমেশ্বর তাহার এরূপ স্বভাব করিয়া দেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাঁহার সমুদায় নিয়মে তদনুরূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী-মণ্ডল অত্যুষ্ণ-তরল-পদার্থময় ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ ও কঠিন হইয়া দ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পরিবর্ত্তিত ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, এবং তদনুক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণি-জাতি ধ্বংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া এক কালের ভূমি-স্তরে যে সমস্ত প্রাণি-জাতির মৃত শরী-

রের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কালের ভূমি-স্তরে তন্মধ্যে অনেক জাতির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তদপেক্ষা আধুনিক ভূমি-স্তরে দ্বিতীয় কালের বহু প্রকার জন্তুর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রতিকালের ভূমি-স্তরে নূতন নূতন প্রাণি-জাতির চিহ্ন আছে, এবং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, যে, উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে *। কিন্তু এ তিন কালে মেদিনী মনুষ্যের বাসযোগ্য হয় নাই। তিনি সর্ব্ব-শেষে এখানকার নিবাসী হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ব্বে অপরাপর বিবিধ প্রকার জীবের অধিষ্ঠান ছিল, এবং বহুতর প্রামাণিক নিদর্শনদ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এক্ষণকার ন্যায় তখনও তাহাদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল; তখনও এই ভূলোক মর্ত্ত্যলোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনীর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরং ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে, তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্ট করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আত-তায়ীর দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন এবং বিপৎপাত

---

* উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববেত্তা লায়ল্ সাহেব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে কেহ কেহ উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন।

নিবারণার্থ সাবধানতা বৃত্তি প্রদান করিলেন। অতএব, মনুষ্য এ পৃথিবীর পূর্ব্বনিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বভাব বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাদৃশ্য আছে। তিনি তাহাদিগের ন্যায় অন্ন পানে পরিতুষ্ট হন, নিদ্রা গিয়া আরোগ্য লাভ করেন, ও অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া স্ফূর্ত্তি বোধ করেন; কিন্তু এ সমুদায় তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বভাবের কার্য্য নহে। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ও ধর্ম্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের কারণ। এই সমুদায় মহীয়সী বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে সংসারের শুভানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল আলোচনা করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন করেন। এই সমুদায় বৃত্তি থাকাতেই মনুষ্য নামের এই গৌরব হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চালনেই তাঁহার জন্ম সার্থক হয়।

সর্ব্বশুভকর পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আমাদিগের ঐ সকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনের উপযোগী করিয়া দিয়া-

ছেন। বিশ্বমধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ত্ত-
মান আছে, মনুষ্যের দুর্ব্বল হস্ত কখনই তাহার দারুণ
শক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করুণাকর
বিশ্বকর্ত্তা তৎসমুদায় তাঁহার আবশ্যক মত আয়ত্ত
করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগের পদতলস্থ
ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদিকা শক্তি সমর্পণ করি-
য়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি চালনাদ্বারা তাহার গুণ জানিয়া
কর্ষণ করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্ব্বত-
গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসারণ করিয়াছেন, তরণী
সহকারে তাহা রাজপথস্বরূপ করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি
হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে
তাহার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি
করা যায়। যে দুর্গম মহাসিন্ধু-গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ
নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সন্তারিত
করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে। আর জগ-
দীশ্বর আমাদিগেরই হিতের নিমিত্ত আমাদিগকে
যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা
প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ী
কার্য্য করিবার উপায় জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনু-
ষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও প্রবল ঝটিকাদি নিবারণ করিয়া
মনঃকল্পিত চির-বসন্ত-সুখ সম্ভোগ নিমিত্ত সূর্য্যের
গতি রোধ করিবার শক্তি নাই তথাপি তিনি সলিল-
সেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি করিয়া ও ঝটিকাদির
পূর্ব্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধিপূর্ব্বক সাবধান হইয়া নিরা-
পদ ও নিরুৎকণ্ঠ হইতে পারেন। যৎকালে বাহি-

রেতে বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা অবনীর উপপ্লব-সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে প্রিয়তম মিত্র-মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন।

আমরা যে সকল বিবিধ গুণান্বিত মনুষ্য ও ইতর জন্তু দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহাদি-গেরও উপর আমাদিগের সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিয়া আছে। পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত আমা-দিগের যাদৃশ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম করি-লেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব, তাহাদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমাদিগের সহিত তাহাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাবৃত থাকেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ বস্তুরাশি বলিয়া মনে করেন; বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয় না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্য কারণ ভাবের তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়-

প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ করেন। যদিও বিশ্ব-কার্য্যের কোন কোন অংশের সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত হইয়া সুখের আশা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তৎপরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিরাবৃতবৎ অস্পষ্ট ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গেই তাঁহার সকল আশা ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের বস্তু সমুদায় মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, ও সুতরাং তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখলাভ করিতেও সামর্থ্য জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞানবান্ হইলে নিশ্চয় জানিতে পারেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পরম শুভদায়ক যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি আপনাকে বিশ্বাধিপের প্রজা জ্ঞান করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহার বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনায় অনুরাগী হন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। তিনি ঈশ্বরানুমত ইন্দ্রিয়সুখ এককালে পরিত্যাগ না করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখাস্বাদনেও তৎপর থাকেন, এবং যথা-নিয়মে চালনা দ্বারাই মনুষ্যদিগের সমুদায় শক্তির স্ফূর্ত্তি ও তত্তৎ বিষয়ের সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া তাহাতে যত্ন করা

নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

অতএব, যৎপরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তাঁহার সুখবৃদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্যাবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে ভ্রমণপূর্ব্বক পশু হিংসা করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন; পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হইলে শিল্পকর্ম্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে; এ অবস্থায় লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রকৃতি চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কালত্রয়বর্ত্তী লোকদিগের বাহ্য বস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থার কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয় অবস্থার বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয় বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে, এক প্রকার অসভ্যাবস্থাই থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও নানাকাঙ্ক্ষারই আতিশয্য হয়। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য

স্থাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহার ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগে অধিকার হয় নাই।

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তিলাভ না হইল, তবে তাঁহার প্রকৃতিই বা কি প্রকার ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী, ইহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান্ গুণবান্ মনুষ্যদিগেরই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগের কত উন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহারা শিল্প কার্য্য ও বাণিজ্য কার্য্য বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশানুক্রমে এই সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহাতেই লিপ্ত থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা নহে। তবে কি উপায় করিলে তাঁহার সুখোন্নতি হইবে? কে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন? এ সমস্ত প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের এ প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার সকল বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনার প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের

পরস্পর সামঞ্জস্য হইয়া বাহ্য বিষয়ের সহিত, তাহা-
দের ঐক্য থাকে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিবেন।
মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ
তাঁহার তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করাও
অসম্ভাবিত ছিল। তিনি যাবৎ আপনার মানসিক
প্রকৃতি এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয়
আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ
মনোবৃত্তি সমুদায়কে বিবেচনানুসারে উচিত পথে
নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত
অবস্থাত্রয়ের সদসৎ বিচার না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে
আপনার সমস্ত প্রকৃতির উপযোগিতা বিবেচনা না
করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ কারণ তাহাতে সুখী
হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি চিরকালই যে
আপনার স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ী
সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন এরূপ
বিবেচনা করা কদাপি যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যখন পরমেশ্বর
মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাঁহার
সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে
বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্দ্বারা
তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার ভার তাঁহারই
উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল
সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই
অদ্যাপি সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে অসমর্থ রহিয়া-
ছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণ ও শক্তি সমু-
দায় সৃষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সাংসারিক কর্ম্মে

প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থরূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তখন তিনি কার্য্যকারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নিরূপিত নিয়মানুসারে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন, তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। বরঞ্চ, অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, যে আদৌ ভূলোক নির্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবে। কিন্তু ইউরোপীয় লোকের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহার সহিত এ মতে সঙ্গতি হয় না; কারণ তাঁহাদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতই হইয়া আসিতেছে। যদি এই অভিপ্রায় যথার্থ হইত তাহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক, ও তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম যত

অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনুষ্যের উন্নতি হই-
বার আর সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু ইউরোপীয়
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অশ্র-
দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের
অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যৎপরিমাণে
জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে, ও লোকে তদনুযায়ী
কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের
সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবে।
তাঁহারা অবিজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে লৌকিক
ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না,
অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া
সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কোন সাংসারিক
ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ
সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়ো-
জন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা
এই প্রকার বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিরূপিত
নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন—
ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করি-
তেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার
অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি
জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের
ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যাহাতে
আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া
আপনাদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি,
তাহাদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব

এব যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার রাজ্য শাসন করিতেছেন, ও তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কার্য্য নহে, যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে শ্রদ্ধা করা, অন্যকে তাহা উপদেশ দেওয়া ও সংসারে যাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়ম উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যামধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত করা বিধেয়।

এতদ্দেশীয় কোন ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের তাদৃশ প্রচার নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রসমুজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই বা কোন্ আপনাদিগের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া কটূক্তি করেন, ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্টরূপে

আলোচিত হয় নাই। ইহ লোকে কিরূপ নিয়মে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তৎকালের লোকের স্পষ্ট প্রতীত হয় নাই, সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের ঐক্য রাখিতে সমর্থ হন নাই। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত সংসারের সুখ-দুঃখবিষয়ক সুনিয়ম নিরূপণে অপারগ হইয়া তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা এককালে এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে এ সংসারের কোন সুশৃঙ্খলাই নাই, যদিও কোন কোন ধর্ম্মব্যব-সায়ী পণ্ডিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহলজনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে আপন স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা অব-গত আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। বৃষ্টি না হইলে কৃষি-কার্য্যের নিয়-মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্নসংস্থান না থাকিলে, সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে

শারীরিক নিয়মানুযায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব, যখন এতাদৃশ নিয়ম পরিপালনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বনপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা কি পর্য্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্রদ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে, এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমাদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বীর্য্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার—বলিতে কি, সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই। জগদীশ্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচারু সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্ব্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য্য না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনের সময়েই তাহার ফলাফল এককালে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি, অল্প বয়সে, অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতেই স্ত্রী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক

নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক সুনিপুণরূপে শিল্পাদি শাস্ত্রের উৎকৃষ্টরূপ অনুশীলন না করা, স্ত্রীদিগের মূর্খতা, ও পুরুষদিগের সুচারুরূপ শিক্ষা লাভ না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমাদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অশ্রুপাত হয়। পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই দুঃখ যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমাদিগের বোধোদয় হইলে তাঁহার করুণা গুণে এই দুঃখরূপ কণ্টকীবৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহাদিগের ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে, তাঁহারা, যাহা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নিয়ম বলিয়া জানিলেন, তাহা প্রতিপালন করিতে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যাস ও তদনুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহাদিগের উচিত! যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাঁহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করেন, তাঁহাদিগের এত নিয়মানিয়ম বিচারে প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, আর ইহাও তাঁহাদের বিদিত থাকিতে পারে, যাঁহার মানসিক প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট, তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ। বিশুদ্ধ-

বুদ্ধিশালী ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ের জ্ঞান লাভে যেরূপ সমর্থ, মূর্খ ব্যক্তি সে প্রকার কখনই নহে। যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তিবিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রীতিতে মগ্ন হয়, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হয় না। যাহার অত্যন্ত দয়াস্বভাব, দয়াবিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাহার যাদৃশ অনুরাগ জন্মে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হয় না। পরন্তু আমাদিগের এই সমস্ত গুণের উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও দয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী না থাকাতে, কেহ গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উন্নতি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-কণ্টক ছেদনার্থ তদ্বিষয়ক কার্য্যকারণ নিরূপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা কোন্ কালে এ সকল অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই সুতরাং

তদনুযায়ী অনুষ্ঠানও করেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে অবহেলা করাতে লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখোন্নতি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা এই সমুদায় মত নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, বিশ্বের নিয়ম আলোচনা ও তৎপ্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্য অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তদীয় নিয়ম প্রতিপালনে আবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।
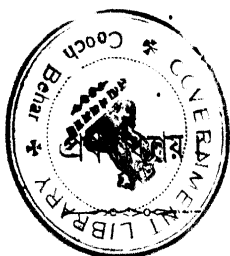
প্রাকৃতিক নিয়ম।

জগতের নিয়ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিয়মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সংসারের তাবৎ বস্তুর তাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে সঙ্ঘটিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে। এস্থলে জল ও তেজঃ এই উভয় পদার্থের কার্য্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই কার্য্য জগতের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও তেজের যাদৃশ প্রকৃতি, এবং উভয়ের যাদৃশ পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, তাহাতে ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার ঘটনা ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য্য একবার ঘটিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য্য ঘটিবে, এই যে নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে, ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্তর্গত বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতিমূলক, এ প্রযুক্ত ঐ নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। নিয়ম থাকিলে, অবশ্যই তাহার আশ্রয় স্বরূপ বস্তু বিশেষ থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই

পদার্থ দ্বয় মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়। এই রূপে কোন না কোন বস্তু জগতের এক এক নিয়মের আশ্রয়।

জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যদিগকে তাহার তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইলে পরে ঐ নিয়ম তাঁহাদিগের কর্ম্মের নিয়ম হয়। আমাদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও পূতিগন্ধিক পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে বল হানি হয়, এবং দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্মে। অতএব, এরূপ জলে স্নান এবং এরূপ স্থানে বাস করা বিধেয় নহে। মনুষ্যের এ নিয়ম রহিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু যখন তিনি এ নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাঁহার দুঃখোৎপত্তি বা দেহ ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই এই নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়, এবং তাহা হইলে পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কার্য্য বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রাপ্তি হইলে তৎ-

ক্ষণাৎ নিশ্চয় জানা উচিত, ঐ দুঃখজনক কার্য্য মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য নহে। অতএব, জগদীশ্বরের এইরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া আর মহাভীষণ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ করা উভয়ই তুল্য। যদি তিনি মনুষ্যের ন্যায় শরীরী হইতেন, আর আমাদিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান করাইয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘনঘোরগভীর নাদে অনুচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন এবং কহিতেন, এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাঁহার সেই অনিবার্য্য অনুমতি শ্রবণ করিয়া যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত হইত, তাঁহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিত্তে তদনুযায়ী আচরণ করাও সেইরূপ আবশ্যক। তাহা না করিলেই দুঃখ। বরং নিয়ম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অনুভূত হইলে বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও তাহা দৃঢ়তররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত ক্লেশের উৎপত্তি করিয়াছেন—অধিক দুঃখ ঘটনার নিরাকরণ নিমিত্ত অল্প দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শারীরিক ক্লেশের সৃজন করিয়াছেন। একবার কোন কর্ম্ম-দোষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ জানিয়া বারান্তর তদ্রূপ কর্ম্ম না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি নিয়মভঙ্গকে দুঃখজনক করিয়াছেন। যদি সে দুঃখানুভব আমাদিগের উপকারের কারণ না হইত, তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতেন না।

তিনি যেমন রাজাস্বরূপ হইয়া শুভকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্রূপ পরম কারুণিক আচার্য্য স্বরূপ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে যত দুঃখ আছে, সমস্তই পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। অতএব, কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনে কোন্ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা করিয়া সেই দুঃখের প্রতিকার করা অর্থাৎ বিশ্বরাজ্যের শাসন-প্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, তদনুসারে তাহারা এক এক রীতি ক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে। যদি এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর কার্য্যের বৈলক্ষণ্য না হইত, তাহা হইলেও সজীব ও নির্জীব যাবতীয় বস্তুর কার্য্যের যত প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে হইত; যেহেতু কার্য্যেরই এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতির নাম নিয়ম। কিন্তু প্রাণিগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধানুসারে তাহাদের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়; যথা, শুষ্ক তৃণ অগ্নিদ্বারা যেরূপ দগ্ধ হয়, জলসিক্ত তৃণ তদ্রূপ কখনই হয় না; কারণ এস্থলে জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতেরও তত নিয়ম আছে। যৎপরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের

তত্ত্ব জানা যাইবে, তৎপরিমাণে তন্নিষ্পন্ন ব্যবহারিক নিয়ম সকলও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখজনক হইতে থাকিবে।

কিন্তু কোন্ কালে যে, সমুদায় নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তদ্বিষয়ের নিমিত্ত বুদ্ধি চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও কল্পনা করা যায় না। যদ্যপি কখনও কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ স্বীয় বাহু-বলে সসাগরা পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া কহিতে পারেন, আমার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাই, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, আমার শিক্ষা করিবার আর অন্য বিষয় নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত কালের কার্য্য। এস্থলে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যক নিয়মের বিবরণ করা যাইতেছে।

জগতের তিন প্রকার নিয়ম; ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক।

প্রথমতঃ। জল, বায়ু, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎসমুদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম। অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা মগ্ন হয়, চূর্ণেতে হরিদ্রা দিলে পাটল বর্ণ হয়, হস্ত হইতে প্রস্তর-খণ্ড স্খলিত হইলে ভূমিতলে পতিত হয়, ইত্যাদি জড়পদার্থ-ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য

নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরী বস্তুর স্বভাব এই যে, শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্তর কদাপি প্রস্তরান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া নষ্টও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহার সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, যে নিয়মানুসারে জন্তু ও উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থার সঙ্ঘটনা হয়, তাহারই নাম শারীরিক নিয়ম। তন্মধ্যে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ। যে সকল জীব বুদ্ধি-জীবী, যাহাদিগের কেবল আপন সত্তা মাত্রও বোধ আছে, তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহাদিগের দুই প্রধান শ্রেণী, মনুষ্য এবং ইতর জন্তু। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই তিন প্রকার বৃত্তি আছে, আর ইতর জন্তুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দয়াদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধিজীবী জীবদিগের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দ্রিয় সুস্থ থাকিলে ইক্ষু-রসের স্বাদ কদাপি তিক্ত বোধ হয় না, ও নিম্বপত্রের স্বাদও কখন মিষ্ট জ্ঞান হয় না। চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না ও বংশীধ্বনিও কর্কশ শুনায় না।

তদ্রূপ, আমাদের ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে প্রতারণা ও নরহত্যায় অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় না। এইরূপ, আমাদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্ব স্ব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার কতকগুলি অতি উপাদেয় গুণ প্রতীত হয়, যথা :—

প্রথমতঃ। সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় না। যদি কোন ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক হন, আর আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাংঘাতিক বিষ পান করেন, তবে তিনি শারীরিক নিয়মের অন্যথাচরণ করাতে অবশ্যই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবেন। তখন তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য-বলে দেহ-ভঙ্গের নিবারণ হইবে না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অধীন নহে। যদি কোন পাপাসক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতী হয়, তথাপি সে যথানিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে হৃষ্ট, পুষ্ট ও

বলিষ্ঠ হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন—যথা নিয়মের বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, অনতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, সুনির্ম্মল বায়ু সেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কাম-রিপু সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান হইলেও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া শয্যায় লুণ্ঠমান থাকিবেন। যদি কেহ কৃষি-কর্ম্মে ও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে, ও পরিমিতব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হন, এবং তন্নিমিত্ত কায়ক্লেশে যথাকালে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম্মপথাবলম্বী থাকেন—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ হন, তবে ঐ সকল যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মনে কাল যাপন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম পালনের পৃথক্ পৃথক্ সুখ ও পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম লঙ্ঘনের পৃথক্ পৃথক্ দুঃখ, ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বারাই এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। নাবিকেরা বায়ু জলাদির স্বভাব

জানিয়া ভৌতিক নিয়মানুসারে সুন্দররূপ নৌকা চালন করিলে নিরুদ্বেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে জল-মগ্ন হইয়া অব্যাজে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারে। এইরূপ, যিনি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন, এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বলহীন ও বীর্য্যহীন হইতে থাকেন। যিনি ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া সদাচারে ও সদ্ব্যবহারে রত থাকেন, চন্দ্রালোক তুল্য সুনির্ম্মল আনন্দজ্যোতি তাঁহার চিত্তোপরি বিকীর্ণ থাকে এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভাল বাসে, ও সমাদর করে; আর তাহার বিপর্য্যয় করিলে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক গ্লানিযুক্ত, লোকের অপ্রিয়, ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সংক্ষেপে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

তৃতীয়তঃ। প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্ত্তনীয়, ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। বাঙ্গালা দেশেই হউক, বা সিংহল দ্বীপেই হউক, সর্ব্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে শরীরের অসুখ বোধ হয় ও রোগ জন্মে; যথানিয়মে ব্যায়াম করিলে হিন্দুস্থানের

লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমত কথন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বলহানি হয় ও বীর্য্যহানি হয়, আর শিখ· ও ইংরেজদের সে শাস্তি হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দোষশূন্য শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃতকল্প হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে না। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অহিতকারী দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ স্থানের বায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য প্রভৃতি নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ হইরা সদা সুস্থ থাকে, ইহারও দৃষ্টান্ত কি পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি আমেরিকা কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ-পঙ্কে মগ্ন আছে, সে যে, শান্তচিত্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল আনন্দ-নীরে অবগাহন করে ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কি কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ। যদিও সকল প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহারা পরস্পর সহকারী বটে।

তাহাদের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, যে, এক প্রকার নিয়ম পালন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে সুবিধা হয়, এবং এক প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথমতঃ। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্বিষয়ক অনিষ্ট ঘটনা হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত জন্মে। এই প্রকার ভৌতিক নিয়ম আছে, জড় বস্তু উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে ভগ্ন বা আহত হয়। তৎপ্রতিপালনে সাবধান না হওয়াতে অকস্মাৎ অট্টালিকার ছাদ হইতে পতিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির হস্ত পদাদি ভগ্ন হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। তাহাতে তাহার শরীর অপটু হইয়া রোগাস্পদ হইতে পারে, এবং মস্তকস্থ মস্তিষ্ক রাশি আহত হইয়া মানসিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ। সম্যক্ রূপে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনদ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হইলে শরীর সবল ও মন স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হয়, এবং তদ্দ্বারা ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক সমর্থ হওয়া যায়। সুস্থকায় ব্যক্তি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাহার আশু প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু অসুস্থ-কায় ব্যক্তি তদ্রূপ আহত হইলে তাহার অনায়াসে আরোগ্য লাভ হওয়া সুকঠিন। শরীর সুস্থ না

থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ থাকে না, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পায় না; সুতরাং বিদ্যানুশীলন বা ধর্ম্মানুষ্ঠা- নার্থ প্রগাঢ় পরিশ্রমপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতি- পালনে সম্যকরূপে সমর্থ হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ। মানসিক নিয়ম বিষয়েও এই প্রকার প্রণালী। সমুদায় মনোবৃত্তি যথানিয়মে সঞ্চালন করিলে কেবল মনে মনে নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয় এমত নহে, লোক- যাত্রা নির্ব্বাহ ও জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে বায়ু জলাদি ভৌতিক পদা- র্থের গুণাগুণ নিরূপণ করিয়া কৃষি ও শিল্প-কার্য্যাদির সমধিক উন্নতি করিতে পারা যায়। আর, সমস্ত মনোবৃত্তি যথানিয়মে চালনা করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভও হয়। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যাভ্যাসার্থ অযথোচিত নিয়মাতিরিক্ত মান- সিক পরিশ্রম করিলে এবং ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মে অব- হেলা করিয়া লম্পটতাচরণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য অহিতাচারে আসক্ত হইলে শারীরিক পীড়া জন্মিয়া অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও শরীর এরূপ রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া পড়ে, যে, তাহাদিগকে আপন যৌবন কালের কুক্রিয়ার ফল বৃদ্ধ কালেও ভোগ করিতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, তেমনি আবার তাহাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। সমুদায়

নিয়ম পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের শুভ সাধন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ। মানব প্রকৃতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য আছে। আমাদিগের বুদ্ধি-সাধ্যানুসারে উত্তমরূপে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উত্তমরূপে চালনা করিলেই যদি তাহা না ভাসিয়া জলমগ্ন হইত, তবে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাহার ঐক্য থাকিত না। কিন্তু যখন মগ্ন না হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন এ নিয়মের সহিত আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিতে হইবেক। যদি মদিরামত্ত ও ব্যভিচারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব দোষের আতিশয্যদ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার সহিত আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মের ঐক্য থাকিত না। কিন্তু জগদীশ্বর তাহা না করিয়া উভয় প্রকার নিয়মের পরস্পর ঐক্য রাখিয়াছেন। আমাদিগের দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাতে ভূমণ্ডলের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। জগতের ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার ঐক্য দেখিতেছি, কারণ ঐ সকল নিয়ম প্রতি-পালন করিলেই দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়। যাবতীয় দুঃখ সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু তাহাও পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া যাহাতে তদ্রূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম পুনর্ব্বার না হয় তাহার চেষ্টা করি। যদি প্রবল ঝটিকার সময়

কোন বেগবতী নদীর ভয়ানক তরঙ্গোপরি নৌকা বহন করা যায়, আর তাহা জলমগ্ন হয়, তবে তাহা দেখিয়া লোকের নৌকাবাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করিলে যে রোগ জন্মে, তাহাও পরমেশ্বর এই আশয়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে তদ্দৃষ্টে আমরা সাবধান হইয়া শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইব, এবং তদ্দ্বারা শারীরিক পীড়া ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিব। ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে মনে মনে ঘৃণা, গ্লানি, অসন্তোষ, ও বিরক্তি বোধ হয়, এই বিধানদ্বারা পরমেশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমরা ঐ নিয়মভঙ্গের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনপূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এত দূর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, যে তাহার প্রতিকারের আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করে। যদি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়াতে কোন নৌকা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের তীর প্রাপ্তির উপায় না থাকে, তবে তাহাদিগের তদবস্থায় চিরকাল জীবিত থাকা যে কি প্রকার যাতনার বিষয়, তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর-প্রসাদে তৎকালে মৃত্যু অমৃত-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের যন্ত্রণানল এককালে নির্ব্বাণ করে।

যদি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা কোন যুবা পুরুষের পাকস্থলী ও হৃদয়াদি মর্ম্ম-স্থান নষ্ট হয়, তবে তৎকালে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; কারণ হৃদয়াদি ব্যতিরেকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার সম্ভাবনা, তাহা মনে করাও যন্ত্রণা। অতএব পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর এস্থলে তাঁহাকে ইহলোক হইতে অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করেন। এস্থলে মৃত্যুই পরম হিতকারী বন্ধু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সুকৌশলসম্পন্ন মহান্ যন্ত্র; বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-যন্ত্রারূঢ় জীবদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন নিমিত্ত নানা প্রকার শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মের সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কল্পনা করিয়াছেন। আপাততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাই পরম শুভকর বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি, দুই বলিষ্ঠ পুরুষ এক দুর্ব্বল বালকের হস্ত পদ ধৃত করিয়া রহিয়াছে, আর এক জন একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া তাহার উরুদেশে প্রবেশ করাইতেছে, এবং তাহাতে অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই বালক উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে,—যদি অকস্মাৎ এপ্রকার দৃষ্টি করি, আর ঐ কর্ম্মের অভিসন্ধি ও ফলাফল বিবেচনা না করিয়া দেখি, তবে ঐ তিন ব্যক্তিই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্বৃত্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যদি শুনি, ঐ বালকের উরুদেশে একটা বিস্ফোটক হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাতে

অস্ত্র করিতেছে, সে এক জন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর দুই জনের মধ্যে এক জন ঐ বালকের পিতা ও এক জন তাহার ভ্রাতা, তবে আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ কর্ম্ম বালকের আপাততঃ ক্লেশকর বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তখন আর ঐ তিন ব্যক্তিকে নিন্দা না করিয়া বরঞ্চ বালকের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। তিনি সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সমস্ত দুঃখ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদিগকে নিয়মানুগামী করিবার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই শুভ কৌশল, এবং চরমে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য করাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও সুখের নিদান।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ।

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মনুষ্যের ভৌতিক প্রকৃতি

অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে বস্তু দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ভৌতিক পদার্থ, ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। অপরাপর জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চভূমি হইতে পতিত হইলে আহত হয়, এবং অগ্নিসংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। অতএব, মনুষ্যের সুখ দুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের উপর কত নির্ভর করে, তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ ভৌতিক পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হয়; তৃতীয়তঃ তাহার

সহিত ভৌতিক নিয়মের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে আমরা ভৌতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা কত উপকৃত হইতে পারি তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়; এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্য্য শক্তি দ্বারাই বা আমাদিগের কত দুঃখ হয়, আর অজ্ঞান প্রযুক্তই বা কত দূর হইয়া থাকে, তাহাও নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ করা যাইবে, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে যথা নিয়মে ভৌতিক পদার্থের নিয়োগ করিতে না পারিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। তদ্দ্বারা লোকের অন্নপাক, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন, ইত্যাকার সহস্র প্রকার উপকার দর্শিতেছে। তবে যে অগ্নিদ্বারা কাহারও গৃহ-দাহ হইয়া সর্ব্বনাশ বা শরীর দগ্ধ হইয়া প্রাণ সংহার অথবা অন্য প্রকার অশুভ ঘটনা হয়, তাহা অসাবধানতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বল ও বুদ্ধি চালনাদ্বারা ঐ সমস্ত বিপৎপাত নিবারিত হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চিত প্রতীত হইবে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখাভিপ্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা প্রায়ই আমাদিগের নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটিপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। যদি আমরা বিশ্বসম্রা-

টের সমুদায় ভৌতিক ও অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হই, তবে ভূলোক পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইয়া উঠে।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মের অধীন। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা জীবিত থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। এই সমুদায় বিষয় যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে সুখোৎপত্তি হয়, আর তাহা না হইলেই অনিষ্ট ঘটে।

প্রথমতঃ। বীজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে তদুৎপন্ন শরীরী বস্তুও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়, আর বীজের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহা হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহারও বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহার কোন জীবনোপযোগী অংশ নষ্ট হইয়াছে, এমত বীজ বপন করিলে তদুৎপন্ন তৃণও তত্তৎ অংশে হীন হয়। যদি কোন বীজের সমুদায় অংশ পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু কুস্থানে স্থিতি বা কারণান্তর দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, অথবা তাহা সুন্দররূপ পরিপক্ক না হইয়া থাকে, তবে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, এবং দীর্ঘকাল সজীবও থাকে না। মনুষ্যের বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অল্প বয়সে বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কদা-চই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না; বরঞ্চ অল্পকালেই

জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ। শরীরী জীবদিগের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট-গুণান্বিত পরিমিতরূপ জল, বায়ু, জ্যোতিঃ ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আজন্ম মরণান্ত ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে দেহের শক্তি ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী হয়, শরীরের সুস্থতা বোধে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। রোগ, যন্ত্রণা, অকাল-মৃত্যু এ সমুদায় ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পশ্চাৎ এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে এ বিষয় দৃঢ় রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড দ্বীপে এক সাধারণ সূতিকাগারে উত্তম বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না, এ নিমিত্ত, তথায় যত সন্তান জন্মিত, ভূমিষ্ঠ হইবার পর নয় দিনের মধ্যে তাহার ষষ্ঠ অংশের মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষেরা তথায় উপাদেয় বায়ু সঞ্চারণের উপায় করিয়া দিলে উক্ত কালের মধ্যে কেবল বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ। শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথানিয়মে চালনা করা আবশ্যক। এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর স্বচ্ছন্দে থাকে, অঙ্গ চালনার সময়েই দেহের স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপকার উদ্ভাবিত হয়। আর তাহা লঙ্ঘন করিলে শরীরের

সুস্থতা ভঙ্গ, গ্লানি বোধ, এবং সর্ব্বদা অসুখ ও ক্লেশ ঘটনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে।

বাঙ্গালা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণ-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এ দেশের লোক কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য হইল? কি নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন হইয়া এ প্রকার হেয় হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাবলীর অবহেলনই তাঁহাদের দুরবস্থা ঘটনার বলবৎ কারণ।

জগদীশ্বর মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে কৃষিশক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বাহ্যবস্তুর সহিত তাহাদের প্রকৃতির এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু বিনা যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বসুমতী আপনাহইতেই অনবরত তাহাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইরূপ, পরমেশ্বর তাহাদিগকে গাত্রাচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিবার কৌশলজ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্বিনিময়ে পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষী, পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের বিষয়েও এরূপ করিতে পারিতেন, যে তাঁহার শস্য ফলাদি সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বিনা আয়াসে আপনাহইতেই উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও স্বভাবতই

তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের হিতাভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই। তাঁহার এই অখণ্ডনীয় অনুমতি আছে যে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য ছেদন ও বস্ত্র বয়নাদি ব্যতিরেকে কখনই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন নাই, তেমন তৎসমুদায় সম্পাদনার্থে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় প্রদান করিয়াছেন। আর তিনি যেমন মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী উর্ব্বরা ভূমি সমুদায়ও চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন ও বহু-গুণোৎপাদক বীজ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে রচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও বিবিধ প্রকার বস্ত্র-বয়নোপযোগী দ্রব্যের সৃজন করিয়াছেন, আমরা বুদ্ধি-বলে তদ্দ্বারা উত্তমোত্তম বিচিত্র বসন প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ ও শোভা বর্দ্ধন করিতে পারি। পরমেশ্বর আমাদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র না দিয়াও সকল দিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ পশুদিগকে মনুষ্যের অপেক্ষা সুখী ও ভাগ্যধর বোধ হয়, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক মনুষ্যের স্বভাব ও বাহ্য বস্তুতে তাহার উপযোগিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে, ভূমণ্ডলে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্ন বস্ত্র আহরণের নিমিত্ত তাঁহাকে যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার এরূপ মহত্ত্ব হইয়াছে। জগদী-

শ্বর লোকের অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপাদকতা-গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই, সকল লোকের আহার, ব্যবহার ও সুখসম্ভোগোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত থাকে, তবে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হয়; অবশিষ্ট ৫০ দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ প্রমোদের কাল থাকে।

উষ্ণ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তথাকার ভূমিও উর্ব্বরা করিয়াছেন। অতএব তাহাদের অল্প পরিশ্রমে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং সে দেশের লোকের যেমন বল, সেইরূপ অল্প শ্রমেরই প্রয়োজন। প্রখর সূর্য্য-কিরণে দগ্ধ হওয়াতে এদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষীণ ও নির্বীর্য্য, সুতরাং অধিক পরিশ্রমে সমর্থ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি এ দেশের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা করিয়া দিয়াছেন, যে অল্প পরিশ্রমেই অধিক ফলোৎপত্তি হয়। আর উষ্ণদেশীয় লোকের বস্ত্র বয়ন ও গৃহ নির্ম্মাণার্থেও অধিক শ্রমের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শীতলদেশের ভূমি অনুর্ব্বরা; তাহাতে আবার তথায়

শীত ও নীহার নিবারণার্থ ঘনতর গাত্রাচ্ছাদন আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তত্তদ্দেশের লোকদিগকে সবল শরীর দিয়া যথাপ্রয়োজন শ্রমক্ষম করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় লোকের সুস্থতা-সম্পাদক, ধাতু-পোষক ও প্রয়োজনোপযোগি-বলোৎপাদক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উষ্ণ ভূমিতে যব, গোধূম ও তণ্ডুলাদি শস্য ও অন্যান্য বিবিধ-প্রকার ফল মূল অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, মাংস অপেক্ষা শস্য ও ফল মূল অধিক ভক্ষণ করিলেই ভারতবর্ষীয় লোকের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংস আহার করিলে অসুস্থ হয়। অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে আমাদের দেশীয় লোকের যেমন তৃপ্তি জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে। তবে উষ্ণ দেশের লোক শীতল দেশীয় লোক অপেক্ষা দুর্ব্বল বটে, তেমন অল্প পরিশ্রমেই তাহাদের যথেষ্ট ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী লব্ধ হইতে পারে। ইংরাজদিগের দেশ এখানকার অপেক্ষা শীতল, তথায় শস্য অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট গো, মেষাদি পশুই অধিক জন্মে, তদনুসারে মাংস তাহাদিগের প্রধান খাদ্য। ফরাশিশদের দেশ তদপেক্ষা উষ্ণতর, তথায় যেমন শস্য জন্মে তেমন পশু পালন হয় না; তদনুসারে তথাকার লোকে ইংরাজ ও স্কাচ্ লোকের অপেক্ষা অল্প মাংস আহার করিলেই সতেজ ও সুস্থ-কায় থাকে। এক জন কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ইংরাজেরা যত মাংস

আহার করে, ফরাশিশেরা তাহার ষষ্ঠ অংশের অধিক ভক্ষণ করে না। উত্তর-মহাসাগরের তীরবর্ত্তী অত্যন্ত শীতল দেশ সমুদায়ে এবং ঐ মহাসাগরের দ্বীপ বিশেষে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় না; তথাকার লোকেরা কেবল মাংস ও মেদ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ-ধারণ করে। তথায় যেমন ফল মূলাদি জন্মে না, সেইরূপ, শীতের প্রভাবে লোকের তাহাতে রুচিও হয় না। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিত্য-ভক্ষ্য ফল মূল ও শস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মেদ মাংস আহার করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সকল হিম-প্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষী ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই লোকের সংবৎ-সরের আহারের সংস্থান হয়। তাহারা ঐ সমস্ত জন্তুর মেদ ও মাংস শুষ্ক করিয়া রাখে, এবং শীত-কালে তাহা অত্যুপাদেয় জ্ঞান করিয়া ভোজন করে। *

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে, জগদীশ্বর মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে পরস্পর উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতি সুচারুরূপে পৃথিবীকে

* কুম্ব সাহেবের এই প্রকার মত। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৎস্য মাংস ভক্ষণে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদেরও অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রয়োজন হইলে যুদ্ধেতে প্রবৃত্তি হয়, ও বিপৎপাত হইলে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সঞ্চার হয়।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর শুভাশুভ সম্বন্ধানুসারে বিবিধপ্রকার সদসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ যদি আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিরুদ্ধকারিণী না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তাহা কদাপি অন্যায় কার্য্য বলা যায় না, এবং তদুৎপন্ন সুখও গর্হিত সুখ নহে। ধন উপার্জ্জন করা, পান ভোজন করা, পুত্রোৎপাদন করা, এ সমস্ত কার্য্য-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে। যখন তাহারা বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তখনই তাহাদিগকে কুপথগামী বলা যায়। যদি কোন বণিক ক্রেতার নিকট মিথ্যা কহিয়া আপনার পণ্য বস্তুর দোষ গোপন করে, এবং আরোপিত করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, ও অন্যান্য বণিকের পণ্য দ্রব্যের নিন্দা করে, তবে এ কর্ম্মকে গর্হিত কর্ম্ম বলিতে হয়; কারণ এস্থলে সে ব্যক্তি ধনলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন করিল। এরূপ ব্যবহারের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, যদিও আপাততঃ ঐ দুরাশয় বণিকের ইষ্ট লাভ হইতে পারে, কিন্তু চরমে তাহার বিস্তর অনিষ্ট ঘটনা হয়; কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বস্ত হয়, এবং আপনি ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। এইরূপ, এক-ধর্ম্মাসক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের অতিক্রম

করাও দোষ। রাজা যদি বিচার-স্থলে দয়াসক্ত হইয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন, ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অপাত্রে দান করিয়া আলস্য বা কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করেন, অথবা অপরিমিত ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন; এবং যদি কেহ সাতিশয় ভক্তিরস পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মননেই সমস্ত কাল হরণ পূর্ব্বক আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তবে তাঁহাদের এ সমস্ত ব্যবহারকে কখনই সুব্যবহার বলা যায় না। এক বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে গিয়া অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরমেশ্বর যখন আমাদিগকে অর্জ্জনস্পৃহা দিয়াছেন, তখন উপার্জ্জন করা উচিত, যখন কাম রিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ রক্ষা করা উচিত; যখন জিজীবিষা দিয়াছেন, তখন জীবন রক্ষার যত্ন করা উচিত; যখন বুভুক্ষা দিয়াছেন তখন অন্ন পানদ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত, যখন উপচিকীর্ষা দিয়াছেন, তখন উপকার করা উচিত; যখন ভক্তি দিয়াছেন, তখন ভক্তি করা উচিত, কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তির অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই নিয়ম নিরূপিত হইল, যে, যে কার্য্য কোন বৃত্তির বিরুদ্ধ নহে, সেই কর্ত্তব্য। যে স্থলে কোন কার্য্যের এক বৃত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কর্ম্ম করিবে, কারণ আমাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু

সকলের মন সমান নহে; কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহা-রও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। অতএব, যদি মনোবৃত্তি সমুদায় স্বভাবতঃ তেজস্বিনী ও পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকে এবং বিবিধ প্রকার ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মার্জ্জিত হয়, তবে তৎসম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। যে স্থলে আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বা বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিবে। যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু। আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্য বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং তৎপরে ভক্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করা যাইবে। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এ উভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, কেবল আত্মরক্ষা ও পরিবারাদি প্রতিপালনই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, আর পরমারাধ্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক সধারণের হিত চেষ্টা করা সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রয়োজন। তদ্বিশেষ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা বিষয়ের ভার দিয়াছেন, ও নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, এবং তদুপযোগী পৃথক্ পৃথক্ মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য

অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

জিজীবিষা ও বুভুক্ষা।—পরমেশ্বর আমাদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল করিবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষণার্থে অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এ প্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম-সম্বন্ধীয়।

কাম, অপত্যস্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা এ তিনও আত্ম-বিষয়ক। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে স্ত্রী পুরুষ দ্বিপ্রকার জাতি সৃষ্টি করিয়া তদুপযোগী কাম রিপু সৃজন করিয়াছেন, পুত্র দিয়া তদুপযোগী অপত্যস্নেহ দিয়াছেন, এবং মিত্রমণ্ডলীর মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামিপ্রভৃতির শুভ কামনা করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কাম রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনু-রাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অনুরাগ-শূন্য, প্রীতি-ভাজনের হিতানুষ্ঠানের বিষয়ে তাহার কখনই যত্ন হয় না। কিন্তু যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টা করে,

এবং তৎফল স্বরূপ অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করে। যদি দেশ বিশেষের কোন ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ব্যক্তি কোন অধর্ম্মশীলা পূর্ণ-যৌবনা রমণীর অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, তবে উত্তরকালে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপে তাপিত হইতে হয়। কারণ, যদিও তাহার রূপ লাবণ্য মনোহর বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে। অপত্যস্নেহ বশত সন্তানে অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া অপত্যস্নেহের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষারই কর্ত্তব্য। পিতা মাতার স্নেহ যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও উপচিকীর্ষার আয়ত্ত না থাকে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে তাঁহারা আপনারাই স্বীয় সন্তানের অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকেন। কত শত বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগ-বশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রমসাধ্য বলিয়া আপন পুত্রকে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ রাখেন। অনেকে পুত্রকে পাপাসক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করেন না, ও পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া দুঃসহ যাতনার বিষয় ভাবিয়া তাহাকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিতে চাহেন না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও দূরদেশে গমন অনু-মতি প্রদান করেন না। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ তাহা-দিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ আসঙ্গলিপ্সা গুণদ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে।

যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তি উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে, সেইরূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা, আত্মাদর এবং লোকানুরাগপ্রিয়তা এ তিন বৃত্তি প্রবল থাকে; আর তাদৃশ উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা না থাকে, তবে যাবৎ তাঁহাদিগের উভয়ের অবস্থার ন্যূনাধিক্য না হয়, তাবৎ তাঁহাদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তিও চরিতার্থ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রমচ্যুত ও দারিদ্র্যদশা প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা রাখিলে মানহানি হইবে এবং হীনের সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীন বোধ করিবে, এই বিবেচনায় অপর ব্যক্তির আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃদ্ভেদ হইয়া উঠে, এবং ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ পুরঃসর অপর কোন আত্মসদৃশ ব্যক্তিকে মিত্ররূপে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সংসারে সর্ব্বদাই এ প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সর্ব্ব দেশে এই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে, যে বিপৎকালেই

সুহৃদ্ভেদ হয়। যেমন বসন্ত কালের নব-পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরুশাখা সকল গ্রীষ্ম ঋতুর প্রবল বায়ু বেগে ছিন্ন হয়, সেইরূপ সৌভাগ্য কালের মিত্রতা দুর্ভাগ্য-কালে লয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, এরূপ মিত্রতার মূলেই দোষ থাকে, কারণ, স্বার্থপরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত, স্বার্থহানি হইলেই স্বভাবতঃ তাহার ভেদ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি; যদি আসঙ্গলিপ্সারূপ বীজ, ধর্ম্মরূপ বারিসেচনদ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতারূপ মনোহর তরু উৎপাদন করে, তবেই তাহা সুখস্বরূপ কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে থাকে। এইরূপ মিত্রতাই যথার্থ মিত্রতা।

প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা।—সংসারে বিস্তর আপদ বিপদ্ আছে ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আততায়ী নিবারণে অপরাঙ্মুখ হওয়া, বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা এবং আর আর অভীষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে সাহস ও উৎসাহ প্রকাশ করা এ সমুদায়ই প্রতিবিধিৎসার কার্য্য। আমাদিগের এরূপ কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে এ দুঃখময় সংসারে বাস করা অসাধ্য হইত। জিঘাংসা বৃত্তি এ পৃথিবীতে নিতান্ত আবশ্যক। জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং ক্রোধদ্বারা পশুর আক্রমণ ও মনুষ্যের অত্যাচার নিবারিত হয়। অতএব, যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পৃথি-

বীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, ও যে পৃথিবীর বহুতর শোভা ও সুখ কেবল জন্ম মৃত্যুর উপর নির্ভর করে: জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা এ দুই মনোবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। যদিও পরের দুঃখ মোচন ও বিপদ্ উদ্ধারার্থে এই উভয় বৃত্তিকে নিয়োজন করা যাইতে পারে, কিন্তু পরের হিতাভিলাষ করা তাহাদের কার্য্য নহে; সে কেবল উপচিকীর্ষারই কার্য্য।

নির্ম্মিৎসা।—আমাদিগের দেহ রক্ষণ ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থে গৃহ, বস্ত্র, অস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই অযত্ন-সম্ভূত বৃক্ষ গিরি-গুহা বা গাত্র-লোমের ন্যায় আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। অতএব যাহাতে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, জগদীশ্বর তদপযুক্ত অশেষ প্রকার বস্তু সৃজন করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। যখন বাহিরে মৃৎ প্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রবল বেগবান্ বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে? এস্থলে বাহ্য বস্তুর সহিত মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

জুগোপিষা।—অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ কত কত ভাবের

উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে হইতেছে, তাহা বচনাতীত। তাহা কার্য্য-কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে ব্যক্ত করিলে আপনার ও পরের কার্য্য হানি ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব, জগদীশ্বর আমাদিগকে জুগোপিষা বৃত্তি অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।

বিবৎসা।—পুনঃ পুনঃ বাস পরিবর্ত্তন করিলে গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি, রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের সুনিয়ম, বিদ্যাবৃদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি এ সমুদায়ের কিছুই হয় না। অতএব, পরমেশ্বর আমাদিগকে বিবৎসা বৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। জন্ম ভূমি যে পরম রমণীয় বোধ হয়, তাহার কারণ এই। এই সমুদায় সূক্ষ্ম বৃত্তিতেও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

আত্মাদর।—পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষায় যত্নবান্ করিবার নিমিত্ত যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্মগৌরব বোধ, ও স্বাধীনতার অনুরাগ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্ম্মিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা ও আত্মাদর এ চারি বৃত্তি যে পরের হিত চেষ্টায় চেষ্টিত নহে, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

অর্জ্জনস্পৃহা।—এই বৃত্তি থাকাতে ধনাধিকারে

অভিলাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তৎসমুদায় সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জ্জনস্পৃহাও বহূপকারিণী; উপার্জ্জনশীল না হইলে দানশীলও হওয়া যায় না। কিন্তু স্বতঃ পরোপকার করা এ প্রবৃত্তির ধর্ম্ম নহে। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক উপার্জ্জন বাসনা পরবশ হইয়া পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন করে, তাহাদের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জ্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয় এবং প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের মিত্রতা মালা অর্জ্জনস্পৃহারূপ সূত্রদ্বারা গ্রথিত থাকে, যখন সেই সূত্র-চ্ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহাদিগের সৌহার্দ্দ-রক্ষা পাইতে পারে। তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। তাহারা যদি পক্ষপাত পরিত্যাগপূরঃসর আপনাদিগের মনোগত ভাব আলোচনা করিয়া দেখে, তবে ইহা অবশ্য জানিতে পারে, যে ধনাকাঙ্ক্ষাই তাহাদিগের মিলন হইবার মূলীভূত কারণ, সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে যে বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন রূপেই অসঙ্গত

নহে। যাহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম-বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে।

লোকানুরাগপ্রিয়তা।—আমাদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ আছে, এবং লোকেও প্রশংসাদ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করে। জগদীশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের সহিত লোকের এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া আমাদিগের যশস্কর কার্য্যে উৎসাহবৃদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই যশোবাসনা-বশে ভূপতিগণ যত্নপূর্ব্বক প্রজা-পালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কত কত সদুপদেশ জনক পরম হিতকর গ্রন্থ রচনা করেন, ও অন্যান্য কত ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও যশস্কর কার্য্যদ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক্ সম্ভাবিত বটে, কিন্তু মঙ্গল কামনা করা এ বৃত্তির কার্য্য নহে। লোকের নিকট সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এ বৃত্তির এক মাত্র বিষয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণপূর্ব্বক আত্মসন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে। বরঞ্চ যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহাহইতে বিরত হন। যদি আমাদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন দুষ্য কর্ম্ম করে, তবে তাহার দোষ সপ্রমাণ

করিয়া তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা পাওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমাদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অত্যন্ত বলবতী হয়, এবং উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে, কি জানি সে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় আমরা তাহার দোষ পরিহার বিষয়ে চেষ্টা পাই না, বরং তাহার সন্তোষার্থে গুরু দোষকে লঘু করিয়া বর্ণনা করি। যশোলোভীর কার্য্য যে সাত্ত্বিক নহে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে, কেবল যশোলোভে সেই কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না। তাহারা কহে, অমুক সাত্ত্বিকভাবে এ কর্ম্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সম্যক ফলভোগও হইবে না। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মনুষ্য খ্যাতি-লাভরূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া কার্য্য করে অথচ তদ্দ্বারা পৃথিবীর অশেষ উপকার হয়। এমত পরম-সুন্দর কৌশল আর কাহাকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে।

সাবধানতা।—আমাদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগশোকদুঃখময়ী পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত। মানব-দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে রুগ্ন হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইতে পারে; অতএব জগদীশ্বর

আমাদিগকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সদা সাবধান থাক। এই বৃত্তি থাকাতে আমরা ভাবী বিপৎ-পাত নিবারণ করিতে যত্নবান্ হই, এবং তৎসাধনার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে নিয়োজন করি। যে ব্যক্তির সম্যক সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে পদে ভ্রম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ ঘটনা হয়। সাবধানতা মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ; সুতরাং আদিম মনুষ্যদিগেরও এ গুণ ছিল, তাহার সংশয় নাই। অতএব এক্ষণকার ন্যায় তৎকালের লোকেরও নানাপ্রকার বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল; নতুবা তাঁহাদের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈয়র্থ্য হয়, এবং মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযোগিতাও থাকে না। অতএব, বসুমতী এক্ষণকার ন্যায় তখনও দুঃখশালিনী ছিলেন। সর্ব্বজাতীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন, আদৌ ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম ছিল, পৃথিবীতে দুঃখের লেশও ছিল না, এবং তখন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর সঞ্চারও হয় নাই। এ সকল ভাব মনে করিলে পরম সুখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচারে তাহা রক্ষা পায় না। যখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, সাবধানতা এ সমুদায় মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ আদ্য-কালীন মনুষ্যদিগেরও যখন এ সমস্ত গুণ ছিল তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে তৎকালেও পশ্বাদি হনন ও আততায়ী নিবারণ করিবার এবং বিপৎপাত ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন

ছিল। সাবধানতা বৃত্তিও যে মনুষ্যের আত্মসম্বন্ধিনী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

মানব জাতির যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশের বিবরণ করা গেল। যাবৎ এই সমুদায় বৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না হয়, তাবৎ আত্মরক্ষা ও আত্মসন্তোষই মনুষ্যের সমুদায় কার্য্যের প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে। আমরা এই সমস্ত বৃত্তিদ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মহিত সাধন করিব, জগদীশ্বর এই অভিপ্রায়ে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকে যদি অন্য অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে তদ্দ্বারা অমঙ্গল ঘটনা না হইয়া পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি ইহার কোন বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের তাবৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হয়, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশীয় লোকের চরিত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অর্থ উপার্জ্জন করা আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধনলুব্ধ হইয়া অর্থাপহরণ ও উৎকোচ গ্রহণে অনুরক্ত হয়। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম রিপুর সৃজন করিয়াছেন; লোকে তাঁহার এই তাৎপর্য্য অবহেলন-

পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া পাপ-পঙ্কে মগ্ন হয়। আমাদিগের আত্মমর্য্যাদা বোধ, আত্মবিষয়ে যত্ন ও স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয় সাধনার্থ পরমেশ্বর আমাদিগকে আত্মাদর প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী যুবকসম্প্রদায় এই প্রবৃত্তি-কে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত না করিয়া বিদ্যা-মদে গর্ব্বিত হইয়া প্রাচীন লোকদিগকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শরীর পোষণার্থে ভোজন-শক্তি ও পান-শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অনেকে অপরিমিত ভোজন ও কেহ কেহ মদিরা পান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভগ্ন-কায়, নির্বীর্য্য, ও হত-জ্ঞান হয় এবং পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে, ও অকাল-বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হয়। অতএব, আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে কখনই সুখ-লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্ষা।—আমাদিগের যেমন উপচিকীর্ষা অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা আছে, সেই রূপ উপকারের সমূহ প্রাত্রও সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থ প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পরের শুভানুধ্যানেই রত

থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা, তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা, ও সুখার্দ্রচিত্তেরও আনন্দ-প্রবাহ প্রবল করা, এই প্রবৃত্তির কার্য্য। এই মনোবৃত্তি যাহার শুভ সাধনার্থ সঞ্চরণ করে, তাহার সুখারবিন্দ যৎপরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তির অন্তঃকরণও তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। জনসমাজে সুখ বিস্তার করিতে পারিলেই তাঁহার পরম আহ্লাদ হয় এবং তৎকার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে; ও হস্তদ্বয় সতত প্রসারিত থাকে। তাঁহার নিরালস্য চিত্ত পরের হিত-চিন্তাতেই সুখী থাকে এবং তাঁহার রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তনেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, তাঁহার তৎকালের অবস্থার কথা কি কহিব। তিনি সে সময়ে সুখার্ণবে মগ্ন হন। যিনি আমাদের এমত উৎকৃষ্ট স্বভাব করিয়াছেন, যে, পরের মঙ্গল করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মঙ্গল হইতে থাকে, তাঁহার অপার মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃতরসে একবারে আর্দ্র হইয়া যায়।

ভক্তি।—পরমেশ্বর অনেকানেক গুরু লোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগকে ভক্তিরূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি

প্রদান করিয়াছেন। মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হই-লেই ভক্তির উদয় হয়। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার কথা কখন শুনি নাই, যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহারও অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে অনিবার্য্য ভক্তিরস প্রকটিত হইতে থাকে। ভক্তি-প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরমারাধ্য মূর্ত্তি সমক্ষে বিদ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু পরমেশ্বর পরা-য়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা প্রতীতি করেন. পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই। যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃজনকর্ত্তা, এই অপরিসীম বিশ্ব-কার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ও পরম কল্যাণকর অভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহি-য়াছে, সংসারের প্রত্যেক নিয়ম পর্য্যালোচনায় যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় শুভকর কৌশল সম্যক্ প্রতীত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আস্পদ ও ভক্তির ভাজন আর কে হইতে পারে? ভক্তিমান ব্যক্তি সর্ব্ব-স্থানে ও সর্ব্বকালে তাঁহার অপার মহিমার নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতিরসে অভিষিক্ত হন। ঘন বিজন কানন বা তরু-শূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, সুশীতল সমীরবহ প্রভাত সময় বা বিহঙ্গ-কোলাহল-কলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণকাল, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে

ও সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমার অশেষ নিদর্শন দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া যায়!

আশা।—আশা-বৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণে সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়. যে পৃথিবীতে উপার্জ্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখ-লাভের প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশাবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত। যখন হৃদয়াকাশ, বিষয় বিপত্তিরূপ মেঘদ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল আশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে। যখন আশার সহিত কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া আত্ম-সুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহযোগ হয় তখনই ইচ্ছা হয়, বিশ্ব সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক। ইহলোকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে অবশ্যই ইষ্টলাভ হয় এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশাবৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও ভূমণ্ডল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে শত বর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তখন এই শত বৎসরকে অতি অল্প কাল বোধ হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। তখন মনে হয়, অনন্ত কালই

আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার নিত্য-ধাম। আমি এই জঘন্য দেহ-পঞ্জর হইতে উড্ডীয়-মান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞান-তৃষ্ণা শান্তি করিব, এবং পূর্ণকাম হইয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য একবারে অন্তর্হিত হয়, এবং ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হইয়া দিগ্বিদিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়,—এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব। আশা বৃত্তি মর্ত্ত্য লোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে এমত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

শোভানুভাবকতা।—পরমেশ্বর আমাদিগকে শোভা-প্রিয় করিয়া তদুপযোগী অশেষ প্রকার রমণীয় পদার্থ-দ্বারা সমস্ত সংসার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন; তৎসমুদায়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননে অন্তঃকরণ পরম পুলকিত হয়। সুন্দর চিত্র, সুশোভন পাষাণময় মূর্ত্তি, মনোহর অট্টালিকা, ও সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড দর্শন করিলে যে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং কাহারও মনোমন্দির জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুশোভিত দেখিলে যে পবিত্র প্রীতি সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই। নিজেরই হউক বা অন্যেরই হউক সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই সুখো-দয় হয়। অতএব, সমস্ত বিশ্বই এই শুভকরী বৃত্তির

উপভোগ্য, এবং যিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যে এমন সুখের আকর সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

আশ্চর্য্য।—এই বৃত্তির গুণে, অদ্ভুত, অসাধারণ ও অভিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্ষোদয় হয়। যে পৃথিবীর সকল বস্তুই পুরাতন বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরত নবীন রূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তি যে পৃথিবীর প্রকৃত ধর্ম্ম, এই বৃত্তি তাহার সম্যক্ উপযুক্ত। যখন আমাদিগের পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদায়িকা বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি? যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই অভিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর প্রসাদে এই বৃত্তি সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা চরিতার্থ হইতেছে, ও ইহাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপনার অনেক মনোবৃত্তিও স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চারিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। স্বার্থপ্রাপ্তি এ প্রবৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও তদ্দ্বারা প্রচুর সুখের উদ্ভব হয়।

অধ্যবসায়।—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা সুকঠিন, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে অনেক বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধনের নানা প্রকার প্রতি-

বন্ধক ঘটে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না, অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের সম্যক্ উপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

অনুচিকীর্ষা।—যাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সহবাস করিতে হয়, আমরা তাহাদিগের আচরণ দৃষ্টে আচার ব্যবহার শিক্ষা করিব এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদিগকে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অর্থাৎ অনুকরণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। সকল বিষয়ের অনুকরণ করা এ বৃত্তির কার্য্য। বাল্যাবস্থায় এই বৃত্তিই আমাদিগের প্রধান গুরু। তৎকালে আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগের যে প্রকার ব্যবহার দেখি, সেই প্রকার অভ্যাস করিতে থাকি। এই বৃত্তি থাকাতে এক প্রদেশস্থ সমস্ত লোক অনায়াসে একরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর নানা প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আমাদের জ্ঞানশিক্ষা ও কার্য্য-সাধন সুগম ও সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত এই পরম শুভকরী বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরিহাসপ্রবৃত্তি।—করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অন্য অন্য বিবিধ প্রকার সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, তিনি আমাদিগের অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রমোদিত ও আস্য-মণ্ডল সতত সহাস্য রাখিবার অভিপ্রায়ে পরিহাসপ্রবৃত্তির সৃজন করিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ উদ্ভাবনই এ প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব প্রণয়-পবিত্র মিত্রমণ্ডলীমধ্যে উপবেশন পুরঃসর পরিহাস-প্রবৃত্তি পরিচালন করিয়া দোষ-বর্জ্জিত

আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করা বিহিত ব্যতিরেকে কদাপি গর্হিত নহে। তাহাতে অন্তঃকরণ সুখী থাকে, পরিপাক শক্তি প্রবল হয় এবং শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে। পরিহাস সহকারে মিষ্ট বচনে লোকের দোষও সংশোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু গরলবৎ ক্লেশকর পরিহাসদ্বারা কাহার মনঃপীড়া উপস্থিত করা নিতান্ত দূষণীয় তাহার সন্দেহ নাই

ন্যায়পরতা।—যখন মনুষ্যের কামাদি কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতকগুলি প্রবৃত্তি কেবল পরানুরক্ত, তখন এই উভয় জাতীয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে ও তাহাদিগকে যথানিয়মে চালনা করিবার নিমিত্তে কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক; পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সেই শক্তি দিয়াছেন। এই শুভকরী বৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে, যাহাতে পরের অনিষ্ট ও অকারণে আত্মসুখের হানি না হয়, এইরূপে সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজন করে। সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, এই প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্মও এই মহতী বৃত্তির উপদেশ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদানার্থে এই আত্ম-প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে আমাদের হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সকল কর্ম্মেই সুখোদয় আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখরূপ দণ্ড

উপস্থিত হয়। যিনি আমাদিগের পরস্পর অন্যায় ব্যবহার নিবারণার্থে এমত শুভকারী বৃত্তি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সমান ন্যায়বান আর কে আছে?

যে সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিষয় বিবরণ করা গেল, তাহারা স্ব স্ব বিষয় ভোগের নির্দ্দিষ্টসীমা উল্লঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যথানিয়মে নিয়োজিত না হইলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি বুদ্ধি পরিপাক না হইয়া ভক্তি উপচিকীর্ষাদির আতিশয্য হয়, তবে কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতি ব্যয়শীলতাদি নানা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি।—বুদ্ধি অতি প্রখর অস্ত্র স্বরূপ। উহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়, তাহাতেই নৈপুণ্য হয়। যে

---

* উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি প্রধান ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। আশা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে তাহাদের অনুকূল বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

† বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রথম শ্রেণী-নিবিষ্ট; ব্যক্তি গ্রাহিত্ব, আকারানুভাবকতা: গুরুত্বানুভাবকতা, প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তুর সত্তা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বিতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। কালানুভাবকতা, ঘটনানুভাবকতা, সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তিদ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানা যায়, তৎসমুদায় তৃতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। আর উপমিতি, ও অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য কারণ জ্ঞান, চতুর্থশ্রেণী নিবিষ্ট।

এই সমুদায় বৃত্তির সংজ্ঞাদ্বারাই ইহাদিগের স্ব স্ব বিষয় ও

বুদ্ধি দস্যু-বৃত্তি, মিত্র-দ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নর-বধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে, সেই বুদ্ধিই এই ভূলোককে স্বর্গলোক সমান সুখ-ধাম করিবারও মন্ত্রণা করিতে পারে। কিন্তু যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা এবং আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজন করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত কার্য্য। অতএব, সমস্ত সংসারই উহার উপভোগ্য বিষয়; সুতরাং বিহিত বিধানে উহা চালনা করিলে আমাদিগের চিত্ত-ভূমি অপর্য্যাপ্ত সুখ-সলিলে প্লাবিত হইতে পারে।

জগদীশ্বর অতি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের এইরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, যে আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির যে সকল কার্য্য সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত, তাহা আমাদের যথার্থ উপকারক ও সুখদায়ক; আর যে সকল কার্য্য তাহাদের অনুমোদিত নহে, তাহা পরিণামে অপকারক ও দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। যে ধর্ম্মশীল সুবোধ ব্যক্তির

কার্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা যে বৃত্তিদ্বারা একটি বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম ব্যক্তিপ্রাহিতা, যে বৃত্তিদ্বারা আকারের অনুভব হয়, তাহার নাম আকারানুভাবকতা ইত্যাদি। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যত বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, জগতে তদুপযোগী অশেষ প্রকার বিষয় সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সুখের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পরস্পর ঐক্যভাবে সঞ্চরণ করে, যদিও পরের শুভ সাধনই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু গৌণ কল্পে তদ্দ্বারা আপনারও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। এইরূপে মনুষ্যদিগের পাপ পুণ্যের পুরস্কার অবাধে হইয়া আসিতেছে।

আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরস্পর যেরূপ বিভিন্নতা দৃষ্টি করা গেল, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই পশ্চাল্লিখিত তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ। আমাদিগের যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাতে অন্তঃকরণের কোন বৃত্তি অতি প্রবল হইলে তাহার আর একবারে নিবৃত্তি হয় না। বিষয়োপভোগদ্বারা ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। অন্ন পানদ্বারা বুভুক্ষা বৃত্তির শান্তি হয়, কোন বিষয় ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে অর্জ্জনস্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত নিশ্চেষ্ট থাকে, বিষয় বিশেষে জয় লাভ হইলে তৎকালে আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা চরিতার্থ হয়, অবিচ্ছেদে বুদ্ধি চালনা করিলে কিঞ্চিৎকাল বিচারশক্তির মান্দ্য হয়, কিন্তু তাহারা কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরেই পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে ব্যগ্র হইয়া উঠে। অতএব, আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যথাবৎ নিয়মিত না হইলে উত্তরোত্তর প্রবল ও অপ্র-

শান্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ, দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিতান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ও সদসৎ-ফল-বিবেক-রহিত, এপ্রযুক্ত তাহারা পরিমিত বিষয়োপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। যদি আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পুরঃসর তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনবরত বিষয়োপভোগে রত থাকে, তবে তদ্দ্বারা আপনার ও পরের বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি লোকানুরাগ লাভ মাত্র আমাদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকে, তবে স্থল বিশেষে কুকর্ম্মার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কুকর্ম্মও করিতে হয় ও তাহার প্রতিফলরূপ দুঃখও প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, অতিশয় যশোলোভবশতঃ তাহাতেও প্রবৃত্ত হইয়া হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। সবিশেষ জ্ঞানাভাব বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্ষীণতাবশতঃ রিপুপরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের অস্বাস্থ্য সময়ে, সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান দুর্ব্বল ও ব্যাধিযুক্ত বা রিপুপ্রধান হইয়া পিতা মাতার অশেষ যাতনার কারণ হয়। এইরূপ, আমাদিগের অর্জ্জনস্পৃহা থাকাতে অর্থ আহরণে ও ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ডনীয় নিয়মক্রমে বসুন্ধরা সম্বৎসরকালে পরিমিত ধন দান করেন; আর মনুষ্যেরও বুদ্ধি-শক্তি ও কায়িক পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সুতরাং সকলেই ধনাঢ্য হইতে চাহিলে অনেককে নিরাশ হইতে হয়। যাঁহারা নিকৃষ্ট প্রবৃ-

ত্তির বশীভূত হইয়া কেবল বিষয়-পথে সঞ্চরণ করেন, তাঁহারা এই অকল্পিত কথা মনে রাখিবেন। নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদ্বারা নিয়মিত না হইলে যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট উপস্থিত হয়, ইহাও তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এপ্রযুক্ত আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কোন কার্য্য তাহাদের অনুমোদিত না হইলে অন্তঃকরন অপ্রসন্ন ও গ্লানিযুক্ত থাকে। বোধ হয়, যেন আমাদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায় ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসম্মত হইয়া তিরস্কার করিতেছে। যে তরুণ যুবার সুকোমল সরল চিত্ত এখনও পাপ-রসে দূষিত হয় নাই, যাহার সাধুচিন্তা এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত যাহার সুকুমার নির্ম্মল মতি এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে যদি দুর্ব্বিপাকবশতঃ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ পিশাচের বশীভূত হইয়া মোহহ্রদে মগ্ন হয়, তবে ধর্ম্মের শাসন অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারে। তখন আর তাহার অনুতাপতাপিত হৃদয় শান্তিরসে আর্দ্র হয় না, এবং মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না; তাহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়, ও প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে। যদি কোন বিষয়ার্থী

ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধনসঞ্চয় ও মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনে একাগ্রচিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, ও আয় ব্যয় নিরূপণাদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত ব্যাপৃত থাকিয়া মনের বীর্য্য ক্ষয় করেন, আর সুতরাং ভক্তি উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সঞ্চালিত ও চরিতার্থ না করিয়া তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আইসেন, এবং যদি বার্দ্ধক্য-দশা উপস্থিত হইলে আপনার গত জীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর এ কথা অবশ্য বলিবেন যে "কেবল কলহ, উত্ত্যক্তি, মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ুঃ গত হইয়াছে। আমার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখভোগে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুশাসনক্রমে আর সমস্ত মনোবৃত্তিকে যথানিয়মে চালনা করিলে যে প্রচুর সুখোৎপত্তি হয়, আমি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। কেবল কর্ম্ম ভোগ করিয়া সমুদায় জীবন ক্ষেপণ করিলাম।" শেষ দশায় এ প্রকার অনুতাপিত হওয়া দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

তৃতীয়তঃ। আমাদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় যদি পরস্পর মিলিত থাকিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা নিয়োজিত হয়, তবে তাহারা স্ব স্ব বিষয়োপভোগের অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। এই সকল বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ

স্ফূর্ত্তি হইলেও আনন্দ লাভ হয়, আর তাহাদিগকে অতিশয় প্রবল রাখিয়া সম্যক্ চরিতার্থ করিতে পারিলে অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হয়। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং সুখোপভোগের পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদও ঘটে না। তদ্দ্বারা আমরা যাবজ্জীবন শান্তি-রসার্দ্র ও স্থির-সুখ-সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারি। বিশেষতঃ, ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও স্বসাধ্য সমুদায় সুখ উৎপাদন করিতে পারে। আর যেমন আমাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুপ্রকার অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, সেইরূপ বুদ্ধিও আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের স্বভাব বিচার ও প্রয়োজন রক্ষা করিয়া না চলিলে ভ্রম-শূন্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ, বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এইরূপ অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়, এবং এইরূপ ব্যক্তিই চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া সংসার-পথে পদার্পণ করেন, তবে উপচিকীর্ষার গুণে তাঁহার এইরূপ বোধ হইবে, যে অপরাপর মনুষ্যও আমার ন্যায় পরমেশ্বরের প্রিয়-পাত্র ও সম্ভোগের অধিকারী; আমার ইষ্টসাধক

কার্য্য যদি তাহাদের অনিষ্টজনক হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান করা কখনই উচিত নহে, বরং আমার সাধ্যানুসারে তাহাদের উপকার করাই কর্ত্তব্য ; ভক্তি গুণে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইবে, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, বিচিত্র শক্তি, ও অপার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া এপ্রকার বিশ্বাস করিতে হইবে, যে এরূপ ব্যবহার দ্বারা সমুদায় মনো-বৃত্তি চরিতার্থ হইয়া পরিণামে অত্যন্ত সুখ সম্পাদন করিবে, এবং মনুষ্যবর্গকে সম্যক্ আদরণীয় বোধ হইয়া যথাশক্তি তাহাদিগের উপকার করিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মিবে ; আর ন্যায়পরতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকলের সহিত ন্যায়বৎ ব্যবহার করণে ও অন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণপূর্ব্বক তদনুসারে যে কার্য্য করিবেন. তাহাতেই লোককে পরম সুখী করি-বেন, ও আপনিও পরম সুখী হইবেন। পরম রমণীয় আনন্দজ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

এরূপ সুশীল ব্যক্তি কাহারও সহিত মিত্রতা করিলে উপচিকীর্ষা গুণে সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মিত্রের কল্যাণ কামনা করেন। ভক্তি প্রভাবে তাঁহার এইরূপ বোধ হয়, যে, উক্তরূপ মিত্রতা যখন পরমে-শ্বরের নিয়মানুগত, তখন উহা যত্নপূর্ব্বক পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব মিত্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা মিত্রের অনুরাগ করা

ও তাঁহার সকল কার্য্যে সুখানুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। ন্যায়পরতা থাকাতে, তাঁহার প্রতীতি হয়, মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, অনুচিত প্রার্থনাদি কোন কঠোর ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। আর তিনি প্রণয় সঞ্চার কালে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহার মিত্র ধর্ম্মাংশে হীন না হন, কারণ, দাম্ভিক, স্বার্থপর ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নয়; দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি কৃপা হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না। এ প্রকার মৈত্রী লাভ হইলে আমাদিগের অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে। যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয়, আমার মিত্র ধর্ম্মপরায়ণ, কেবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমার আসঙ্গলিপ্সা মহোৎসাহ সহকারে অমূল্য নিধি স্বরূপ প্রিয় মিত্র-রত্নে প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হয়। এরূপ ন্যায়বান্, পরহিতৈষী, ভক্তিশীল মিত্র কখনই মিত্রের অনিষ্ট করেন না, এবং সসম্ভ্রম আদর অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন না। এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রবঞ্চনা ও অপরাপর অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা জানিয়া হৃদয়-পদ্ম সর্ব্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্সাতে অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সাহায্য থাকিলে অন্তঃকরণে

কখনই তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দবারি নিঃস্রবণ হইতে পারে না। এমত মৈত্রী-লাভদ্বারা আমাদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তাও চরিতার্থ হয়; কারণ এরূপ পরহিতৈষী, ন্যায়বান্, মর্য্যাদক মিত্রের প্রিয় সম্ভাষণ আদরোক্তি ও সৌহার্দ্দ প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? এরূপ দুর্লভ মিত্রের বাহ্যে সৌহার্দ্দ প্রকাশ ও অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপন, সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে নিন্দাবাদ, কথায় পরমোপকার ও কার্য্যে অবহেলা, এ সমুদায়ের কিছুই করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত, এমত প্রণয় হইলে, অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর-কিরণ-সম পরম রমণীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও আর আর সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর ঐক্যভাবাপন্ন থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ উদ্ভাবন করে।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকার সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা উক্ত উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া না চলে, ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগের মিত্রতার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মোপেত মিত্রতার বিষয় এ স্থলে বিবরণ করা গেল। এই উভয়ের ফল-তারতম্য ও তাদৃশ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত সুখের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চিত অবধারিত হয়, যে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্যই

সুখের কারণ; যে স্থলে কোন বৃত্তির সহিত অন্য কোন বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করা কর্ত্তব্য। যে সাধু ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, আসন্ন মৃত্যুও তাঁহার বিশেষ ক্লেশকর হয় না। যিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া এরূপ বলিতে পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথাসাধ্য পরোপকার করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি, মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি, এই-ক্ষণেও সেই সকল-মঙ্গলালয় আনন্দ-স্বরূপে চিত্ত সমর্পণ করিলাম, তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। তাঁহার মৃত্যুকালও সুখের কাল, ও মৃত্যু-শয্যাও সুখ শয্যা।

তৃতীয়াধ্যায়।

মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়।

. মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না। "শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, সুখলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই" এই শুভকরী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। তাহারা সুষুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত; মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীড়াসক্ত বয়স্যদিগের কেলি-কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়,? যদি তাহার পিতা তাহাকে নিবারিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে, তাহার মনো-

দুঃখের আর সীমা থাকে না। এইরূপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোরতর দুর্দ্দিনপ্রযুক্ত ক্রমাগত ৫। ৭ দিবস গৃহের বহির্ভূত হইতে না পারেন, তবে তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হন তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন, এমত স্থলে তাঁহারও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব মনুষ্যের সুখলাভ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে কি না, তাহা যৎকালে তিনি সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা শরীর ও মনঃ পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিব, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত মানব প্রকৃতির তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্র-লোম আছে, আমাদিগের শীত নিবারণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ

হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

আমাদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞান-লাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃত পান দ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয় এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তুদ্বারা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনামাত্রেই এরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয়, যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব, ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নয়। পরমেশ্বর আমাদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে পরস্পর যে প্রকার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন, ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহার অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্ম-কালে বুদ্ধিবৃত্তি-নিষ্পাদ্য সমুদায়

জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয়ভোগে এককালেই চরিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইত না। যদি একবার মাত্র ভোজন করিলেই চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধন-লাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অল্পকাল-স্থায়ী। হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জ্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্ব্বাচীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহার অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জ্জনদ্বারা সে বৃত্তি সব্যাপার অর্থাৎ সচল থাকিতে পারে। অতএব যদি ঐ বৃত্তি একবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চিরকাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপারশূন্য থাকিত, তাহা হইলে মানববর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ, আর আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে তাহা আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে এককালে

আমাদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমাদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুরাতন বোধ হইত। কিছুতে আর কৌতূহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না। এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র, সংসার তাহাও নিতান্ত নীরস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃর্জন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলেই ইষ্টলাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর এতদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন!

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদ, সুজীর্ণ ও বলাধায়ক হয় না। পরন্তু এ সমুদায় সাধন করিতে হইলে শরীর ও মন পরিচালন করিতে হয়। অতএব, জগদীশ্বর যৎকালে শস্য সৃজন করিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মানব শরীরকে তন্নির্ত ধর্ম্ম ও শক্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তৎ-

কালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এবং আমরা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা-দ্বারা •জ্ঞানলাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তৎকালেই, তাহারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ফল, মুল, পত্রাদি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রোগ শান্তি হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সম্যক্ উপযোগিতা আছে, কারণ ঐ সমুদায় বৃত্তি সাবধানতা সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল-সাধন করে। যিনি মনুষ্যের দেহকে রোগাস্পদ করিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাঁহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাহা-দিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাস্প হয়। সেই বাস্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাস্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতেছে। বাস্পীয় তরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবলবেগে ধাবমান হইয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই সেই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার গুপ্ত সূত্র সঞ্চার করি-

য়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তৎসাধনের উপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাঁহার উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি-চালনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদর্থে চালনা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হইলে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের হিতাভিপ্রায়েই এরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন!

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তৎপ্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা, অর্থাৎ পঙ্কিল ভূমি শুষ্ক করিবার, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় অবধারণ করা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যে সকল নরজাতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি এবং জল ও শস্যাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিরালস্য হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল সঞ্চালন করে, তাহাদের তজ্জন্য প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোষ-বর্জ্জিত হইয়া শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করে, এবং মনোবৃত্তি চালনা করাতে, অন্তঃকরণ সতত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। আর যাহারা আলস্য-পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান না করে, তাহারা তৎপ্রতিফল স্বরূপ জ্বর, কুষ্ঠ,

বাত ও অপরাপর বহু ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অনবরত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়, এবং মধ্যে মধ্যে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাহাদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত। তাহারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর এমত স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাহারা পরমেশ্বরের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা করিবে, তখনই দারুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হইবে।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরঙ্গ এ সমস্ত আপাততঃ দূর দেশ গমনাগমনের অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক বোধ হয়। কিন্তু জলের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ ও জল-প্লুত দ্রব্যের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, ও বাষ্পের অদ্ভুত শক্তি অবধারণ করিয়া মনুষ্য এক্ষণে সাগর-সলিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত সমুদায় সন্তারিত করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছে। পরমেশ্বর কোন্ কালে মনুষ্যে ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সহকারে এ সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি ও তদ্দ্বারা সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল সতত সব্যাপার রাখিবার নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বাহ্য বস্তুর সহিত

তাহাদের এরূপ শুভকর সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাও আমরা কেবল সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। এক্ষণে যে বাষ্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী দেশ সমুদায়কে পরস্পর সন্নিকট করিতেছে, যে বেলুন যন্ত্র সহকারে ভূমণ্ডলের মনুষ্য গগন-মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতেছে, ও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্র-মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে, তৎসমুদায়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের উদয় হইবার অপেক্ষা। জগদীশ্বর সৃজনকালেই এ সমস্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আমাদিগের মানসিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক। তিনি যখন আমাদের সুখ-সঞ্চার শরীর ও মনের চেষ্টাধীন করিয়াছেন তখন তদনুযায়ী ব্যবহারই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশো-

লাভই জীবনের সার কার্য্য জানিয়া তন্মাত্র উপার্জ্জনে আয়ুঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানপূর্ব্বক আপনার প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্যবর্গের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিলে, সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভাদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

তৃতীয়তঃ। মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল করিতে হইলে, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তুবিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইয়া সৎপথ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, পরমেশ্বর এইরূপই করিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য করিয়া আমাদের সুখোন্নতি সাধনের সুন্দর উপায় ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে ইহলোকে উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সেই সমুদায় শুভবৃত্তিকে বিশ্ব-রাজ্যের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তদ্‌-

নুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম করিয়াছেন। আমরা যখন তাহাদের পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া তাহাদিগকে যথাবৎ নিয়োগ করিতে পারিব, তখনই চরিতার্থ হইব। অতএব, আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, এবং যথানিয়মে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যত চালনা করিব, ততই যে বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইতে থাকিবে, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও তাঁহার সুখোৎপত্তির বিষয় যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে শরীর ও মনের নিয়োগ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত অথবা তাদৃশ কোন ব্যবস্থার প্রণালী কল্পনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ। সুস্থ ব্যক্তিদিগের শরীর সঞ্চালনার্থ প্রতি দিবস কতিপয় দণ্ড তদুপযোগী পরিশ্রম করা উচিত। এই পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, বল ও বীর্য্য হয় এবং দেহের লঘুতা বোধ হইয়া অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং প্রাণিদিগের স্বভাব ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ বিষয়ে প্রতিদিন কতিপয় দণ্ড সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য। মনোবৃত্তি সঞ্চালন সহকারে প্রবল সুখপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং প্রত্যেক নিরূপিত তত্ত্ব লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির প্রতি কারণ হয়, এই উদ্দেশে জ্ঞানালোচনা করিবে। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের

শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং পরমেশ্বর আমাদের সুখ সাধনার্থে সেই সমস্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম রাখা, আমাদের জ্ঞানাভ্যাসের এক প্রধান প্রয়োজন। এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস করিলে বহুতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এবং এরূপ অনুষ্ঠানদ্বারা অভ্যাসকালেই সুখানুভব হইবে, ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রে এবং শিল্প ও বিষয় কার্য্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। কতিপয় দণ্ড ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে চালনা করা, তদ্দ্বারা পরমাশ্চর্য্যস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা, তাঁহার অপার মহিমার প্রশংসা বিষয়ে চিত্ত সমর্পণ করা, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই শেষোক্ত বিষয় অতি গুরুতর ও পরম কল্যাণদায়ক। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি যত বর্দ্ধিত হউক না কেন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদ্বারা প্রয়োজিত ও উৎসাহিত না হইলে সুমিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যা রত্ন মহাধন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম রূপ চন্দ্রালোক ব্যতিরেকে তাহার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হই-

লেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক বুদ্ধি-নিষ্পন্ন তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা, ও তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য। যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক সুকৌশল-সম্পন্ন যন্ত্র স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই ইহার স্রষ্টা ও পাতা, তখন ইহা অবশ্যই অনুভবসিদ্ধ, যে এই জগতের সমুদায় অংশের পরস্পর অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, এবং ইহার সহিত ঈশ্বরের স্বরূপেরও ঐক্য আছে। মনুষ্যের মনও এই অসীম বিশ্বের এক বিন্দু বটে, সুতরাং সমুদায় জগতের সহিত তাহারও অবশ্য সামঞ্জস্য আছে। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বাধিপের অভিপ্রায় নির্ণয় করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য ভাবা উচিত নহে। বিদ্যালোকদ্বারা যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা যাবতীয় তত্ত্ব নিরূপিত হয়, এবং যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। পরমেশ্বরই আমাদের পরম আচার্য্য এবং এই অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যই আমাদের পরম শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, এবং কোন অবৈধ বিধান থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

যিনি আমাদের বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাহাদের পরস্পর অনৈক্য থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বর তাহাদের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন, কেবল আমাদিগের মূঢ়তা বশতঃ তাহাদের পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়াছে। মনুষ্যদিগের জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হৃদয়-ভাণ্ডার জ্ঞান-রত্নে পরিপূর্ণ হইবে, এবং সকলে পরস্পর বিমল আনন্দ বিতরণপূর্ব্বক প্রচুর সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যাঁহার চিত্ত পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের ভক্তি-রসে আর্দ্র, এবং তাঁহার পরম কল্যাণকর বিশ্বকৌশলের জ্ঞানে পূর্ণ, ও মনুষ্যবর্গের শুভানুধ্যানে অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রীতি-সলিলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই ধর্ম্মপরায়ণ, পরম দয়াবান্, শান্তস্বভাব, সচ্চরিত্র, সাধু ব্যক্তির সংসর্গে যিনি এক দিবস কিম্বা এক মুহূর্ত্তও যাপন করিয়াছেন, তিনি তৎকালে যে প্রকার নির্ম্মল অনুপম স্থির সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। বিশেষতঃ এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর প্রবল হইবে, এবং জগদীশ্বরের নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি হইবে।

এখনও আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়ে সবিশেষ কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বৃত্তান্ত এক প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ সকলের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। অঙ্গ চালনার প্রয়োজন স্থাপনায় জিঘাংসা, প্রতি-

বিঘিৎসা, নির্ম্মিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, আত্মাদর ও লোকানু-রাগপ্রিয়তা বৃত্তির বিষয় এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে; কারণ মনুষ্য এই সকল বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই অঙ্গ চালনা করেন। সাংসারিক বিঘ্ন নিরাকরণ করিতে হইলে, জিঘাংসা ও প্রতিবিঘিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। বল-সাধ্য শিল্প-কর্ম্ম সম্পাদনার্থে এই দুই বৃত্তি এবং নির্ম্মিৎসা ও অর্জ্জনস্পৃহার চালনা করিতে হয়। জিগীষাদ্বারা, অর্থাৎ অধিকতর শুভ সাধনে কে সমর্থ হইতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনাতেও পূর্ব্বোক্ত কতি-পয় প্রবৃত্তি এবং আর আর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চালনা করা হয়। কাম, অপত্য-স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা ইহারা বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ভক্তি, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিলে, সংসারাশ্রম পরম রমণীয় সুখধাম হইয়া উঠে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে পূর্ব্বোক্ত প্র-ধান প্রধান বৃত্তির বশবর্ত্তী করিয়া যথানিয়মে চালনা করা কোন ক্রমেই অধর্ম্মমূলক নহে। নিকৃষ্ট প্রবৃ-ত্তির প্রবলতাদ্বারা পাপ সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। "তাহাদিগকে বশীভূত রাখ, কিন্তু কদাপি তাহাদের বশীভূত হইও না," ইহাই তাঁহার শাসন। অধর্ম্ম বশে বা ধর্ম্ম ভ্রমে ইহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ আছে। অতএব, যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার

রোধ করিবার চেষ্টা করে, সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাহারা পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষবিধ সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম পালনেই ধর্ম্ম ও সুখ, এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেই অধর্ম্ম ও দুঃখ।

চতুর্থতঃ। আহার, নিদ্রা, ও আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিবেক।

আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকে কিঞ্চিৎকাল হরণ করা গর্হিত নহে, বরং অত্যন্ত উপকারজনক। তাহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রসন্ন থাকে। অবিরত এক বৃত্তি চালনা করিলে ক্লান্ত হইতে হয়, অতএব জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা বৃত্তি প্রদান করিয়া নানা প্রকার সুখভোগের অধিকারী করিয়াছেন। যখন আমরা সঙ্গীত-রসাস্বাদনার্থ স্বরানুভাবকতা ও কালানুভাবকতা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যখন চিত্রময় প্রতিরূপ ও পাষাণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনুচিকীর্ষা, নির্ম্মিৎসা, বর্ণানুভাবকতা, আকারানুভাবকতা প্রভৃতি নানা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তত্তৎ বিষয় সম্পাদনার্থ ঐ সকল বৃত্তি নিয়োজন করা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। তবে তাহার সহিত দুষ্প্রবৃত্তির সংযোগ হওয়া অবশ্যই দূষণীয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যাপার দৃষ্টি করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং যাহা দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, উভয়ই চিত্রপটে

চিত্রিত হইতে পারে। যাহা কর্ণগোচর হইলে রিপু সকল প্রবল হয়, এবং যাহা শ্রবণ করিলে ধর্ম্মে মতি ও পরমেশ্বরে প্রীতি হয়, উভয়ই তাল-মান, রাগ, রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, সে তদুপযোগী বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, এবং যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী, সে সকল বৃত্তি যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহাই বাঞ্ছা করে। যে দেশের লোক অশ্লীল অকথ্য বিষয় সকল দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ করিয়া লজ্জিত হয় না, তাহাদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে কয়প্রকার অতি জঘন্য নৃত্য গীত প্রচলিত আছে, এতদ্দেশীয় জনসাধারণের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, তাহা কখনই চলিত থাকিত না। কিন্তু কুপ্রবৃত্তিজনক নৃত্য গীত নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞানবর্দ্ধক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পবিত্র গান কোন ক্রমেই অশ্রাব্য নহে।

যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকের উপযোগী নানা প্রকার বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং যখন সেই সকল বৃত্তি সঞ্চালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ সমুদ্ভূত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাহাতে পাপের সাহচর্য্য থাকা নিন্দনীয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে মনুষ্যের সুখ সম্পাদক আর একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ স্বীয় সমাজের আচার, ব্যবহার, মত ও ধর্ম্মের উপর এ প্রকার নির্ভর করে, যে সমুদায় লোকে তাঁহার মতাবলম্বী না হইলে এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান না করিলে, তিনি ইহ লোকে আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, বরঞ্চ অনেক স্থলে তাঁহার সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার ক্লেশেরই কারণ হইয়া উঠে, লোকে তাঁহার মর্য্যাদা জানিতে পারে না, সুতরাং সমাদরও করে না। অন্ধকারে থাকা তাহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, সূর্য্যজ্যোতিঃ আর সহ্য হয় না। তাহারা স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করে, আর জাগ্রত কালের বাস্তবিক ব্যাপার সকল স্বপ্নজ্ঞান করে। কত কত অসাধারণ-বুদ্ধি পরম সাধু মহাত্মা ব্যক্তিও স্বদেশস্থ দুর্দ্দান্ত মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, ও কেহ কেহ মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এ স্থলে রাজা রামমোহন রায়কে কাহাঁর না স্মরণ হইবে? ইটালী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলীয় পৃথিবীকে সচলা বলিয়া উল্লেখ করাতে, রোমনগরীয় খ্রীষ্টান্ সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করেন। অন্যান্য দেশে যে এ প্রকার ভূরি ভূরি ঘটনা হইয়াছে, তাহা এদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ী ব্যক্তিরা সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনারাই এ বিষয়ের উদাহরণ-স্থল হইতেছেন।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার ব্যবহারাদির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া, ও সুখ সৌভাগ্যের বহুতর উপায় নিরূপণ করিয়াও লোক-ভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কল্পই স্বদেশীয় লোককে বিদ্যা বিতরণার্থে এবং তাহাদিগকে সুখ-লাভের যথার্থ পথ প্রদর্শনার্থে একান্ত যত্ন করা উচিত। আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎকাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জনসমাজের সুখোন্নতির উপায় সম্পাদনে ক্ষেপণ করাই শ্রেয়ঃ। যখন মনুষ্যের সুখোৎপত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, তখন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট সমাজস্থ না হইলে, কদাপি সুখী হইতে পারেন না। যে স্থানে সাধারণ লোকে অন্যায় ধনোপার্জ্জন করিয়া বহু ব্যয়পূর্ব্বক নাম সম্ভ্রম উপার্জ্জন করে, তথায় দুই এক জন পরম ন্যায়বান্ ধর্ম্মশীল হইলে, তাঁহাদের উদরান্ন হওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠে। এই দুর্ভাগা বাঙ্গলা দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই তাহার সমূহ উদাহরণ-স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত পরম মঙ্গল দায়ক তত্ত্ব প্রকাশ করা যাইতেছে, যদি অপর সাধারণ সকল লোকে তাহা গ্রহণ করে, যদি রাজা তদনুযায়ী নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করেন, এবং জ্ঞানবান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত বলিয়া

উপদেশ দেন, তবে অবিলম্বে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখভোগের বিস্তর উন্নতি হয়, এবং সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করু-ণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে থাকে। ভূমণ্ডলে এই সমস্ত মতানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচ-লিত ও তদ্দ্বারা সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হওয়া কখনই অসঙ্গত নহে। সংসারে দুঃখের প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে বলিয়া কদাপি এ প্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে চির কালই ভূলোকের এই প্রকার দুর্দ্দশা থাকিবে। "মনুষ্যের সুখ ও সভ্যতার এই পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে, ইহার অধিক আর হইবেক না," এরূপ নির্দ্দেশ করা কোন মতেই সম্ভাবিত নয়। তিনি যে কালে যৎপরিমাণে বাহ্য বস্তুর স্বভাব ও তাহার সহিত আপনার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, ও তদনুযায়ী ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তৎ-পরিমাণে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি প্রথমে জঙ্গলে জঙ্গলে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কৃষিকার্য্য রূপ উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অব-লম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, এবং তদন-ন্তর শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন। কোন দেশের লোক অদ্যাপি শেষোক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে চরমাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, অদ্যাপি তাহার প্রারম্ভেই পদ বিক্ষেপ করিতেছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আপনার প্রকৃতি

ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা করা তাঁহার চরম দশা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু জ্ঞান প্রচারের প্রধান উপায় যে মুদ্রাযন্ত্র, ৪১৭ বৎসর মাত্র পূর্ব্বেও তাহার প্রকাশ ছিল না, এবং গ্রন্থ পাঠের রীতি অদ্যাপি সমুচিত প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকারে কাল হরণ অপেক্ষা গ্রন্থপাঠ ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে কাল হরণ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক, ইহা আমাদের দেশীয় লোকের অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর হইল, নাবিকদের মহোপকারী কম্পাস্ যন্ত্র সাধারণরূপে বিদিত হইয়াছে, এবং ৩৬১ বৎসর মাত্র হইল, অর্দ্ধভূমণ্ডল যে আমেরিকা খণ্ড তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার বিস্তর স্থান অদ্যাপি বিচক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগেরও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কেবল ৭৮ বৎসর অবধি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছে, এবং এমত মহোপকারী যে বাষ্পীয় যন্ত্র, যদ্দ্বারা সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও বয়ঃক্রম দুই শত বর্ষের অধিক নহে। ৪৬ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বাষ্পীয় নৌকার সৃষ্টি হয়। এইরূপ যে সমস্ত বিদ্যা ও তত্ত্ব নিরূপণদ্বারা এক্ষণে ইউরোপ খণ্ড এমত সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, দুই শত বা এক শত বা পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তাহার অনেকেরই সূত্রপাত হইয়াছে। যদি অতি পূর্ব্ব কালে তাহার কোন কোন বিষয়ের সূচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল বিষয়ের বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধন করিয়া সর্ব্ব দেশে

সাধারণরূপে প্রচার করিবার ও তদ্দ্বারা লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ইদানীং আরব্ধ হইয়াছে। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এ দুই বিদ্যা অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে।

মনুষ্য আপনার প্রগাঢ় মূর্খতা-দোষে চিরকালই হিংসা লোভাদি দুর্দ্দান্ত রিপুসমূহের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন; কোন অবস্থাতেই আপনার প্রকৃতি ও প্রয়োজনাদির যথার্থ জ্ঞান পাইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই। যে বস্তুর যে শক্তি, সে বস্তু তাহা মনুষ্যের উপর চিরকাল প্রচার করিতেছে, কিন্তু তিনি আপনার মূর্খতা দোষে জগতের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অদ্যাপি সর্ব্ব জাতীয় সামান্য লোকেরা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকল জাতিতেই তাহাদের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাহাদের মূর্খতা প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে যে কেবল পুরুষদিগের অধিকাংশ মূর্খ এমত নহে, সমস্ত স্ত্রীলোকে বিদ্যা-রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা স্বীয় সংস্কারই সুসংস্কার জ্ঞান করে, এবং যদি কোন বিষয়ে কোন অভিনব প্রণালী স্থাপনের সূত্র দেখে, তাহা পরম হিতজনক হইলেও, অধর্ম্মমূলক বোধ করে এবং কলির উপদ্রব বিবেচনা করিয়া ভয়ে কম্পমানা হইতে

থাকে। এ প্রযুক্ত এক্ষণে যাঁহা রা স্বদেশের কুরীতি সংশোধন বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ন করেন তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রভূত অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের বিদ্যা-বল প্রকাশ পায় না। অসীম সমুদ্র সলিলে কতিপয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে, সেই অগ্নিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন ব্যতিরেকে এ সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবারণের আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচারই দুঃখ নাশ ও সুখবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের বিদ্যা-জ্যোতিঃ প্রকাশদ্বারা লোকের চিত্ত-শুদ্ধি করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাসই সুখ-ভূমি আরোহণের প্রথম সোপান। এই প্রধান পথ, পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিলে তাহার ফল অসময়ের ফল তুল্য অপূর্ণ ও বিস্বাদ হইবে। অন্য জাতীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য দৃষ্টে আপনাদের তাদৃশ শুভাবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ হয় বটে—পরের উদ্যানে কোন সুরম্য পুষ্পতরু দর্শন করিলে নিজ উদ্যানে তাদৃশ বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রয়াস হয় বটে, কিন্তু তাহার ভূমি তদ্রূপ উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক। যে কার্য্যের যে কারণ তদ্ব্যতিরেকে সে কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। ফলতঃ এক্ষণে বিদ্যার বিমল প্রভা পৃথিবীতে যে প্রকার ব্যাপ্ত হইতেছে, শিল্প কর্ম্মের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, ও জ্ঞান প্রচারের যাদৃশ উপায় সকল ধার্য্য হইতেছে, তাহাতে

স্পষ্ট প্রতীতি হয়, মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমশঃ লাঘব হইবে, বিদ্যানুশীলনার্থে লোকের অবকাশ বৃদ্ধি হইবে, এবং তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম নিরূপণপূর্ব্বক তৎপরিপালনে বিশিষ্টরূপ প্রযত্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

পঞ্চমাধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কি প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর অশেষবিধ মঙ্গলকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং সংসারের সমস্ত বস্তুকে আমাদের উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধি সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল মঙ্গলই তাঁহার সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন, এবং সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাদ্য। সংসারে এমত কোন নিয়ম নাই, যে তাহা দুঃখোৎপত্তির নিমিত্তে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এ প্রকার কোন পদার্থ নাই, যে তাহা জগতের অশুভ সম্পাদনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত কথা যথার্থ বটে, তথাপি ভূমণ্ডল কেবল ক্লেশের আলয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। রোগের যাতনা, দারুণ দৈন্য-দশা, পরের অত্যাচার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক উৎপাত এবং অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভূরি ভূরি লোক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এই সমস্ত দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়ম পালনাধীন ঘটিতেছে, কি

তাঁহার সুখাবহ নিয়ম অবহেলন করাতেই মর্ত্ত্য লোকের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দসা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন কি ও তদনুযায়ী কার্য্য করিলে কি কি উপকার দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, ও তাহাতে কি অনিষ্ট ঘটে, এই সমুদায় অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সংপ্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কোন মৃৎপিণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইলে বা কোন ফল বৃক্ষ-শাখা হইতে বিগলিত হইলে ঊর্দ্ধদিকে গমন না করিয়া পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়? এই প্রশ্ন বিচার করিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, পৃথিবীর এমত কোন শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা ঐ ফল ও মৃৎপিণ্ড অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি কোন নৌকা নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন তীরস্থ ব্যক্তি রজ্জুদ্বারা তাহা আকর্ষণ করে, তবে সেই নৌকা যেমন তীরাভিমুখে গমন করে ও অবশেষে তীরে আসিয়াই লগ্ন হয়, সেইরূপ পৃথিবীর

শক্তি বিশেষদ্বারা তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত জড় পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী শক্তি।

প্রত্যেক পরমাণুতে এই আকর্ষণ-শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু, সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ-শক্তি। পৃথিবী আপনার নিকটবর্ত্তী সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা বৃহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণুবিশিষ্ট, এ প্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব যে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে, তাহা সুতরাং ভূমিতলে পতিত হইয়া তদুপরি স্থিতি করে। এই নিয়মদ্বারা জীবলোকের বিস্তর উপকার দর্শিতেছে। এই নিয়ম থাকাতে, পৃথিবীস্থ বা তন্নিকটস্থ সমস্ত বস্তু যথোপযোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, তদুপরি স্থির হইয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তম্ভ সকল যথোপযুক্ত স্থূল ও সরল করিয়া নির্ম্মাণ করিলে, দৃঢ় ও উন্নত থাকে, নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে, বৃক্ষ লতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ-মূল আছে, এবং জীবগণ অভ্যাস ও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন-সহকারে অনায়াসে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়।

এই পরম শুভকরী শক্তির সহিত মানব প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থে পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক মনুষ্যকে এ প্রকার অস্থি, মাংস, শিরা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তিনি অবলীলাক্রমে গতিবিধি করিতে পারেন। তিনি

আপনার বুদ্ধি সহকারে ঐ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ কার্য্যের ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রকৃতির সম্বন্ধ, তৎপ্রতিপালনে শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অশুভ ফল এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ী আচরণ করিয়া দুঃখ নিবারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই আকর্ষণ-শক্তি সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনদ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইষ্ট সাধন হয়, সেইরূপ তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বৃক্ষ, পর্ব্বতাদি হইতে পতিত হইলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইয়া প্রাণ-পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। অতএব পরমেশ্বর এই সমস্ত দুর্ঘটনার বিষয় নিবারণার্থে কি প্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য জন্তুও এই প্রবল শক্তির অধীন, পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রকৃতিও তদুপযোগিনী করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অস্থি, মাংসপেশী, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, সাবধানতা, ও অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও আকর্ষণী শক্তি উভয়ের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। সামান্যতই, এই সমস্ত প্রবল উপায় থাকাতে তাহাদের সর্ব্বদা বিপদ ঘটিতে পায় না। তদ্ভিন্ন আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যে জন্তুর অনিষ্ট ঘটনার অধিক সম্ভাবনা আছে, পরমেশ্বর তাহার সে দুর্ঘটনা নিবারণের সুন্দর কৌশল করিয়া দিয়াছেন। বানরের বৃক্ষ আরোহণ করা স্বভাব, অতএব জগদীশ্বর তাহা-

দের হস্ত, পদ ও লাঙ্গুলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল প্রদান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাহারা অবলীলাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে শাখায় শাখায় গমন করে। যে সকল পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাদের এ প্রকার এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল-পর্য্যন্ত গিয়াছে, যে তাহা শরীরের ভার দ্বারা সঙ্কু-চিত হইয়া তাহাদের পদদ্বয়কে বৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে, যে পক্ষীর শরীর যত ভারি, ও তদনুসারে যাহার পতনের যত সম্ভাবনা থাকে, সে তত দৃঢ়রূপে বৃক্ষশাখায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন করা উষ্ট্রের কর্ম্ম, এ নিমিত্ত তাহারা বিস্তৃত খুর প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা শ্লথ বালুকাতে তাহাদের পদ মগ্ন হইয়া অতিশয় ক্লেশকর হইত। মৎস্যদিগের উদরে এক বায়ুকোষ* আছে, তাহারা তাহার শৈথিল্য বা সঙ্কোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে জলমধ্যে ঊর্দ্ধে বা অধঃ সঞ্চরণ করে।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাই-তেছে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভূমির আকর্ষণী শক্তির সহিত নিকৃষ্ট জীবদিগের প্রকৃতির অতি-সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। কেবল মনুষ্যই কি পরম পিতার অপ্রিয় পাত্র? তিনিই কি কেবল ঐ দুর্দ্ধর্ষণীয় শক্তির অধীন থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছেন? পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় পর্য্যা-

* মাছের পটকা।

লোচনা করিয়া দেখিলে, এ কথাকে নিমেষ মাত্রও মনে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও বিচিত্র কার্য্য। তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রকারান্তর কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনু-যায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অবশ্য পশুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ হ্রাস ও সুখ লাভ হয়। মনুষ্যেরও পশুদিগের ন্যায় অস্থি, মাংস-পেশী, ধমনী * দেহের সমসংস্থানজ্ঞান ও সাবধানতা বৃত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিগের সমান নহে, কারণ তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ও ভারবত্ত্ব যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু জগদীশ্বর নির্ম্মিৎসা ও অনু-মিতি বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহারে এবিষয়ে পশুদের সমান, বরঞ্চ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নিরূপণ করা গিয়াছে, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি এবং সমুদায় বাহ্য বস্তুর স্বভাবও ঐ সকল বৃত্তির প্রাধান্য সংস্থাপনের সম্যক্ উপযোগী। আকর্ষণী শক্তির বিষয়ও তাহার এক উদাহরণ স্থল। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে

---

* এই সকল নাড়ী শ্বেতবর্ণ। কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে। মন এই সকল নাড়ীদ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় গ্রহণ করিতে পারে ও ইচ্ছামাত্র অঙ্গ চালনা করিতে সমর্থ হয়, এবং পাকস্থলী ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ইচ্ছার আয়ত্ত নয়, বিশেষ বিশেষ ধমনীর শক্তি তাহারও উপর চালিত হয়।

ইহা সপ্রমাণ হইবে, যে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যত ক্লেশ ঘটনা হয়, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার ত্রুটি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। শকট ভগ্ন বা গৃহ পতিত হইয়া লোকের অঙ্গ ভঙ্গ বা প্রাণ বিয়োগ হইলে, যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, সেই রথ বা গৃহ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং শকটনায়ক ও গৃহস্বামীর অর্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা হওয়াতেই তাহার প্রতিকার হয় নাই। এই রূপ, কত কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগের আতিশয্যদ্বারা দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ *, রথের শৃঙ্গ, মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষের শাখা হইতে পতিত হয়। অপরিমিত মাদক সেবনদ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের হ্রাস হওয়াতে, এ প্রকার ভূরি ভূরি দুর্ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে।

এমত স্থলে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য মাত্র মনুষ্যের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও সমসংস্থানজ্ঞান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, নির্ম্মিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তির চালনা করেন না। দৈবাৎ পদ স্খলন হইলে, যাহাতে একেবারে ভূতলে পতিত না হন এমত কোন উপায় করেন না। বিশিষ্ট রূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনাদ্বারা অবশ্য নানা কৌশল কল্পিত হইতে পারে। অট্টালিকার ছাদের প্রান্ত-

* মাস্তুল।

ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, যদি এক ক্ষুদ্র শৃঙ্খলের এক প্রান্ত কটিদেশে লগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত সেই ছাদের কোন স্থানে একটা কীলকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে নির্ভয়ে কর্ম্ম করা যায়, অথচ পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

ইহা যথার্থ বটে, যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ অদ্যাপি যেরূপ ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের অসম্যক্ বুদ্ধি চালনা ও অযথোচিত বিদ্যানুশীলনই ইহার এক মাত্র কারণ। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায় যত দূর চালিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এইক্ষণে কুত্রাপি তাহার অত্যল্পও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতি, বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ, সেই সকল বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাতেই যথার্থ সুখোদয় হয় ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনা করিলে অধিক আনন্দ অনুভূত হয়, এই সমস্ত বিষয় কোন্ দেশের লোকে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিয়া থাকে? এ প্রকার অবস্থায় ভূমণ্ডলের বহু ভাগ যে কতকগুলি মুহ্যমান জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিপূর্ণ, ও তজ্জনিত অশেষ প্রকার দুঃখদ্বারা আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন্ আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চেষ্টমান হইলেই সুখ সঞ্চার হয়,

তখন তাহাদের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির হীনতা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রবলতা-দ্বারা যে দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহা স্বভাব-সিদ্ধ বটে। এই সমস্ত দুঃখও আমাদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহা সেই পরাৎপর পরম আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত অন্তঃকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে "হে বিশ্বাধিপ! হে করুণাময়! আমি তোমার সুখাবহ নিয়ম আর লঙ্ঘন করিব না।" যৎপরিমাণে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তৎ-পরিমাণে সুখদান করিবেন। কেবল মঙ্গলই সমুদায় বিশ্বকৌশলের প্রয়োজন, এবং যত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পরম প্রয়োজন সাধনার্থে সঙ্কল্পিত। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া নিয়ম কখনও অশুভজনক বলা যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন অবগত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবহার না করিলে বিপদ উপস্থিত হয়, একারণ তাহাকে অকল্যাণকরী শক্তি বলা কদাপি উচিত নহে। যদি পরমেশ্বর এই শুভকরী আকর্ষণী-শক্তিকে নষ্ট করেন, তবে মহোচ্চ অট্টালিকাদি কম্পমান হয়, বৃক্ষ সমুদায় শিথিল হয়, মানব-দেহ অত্যল্প কারণেই আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং সংসারের এইরূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। কার্য্য কারণ প্রণালী ক্রমে যে কারণের যে কার্য্য

তাহা অবশ্যই হয়, এই যে পরম সুন্দর নিয়ম অবধারিত আছে, ইহারও অন্যথা হইয়া সমুদায় বিপর্য্যয় হইয়া উঠে। অতএব যদি পরমেশ্বর কোন প্রিয় উপাসকের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণার্থে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের আর সীমা থাকিত না। ইহা হইলে, আমাদের কোন ধর্ম্মেরই নিয়ম থাকিত না। অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আনন্দও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, এবং অনুমিতি প্রভৃতি কত কত মনোবৃত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইত। যদি কার্য্যকারণের নিয়মই না থাকিত, তবে তন্নিরূপণোপযোগী মনোবৃত্তি থাকাতেই বা কি ফল দর্শিত? এক্ষণে তাহার চালনাদ্বারা যে বিপুল সুখের সম্ভাবনা আছে, তাহা এককালে রহিত হইত। এইরূপ আশা ও অপরাপর অনেক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সম্যক্ বিঘ্ন ঘটিত এবং তদ্দ্বারা এক্ষণে যে প্রকার সুখ লাভ করা যাইতেছে তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইত।

আকর্ষণী শক্তির ন্যায় অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়েও বিচার করিয়া দেখিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। তৎসমুদায়ও প্রতিপালন করিলে সুখ লাভ হয়, আর লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। কাহারও প্রতি পরমেশ্বরের কোন নিয়মের অব্যাপ্তি নাই। কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। সকলেই সেই এক পরম পিতার সন্তান। সকলেই সেই এক বিশ্বাধিপের প্রজা। তিনি সকল-

কেই সমান স্নেহ করেন ও সকলকেই সমান নিয়মে পালন করেন।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণদ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। পরমেশ্বর কি অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাহাদের সুখে কাল যাপন করা যে তাঁহার অভিপ্রেত ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় স্বীকার করিলে, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে তিনি তাহাদের সমুদায় শরীর পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সাধনের সম্যক্ উপযোগী করিয়াছেন। কোন শরীরী বস্তুর উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে, এই পরম শুভকর নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; প্রথমতঃ যে বীজ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত; দ্বিতীয়তঃ আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত যথোচিত, জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সমুদায় সেবন করা আবশ্যক; তৃতীয়তঃ সমুদায় শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি যথানিয়মে চালনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির পরমেশ্বরকে পরম মঙ্গলালয়

বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকে সুতরাং ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রকৃতি-গুণেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম রাখিতে হয় যে, সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। এই পরম কল্যাণকর বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণ-স্থলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেকানেক ব্যক্তিকে জন্মাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় থাকিতে দেখা গিয়াছে, এবং তদনুসারে, মনুষ্যের আজন্ম মরণপর্য্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার যে সম্যক্ সম্ভাবনা আছে, ইহা একপ্রকার অবধারিত হইয়াছে। নব-জিলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক্ সাহেব ও তাঁহার সমভি-ব্যাহারী সমুদায় ব্যক্তি নব-জীলণ্ড-দ্বীপে যত বার অবতরণ করিয়াছিলেন, ততবারই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় লোক তাঁহাদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত দেখেন নাই। যাহাদের সর্ব্ব শরীর দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, তাহা-দের কোন অঙ্গে ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্ব্বেও যে কখন কোন ক্ষত হইয়াছিল তাহারও কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার আশু প্রতিকার

হয়। ইহাও তাহাদের শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ। উক্ত দ্বীপে ভূরি ভূরি কেশ-হীন ও দন্ত-হীন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বল-হীন ও জরা-গ্রস্ত ছিল না। তাহারা বল ও পরাক্রমে তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় স্ফূর্ত্তি-যুক্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। জলমাত্র তাহাদের পানীয়। তৎকাল পর্য্যন্তও সুরারূপ বিষম বিষ-পানে তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।

প্রায় সমস্ত দেশেই এরূপ অনেকানেক লোক দেখা যায়, যে তাহারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। * এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলাদেশীয় লোকেরা

* জ, ক, প্রেচার্ড সাহেব তাঁহার "মানব বর্গের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তানুসন্ধান" বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতক গুলি দীর্ঘজীবী স্ত্রী পুরুষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১০ বর্ষের অধিক পরমায়ুবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির বিষয় লেখা যাইতেছে।

ইউরোপীয় লোক।

বয়ঃক্রম।		ব্যক্তি সংখ্যা।
বর্ষের অধিক।	বর্ষের অনধিক।	
১১০	১২০	২৭৯
১২০	১৩০	৮৭
১৩০	১৪০	২৭
১৪০	১৫০	৯
১৫০	১৬০	৫
১৬০	১৭০	৪
১৭০	১৮০	৪
অধিকন্তু		
১৮৫ বৎসর বয়স্ক ...	... ...	১

যেমন দুর্ব্বল ও কয় হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোন মহাপাপ এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে—পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে—আমাদের কোন দারুণ দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অনেকেই কহেন, আমার

ইউরোপ-জাত বা ইউরোপীয় বংশ-জাত

আমেরিকাবাসী লোক।

বয়ঃক্রম।		ব্যক্তিসংখ্যা।
বর্ষের অধিক।	বর্ষের অনধিক।	
১১০	১৩০	৭
১৩০	১৫০	১
ভিন্ন		
১৫১ বৎসর বয়স্ক ...	... ...	১

আফ্রিকা খণ্ডের লোক।

১১০	১৩০	৬
১৩০	১৫০	৪
১৫০	১৭০	২
ভিন্ন		
১৮০ বর্ষ বয়স্ক ...	... ...	১

আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসী লোক।

১১৭ বর্ষ বয়স্কা (স্ত্রীলোক)	১
১৪৩ বর্ষ বয়স্ক (তৎস্বামী)	১

এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১৩০ বৎসর বয়সে প্রত্যহ ৫।৬ ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন।

ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এমত শ্রবণ করা গিয়াছে। ১৭৭১ শকের ৪ জ্যৈষ্ঠ রিসড়া নিবাসী বৈদ্যনাথ শর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি ১২০ এক শত কুড়ি বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন।

পিতামহ অতি বলবান্ ছিলেন; অশীতি বৎসর বয়সেও দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কেহ কেহ কহেন, আমার পিতামহ কখনও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন নাই; এক্ষণে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। বস্তুতঃ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদোক্তিও করিয়া থাকেন, যে অদ্যাপি ৭০ বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যত অন্ন ভোজন করেন, আমরা যৌবন দশায়ও তত পারি না। ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে কি কারণে এ প্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটিল, তাহার অনুসন্ধান করা স্বদেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অল্প কালে স্ত্রীসহযোগ যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহার সংশয় নাই। পশ্চাৎ এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবেক, এক্ষণে যে প্রকরণ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

মনুষ্য যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পারে তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের কোন স্থলে অব্যাপ্তি নাই। এরূপ স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করা যদি আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, তবে কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই তাহা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও নীরোগ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়, তবে ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সকলেই তাদৃশ পরম-সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

অনেকে স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনার উদাহরণ দিয়া কহেন, এ সংসারে মনুষ্য যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে ; যেহেতুক তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় হইলে, প্রসব-কালে বেদনা ও তৎপরে দৌর্ব্বল্য ও পীড়া উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ বিষয়ও যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এ যাতনাও পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা ও পর্য্যটকেরা দেশবিশেষের ইতর-জাতীয় স্ত্রীদিগের প্রসব-বেদনা ও আন্তরিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এলিসন্ সাহেব যে কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। "১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন্‌নামক স্থানের এক স্ত্রী সন্তান প্রসবের ২। ৩ দিবস পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া এক দিনে প্রায় চতুর্দ্দশ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ, প্রতিদিনেই উক্তরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সচরাচর এ প্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে শস্যচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অপসৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, এবং কাহারও সহকারিতা ব্যতিরেকে সন্তান প্রসব করিয়া কর্ম্ম-স্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দিবাবসানপর্য্যন্ত তথায় কর্ম্ম করে। কিঞ্চিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহাদের মুখশ্রীতে যাতনার আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকানেক স্ত্রী প্রসবান্তে তক্ষ-

বসেই ৩। ৪ ক্রোশ পথ চলিয়াছে, এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিয়মাতিচারী ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারে এপ্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্তু দুঃখী লোকদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে। যখন এরূপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আমেরিকা খণ্ডের আদিমনিবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সমভিব্যাহারে বন পর্য্যটন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিবার এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অবিলম্বে স্বামীর সমভিব্যাহারিণী হইয়া ভ্রমণ করিবার বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহাও অবশ্য বিশ্বাস করা যাইতে পারে।"

লারেন্স সাহেব কহেন "পর্য্যটকেরা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন, আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্যজাতীয় স্ত্রীদিগের অত্যল্প প্রসববেদনা হইয়া থাকে। সামান্য ও লঘু আহার ও ক্রমাগত পরিশ্রমদ্বারা তাহাদের শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালী অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য ভূরি ভূরি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। ভোগাসক্ত সভ্য লোকদিগের মধ্যে ও ইতর-জাতীয় বহু-পরিশ্রমা স্ত্রীদিগের প্রসব সময়ে পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতীয় অবলাদিগের ন্যায় অল্প ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকাতে আরৌকেনিয়া নামে এক দেশ আছে, তথায় স্ত্রীলোকেরা প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ নিকট-বর্ত্তিনী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের

অঙ্গ প্রক্ষালন করে, এবং তৎপরে আপনার নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রসব হইতে কষ্ট হইলে, ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যে যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে বেদনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সহজ প্রসবের স্থলেও এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। যদি তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তবে প্রসব-বেদনার বিস্তর লাঘব হইবে। মৈস্মরতন্ত্র প্রকাশিত হওয়াতে, মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত দুঃখ হ্রাসের উপায় হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্র-চিকিৎসাতে রোগীর অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইত, এক্ষণে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা মনে হইলে সর্ব্ব-দুঃখ নিবারক ও সর্ব্বসুখ-দায়ক পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ভক্তিরসে কাহার চিত্ত আর্দ্র না হয়? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য যে নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন ইহা সম্যক্ সম্ভাবিত হয়। তথাপি কি কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বীজ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষ বা প্রাণী সুন্দররূপ সতেজ হয় না। ক্ষত, বা নিস্তেজ বা জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষও তেজোহীন হয়, ও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয়

প্রাণীর বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যেরা কি এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন? পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা একাল-পর্য্যন্ত তাহার সত্তাও স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারেন নাই। যদিই অস্পষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তথাপি প্রতিপালনের আবশ্যকতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। কত কত অল্প-বয়স্ক, দুর্ব্বল, রোগাক্রান্ত, ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তি এ নিয়ম অবহেলন পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী সন্তান উৎপাদন করে। তাহারা কি নির্ব্বোধ! তাহারা একবার ভাবে না, যে তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক দোষের অধিকারী হইবে, রোগার্হ ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ও অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবে। কেবল মূঢ়তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য ইহার মূলীভূত কারণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা ঈশ্বরের নিয়মে অশ্রদ্ধা করে, ও তিনি ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা মনুষ্যের বিবাহ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ বিধি ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অবহেলন করে, তাহাদের হইতেই এমত সকল ব্যাপার সম্ভাবিত হয়। অজ্ঞান কাম ও লোভই এমত অবৈধ পাণিগ্রহণের প্রধান প্রবর্ত্তক। সন্তানের ক্ষীণতা ও যাতনা এবং পিতা মাতার উৎকণ্ঠা ও শোক এই অকর্ত্তব্য কর্ম্মের সমুচিত ফল। এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ-স্থল। যে

স্থানে পিতা মাতা সচেষ্টিত হইয়া দশমবর্ষীয় বালকের এবং অতি ক্ষীণজীবী চিররোগী সন্তানেরও বিবাহ দেন, এবং যে স্থানে কন্যা ক্ষিপ্ত ও মহারোগগ্রস্ত হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, সে স্থানের লোক যে এমত নির্ব্বীর্য্য অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি! যাহা হউক, ইহা স্থির জানা উচিত, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মের প্রতিপালনেই সুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ।

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবন, যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান, ইত্যাকার জড়পদার্থঘটিত ব্যাপার দ্বারা শরীরকে সবল ও সুস্থ করিতে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সমুদায় বিষয় যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা দ্বিতীয় শারীরিক নিয়ম। কিন্তু মনুষ্যেরা কোন কালে এ নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন নাই। নিয়ম না জানিলে, তদনুসারে কার্য্য করা কখনই সম্ভাবিত নহে। আমাদের শারীরিক প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে কি রূপে শারীরিক নিয়ম জ্ঞাত হওয়া যায়? শারীরস্থান ও শারীরবিধান যথানিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানিতে পারা যায়? আর বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া উচিত, হইবার নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাত হওয়া, ও পরীক্ষাদ্বারা মানব দেহের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করা বিধেয়। আমরা এই সমস্ত বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারিব,

পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শুভকর শারীরিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিতে তত সমর্থ হইব, এবং ততই তাঁহার পরম মঙ্গলকর বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইব।

যথানিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালনা করা তৃতীয় শারীরিক নিয়ম। মনুষ্য অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়মও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিফল রূপ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন। দেখ, কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তরে অঙ্গ চালনা না করিয়া ক্ষুধা-মান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অস্বচ্ছন্দতা, সদা বিরক্তি ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে, এতদ্দেশীয় অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক্ সাপরাধ আছে। বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এতদ্দেশীয় ইংরেজি বিদ্যালয়ের বহুতর বিদ্যার্থী ছাত্র শারীরিক আয়াস পরিত্যাগ ও নিয়মাতীত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আপনাদের শরীরকে কেবল ব্যাধি-মন্দির ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রয়োজনীয়, তাহা ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না।

অঙ্গ চালনা করিলে যে শরীর সুস্থ থাকে, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা গিয়াছে; পরন্তু নিয়মিত মনোবৃত্তি চালনাতেও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। কপালস্থ মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ, এ প্রযুক্ত মনোবৃত্তি

চালনা করিলেই মস্তিষ্কের চালনা করা হয়। যখন যে অঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন তাহাতে রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার শিরা সমুদায় ক্রমে ক্রমে ত্রুটিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া সমধিক কর্ম্মণ্য হয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে, মস্তিষ্ক চালনা করিলে তাহার রক্ত প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে*। অন্য অন্য অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের এইরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, যে তাহা সতেজ ও সুস্থ থাকিলে, সেই সমুদায় অঙ্গেরও স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। অতএব কায়িক কুশলের নিমিত্তেও মনোবৃত্তি সমুদায় চালনা করা আবশ্যক। বিদ্যা-চর্চ্চা, শিল্পকর্ম্ম, বিষয়-কার্য্য, এবং লৌকিক ও সাত্ত্বিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তি সব্যাপার হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের চালনা ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষ্যকে

---

* ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাশীশ জাতীয় স্ত্রীর কপালের অর্দ্ধ ভাগ উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইত। পিয়কুইন্ নামক এক ডাক্তর তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যৎকালে ঐ স্ত্রী অকাতরে নিদ্রা যাইত, তখন তাহার মস্তিষ্কও স্পন্দহীন থাকিত; যখন নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত, এবং যখন সম্যক্ জাগ্রৎ থাকিত ও বিশেষতঃ যখন বিষয় বিশেষে প্রগাঢ়রূপ উৎসাহ-পূর্ব্বক কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষায় অধিক উচ্চ হইয়া উঠিত। কুপর্ ও ব্লুমেন্‌বেক্ নামক ডাক্তরেরাও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন।

বাল্যাবস্থাতে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত, এবং যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইলে, গুরুতর কল্যাণকর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে হয়, সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষাতেই বালকের যথার্থ উপকার হয়, এবং এই প্রকার সম্পত্তিতেই তাহার যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয়।

এই মস্তিষ্ক রূপ মনো যন্ত্র সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকাতে আর এক উপকার আছে। মনোবৃত্তি চালনার প্রকারানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তৎপাঠেই প্রতীতি হইবে। বিপদ্ ও অপমান উপস্থিত হইলে আমাদের সাবধানতা, আত্মাদর, লোকানুরাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া মহা ক্লেশানুভব হয়, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়, পাকস্থলী ও তদনুষঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অসুস্থ হয়, ক্ষুধামান্দ্য হয়, এবং সর্ব্ব শরীর ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু যখন মনোবৃত্তি চালনায় ক্লেশানুভব না হইয়া তুষ্টি জন্মে, তখন সর্ব্বশরীরের স্ফূর্ত্তি ও সুখানুভব হইয়া সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এবং তখন যে সকল মনোবৃত্তির যুগপৎ চালনা করা যায়, তাহার সংখ্যা ও প্রাবল্যানুসারে দেহের স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। যদি কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জ্জীবপ্রায় শয়ান হইয়া থাকি, আর তখন প্রবাসী পুত্র বহু দিবসের পর গৃহে

প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ এরূপ সংবাদ পাই, যে কোন পরম প্রণয়াস্পদ মিত্র মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমার আশু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, তবে তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে থাকি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, অপত্যস্নেহ বা আসঙ্গলিপ্সা, লোকানুরাগপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহারা সচেষ্ট হইয়া মনেতে উৎসাহ দান ও শরীরে বলাধান করে। কেহ প্রফুল্লচিত্তে উৎসাহ সহকারে কোন বৈষয়িক বা উৎসবঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট আছেন এমত সময়ে যদি অকস্মাৎ পুত্রশোকের সমাচার বা প্রাণাধিক প্রিয় পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আনন্দ ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়, তিনি শোকে পীড়িত, বিবর্ণ ও নিতান্ত বলহীন হইয়া ভূতলে পতিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এ বিষয়ের আর এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। স্যার্মন্নামক এক ব্যক্তি পোতারূঢ় হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে মাংসাভাব হওয়াতে, তাঁহার লোকেরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগের প্রার্থনাক্রমে তিনি লোক সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থে এক বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাহারা আরোহণ-ক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে গতি-শক্তি-রহিত-প্রায় হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমত কালে দূর হইতে এক মৃগ দর্শন করিবামাত্র তাহাদের নিঃশেষে আলস্য ত্যাগ ও শরীরে বলাধান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুক করিতে লাগিল।

যদি কোন পৈতৃক ধনাধিকারী ব্যক্তি ভোগাসক্ত ও আলস্য-পরবশ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে ও সাংসারিক হিতার্থে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত না থাকেন, এবং ব্যায়াম ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করেন, তবে তাহাকে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। শরীর সঞ্চালন না করাতে, তাঁহার ক্ষুধা-মান্দ্যাদি নানা প্রকার শারীরিক রোগ উপস্থিত হয়, এবং মানসিক চেষ্টা না করাতে, শরীরের উপর মনের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়া সেই সকল রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়, কার্য্যদ্বেষ, অস্বাস্থ্য, অস্থৈর্য্য, অবসাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে তাঁহার জীবন ধারণ করা কেবল ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে যে সতত বৈদ্য-সংসর্গ ও ঔষধ সেবন করিতে দৃষ্টি করা যায়, তাহার কারণ এই। এই বিষয় লিখিতে লিখিতে স্বদেশীয় কোন

কোন ধনি-সন্তানের দূষিত চরিত্র অন্তঃকরণে স্পষ্টরূপে অবভাসিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন গগনমণ্ডল আরোহণপূর্ব্বক প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোক-পূর্ণ করেন, তখন তাঁহাদের শয্যা-হইতে গাত্রোত্থান হয়, পরে অতি মৃদুভাবে অল্পে অল্পে অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য ক্রিয়া সমস্ত সমাপন করিতে করিতেই সূর্য্য মস্তকোপরি প্রখর কর বর্ষণ করিতে থাকে; তদনন্তর যৎকিঞ্চিৎ অনায়াসসাধ্য কর্ম্ম ও স্নান ভোজন করিয়া শয্যায় গাত্রপাতপূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিতেই দিবাবসান হয়। আহা! ভোজনে তাঁহাদের তৃপ্তি জন্মে না, এবং শরীরও স্বচ্ছন্দ বোধ হয় না। প্রায়ই ক্ষুধা-মান্দ্য আছে, অতি সুস্বাদ দ্রব্যও তাঁহা-দের বিস্বাদ জ্ঞান হয়। এইরূপ কোন ক্রমে কাল হরণ করা তাঁহাদের নিত্য ব্রত হইয়া উঠে। তাঁহারা দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য অশেষবিধ অহিতাচরণ করেন। হা! তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেই এইরূপ অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকেন! ইহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে আমাদের দেশের সমুদায় লোকই কোন না কোন বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকট সাপরাধ আছেন, নতুবা আমাদের এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটিবে?

প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি যত চালনা করা যায়, ততই নির্ম্মল ও প্রগাঢ় সুখের উদয় হয়। অতএব উত্তমো-

ত্তম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে যথানিয়মে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে মানসিক বীর্য্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয়।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ বিচার করা গেল, তাহাতে যাঁহার বুদ্ধির লেশ মাত্রও আছে, তিনি আর কখনই আলস্যকে সুখকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, এবং নিয়মানুগত শরীর ও মনোবৃত্তি চালনাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ পরম সুখ-ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হন না। নিয়মাতিক্রম-পূর্ব্বক শরীর ও মন চালনা করিলে ক্লেশ হয় বলিয়া নিয়মিত পরিশ্রমকে গর্হিত কহা কখনই উচিত নহে। নিয়মিত পরিশ্রমকে দুঃখজনক মনে করা কেবল মূর্খ-তার কর্ম্ম।

আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের রোগ, শোক, জরাপ্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি, যদি তাহার প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তবে তৎসমুদায় যে সেই সকল লোকের অপরাধের ফল, অর্থাৎ পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণার্থে যে সকল হিতজনক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা লঙ্ঘন করিবার ফল, ইহার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অবধারিত জানা উচিত, যে পরমেশ্বর কোন অনির্দ্দেশ্য অলৌকিক কারণে দুঃখ প্রদান করেন না, এবং লৌকিক কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া কোন বোধাতীত মনঃকল্পিত ব্যাপারকে ক্লেশ নিবারণের উপায় মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করি-

লেও উপস্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ও শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভক্তের অনুচিত প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের অনেকানেক নগরে অত্যন্ত মরক হইত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্লস-নামক রাজার রাজত্বকালে লণ্ডন্ নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালের লোকে মনে করিত পরমেশ্বরের বিড়ম্বনায় বা ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে যে সমস্ত প্রকৃত তত্ত্বের বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে স্পষ্ট বোধ হই-তেছে, লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনই ইহার মুখ্য কারণ। তখন লণ্ডন্ নগরের পথ সকল প্রশস্ত ছিল না, দুর্গন্ধ দূরীকরণের ও যথেষ্ট জল প্রাপ্তির উপায় ছিল না, লোকের পরীস্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকাও অভ্যাসও ছিল না, এবং তাহারা পুষ্টিকর অন্নও প্রাপ্ত হইত না। ঐ মরকের কিছু দিন পরেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকার বিস্তর গৃহ দগ্ধ হওয়াতে পথ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত করিবার সুযোগ হইল, আর তত্রত্য লোকেরাও ক্রমে ক্রমে বস্ত্র গৃহাদি পরিষ্কৃত রাখিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে পূর্ব্বে যেরূপ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া আসিতেছিল, তাহার অনেক নিবারণ হওয়াতে তদবধি লণ্ডন্ নগরে আর তদ্রূপ মারীভয় উপস্থিত হয় না।

পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতক স্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল, যে প্রতি বৎসর বসন্ত

কালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পজ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়াদায়ক জলাশয় সকল শোষিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইল, এবং দ্বার সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাহা এদেশসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পল্লীগ্রামের অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধারণ করা যায়। পূতিগন্ধিক জলপ্রণালী, স্থানে স্থানে রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্যদায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণশরীর হয়। ঐ রাজধানীর যে অংশে এতদ্দেশীয় লোকের বসতি, তাহার জল-প্রণালী সকল ইষ্টক-বদ্ধ ও সমতল নহে; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দুর্গন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখনই সম্যক্‌রূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মল-পূর্ণ দুরাত্রেয় জল-প্রণালী রীতিমত পরিষ্কৃত হয় না, একারণ তাহা হইতে অনবরতই বিষতুল্য বাষ্পোদ্গম হইয়া

লোকের নানাপ্রকার রোগোৎপত্তি করে। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে যে সকল অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্টদায়ক। তৎসমুদায় বর্ষাকালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ তৃণ ও গলিত ক্ষুদ্র পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তু—তাহাতে মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণঘাতক বাস্প নির্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে নরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে। সর্ব্বসাধারণের পানীয় যে গঙ্গা-জল, তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৩। ৪ মাস যেরূপ কর্দ্দমান্বিত লবণাম্বু হয়, তাহা পান করিলে সদ্য মৃত্যুর সম্ভাবনা। বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন; দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে সুতরাং গঙ্গা-জল ও নিকটবর্ত্তী অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে সর্ব্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?*

যাঁহারা কলিকাতা রূপ কারাগার মধ্যে রুদ্ধ আছেন, তাঁহাদের জীবনস্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট

---

* এই বিষয় লিখিত হইবার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে কলিকাতায় সুবিমল জল প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট উপায় সম্পাদিত হইয়া পুরবাসীদিগের স্বাস্থ্য বিধান করিয়া আসিতেছে।

নির্ম্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুরূহ। অপ্রতিহত সুলভ বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর পথ সমুদায় নির্ম্মিত হয় নাই, কারণ তাহার সমুদায় পথই বক্র ও অপ্রশস্ত। নগরান্তর্গত জল-প্রণালী ও অন্যান্য নরক-তুল্য ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাস্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্ম্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহ-শ্রেণীদ্বারা প্রতিবন্ধ হওয়াতে, নগর প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় অস্বচ্ছ বায়ুকে বহির্গত করিতে পারে না, এবং সূর্য্য-কিরণও সম্যক্ রূপে বিকীর্ণ হইয়া ঐ সকল প্রাণ-সংহারক বাস্পকে উৎক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। বায়ু ও রৌদ্রাভাবে কলিকাতার যাবতীয় একতালা গৃহ যেরূপ আর্দ্র ও পীড়াদায়ক, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ইহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয় যে, সহস্র সহস্র সহায়হীন নিরুপায় ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য সংকীর্ণ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া ও রোগের সময়ে শয্যায় লোলুণ্ঠ্যমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, ও কত শত ব্যক্তি ক্লেদান্বিত দুর্গন্ধ জল-প্রণালীর সন্নিধানে উপবেশন ও শয়ন করিয়া নিশ্বাস সহকারে তদীয় বাস্পরূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।

এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার, মৃত-জীবাদি-পরিপূর্ণ পুরাতন বাটী, বাজারের অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ স্থান, নরক-তুল্য ঘৃণাজনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অপ্রাশস্ত্য ও অস্বচ্ছতা, লোকের ইন্দ্রিয়-দোষ তাহাদের নিয়মা-

তীত পরিশ্রমই কাহারও বা অতিমাত্র আলস্যস্বভাব, দারিদ্র্য-দশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ কারণে এই রাজধানীর উৎসেদ-দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে। বাঙ্গালি পল্লীর সর্ব্বস্থানে ভগ্নদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন প্রকার রোগ প্রায় সকলের শরীরেই প্রকুপিত বা অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। সহস্র লোকের মুখ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অগ্নি-মান্দ্য, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। লোকের দারিদ্র্যদশায় এই সকল যাতনা শত গুণে বৃদ্ধি হয়। সহস্র সহস্র নির্দ্ধন নিরাশ্রয় ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে, পথ্যাভাবে, স্থানাভাবে, স্বজনাভাবে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে। শীতে অঙ্গ অবশ হইতেছে, তথাপি এক চীর বসন নাই! শ্বাসাগত-প্রাণ হইতেছে, তথাপি জল-বিন্দু দিবার লোক নাই! অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সকল বর্ণন করা কাহার সাধ্য? এ সকল ভয়ানক ব্যাপার—বিষম দুঃসহ যাতনা মনে করিলেও অন্তঃকরণ শোকাকুল হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অজস্র অশ্রুপাত হয়। কেবল পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনেই এই সমস্ত দুঃখের ঘটনা হইয়াছে! এক্ষণে এই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় বিষম দুঃখরাশির সম্যক্ প্রতীকার হওয়া সাধ্যাতীত বোধ হইতেছে। আমাদের দেশীয় লোক পরমেশ্বরের নিয়ম ও তৎপ্রতিপালনের ফল সবিশেষ জ্ঞাতই নহেন, আর যদিও কোন কোন ব্যক্তি এক্ষণে তাহার মর্ম্ম অবগত হইতেছেন, তাঁহাদের স্বাভীষ্ট সাধনের উপায় নাই। কিন্তু রাজপুরুষেরা অহরহঃ লোকের এইরূপ ক্লেশ ও মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও যে তৎ-

প্রতীকারে যত্ন করেন না ইহা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপের বিষয়। যে নির্দ্দয় রাজা পুত্রতুল্য প্রজাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া শক্তি সত্ত্বে তাহাদের প্রাণ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে কি রূপে ভদ্র রাজা বলা যায়! শক্তি সত্ত্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা, আর স্বহস্তে খড়্গ প্রহারে কাহারও মুণ্ডচ্ছেদ করা উভয়ই তুল্য। রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ কতিপয় কমিশনর নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিশনরেরা স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। গতানুশোচনা করা বৃথা। এক্ষণে রাজপুরুষদিগের এ বিষয়ে সম্যক্ রূপ মনোযোগী হইয়া প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ লোকের ক্লেশ ঘটনা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেবল আত্ম-শরীরবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, ভূমণ্ডল যে প্রকার দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য প্রকার দুঃখ-রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসমবুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে,

কত কত দম্পতি মহা অসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্য্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, এবং পূর্ব্বে যে অপ্রণয় রূপ অগ্নি-কণা মোহ রূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাও ক্রমে প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সত্যবাদিনী ও অতিশয় ধর্ম্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী পরম শোভাকর বেশ ভূষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ অসুখ সঞ্চারের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, মহাশয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যা-হীনা, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণি গ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়। ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই; এ দেশের

অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব জন্মের সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন. তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্যবশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

এইরূপে, সর্ব্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, কোন বিষয়েই তাহাদের ঐক্য থাকে না!—তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল ও অন্তরীক্ষও তত অন্তর নহে। কোন অপরিমিত ব্যক্তির—কোন অজ্ঞাতকুলশীল মনুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ—একাত্মস্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই! কি আক্ষেপের বিষয়! যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎ-

সন্নিধানে আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখজনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিপদ রূপ বিষম-বিষদূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই কারণে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না; তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখী হইয়া সে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পুত্র কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয়কালে পণাপণের আন্দোলন করেন, কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার উপায় চিন্তা করেন, আর আর সকল বিষয়েরই বিবেচনা করেন, কেবল যাহা পিতা মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতেই মনোযোগী হন না। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন, যে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা

দেওয়া ও তাহাদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সমীপে সাপ-রাধ থাকিতে হয়।

সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা এবং হৃত্তত্ত্ববিবেক বিদ্যার মতানুসারে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণদ্বারা লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশসম্পর্কীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রসঙ্গ ক্রমে অবতীর্ণ করিতে হয়, অতএব, আর বাহুল্য করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ কাহার নিকটে ক্রন্দন করি? কে বা আমাদের আর্ত্ত-নাদ শ্রবণ করে? চৈতন্যশূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে? জন্মান্ধের নিকট পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলো-দয় হইবে? কত কালে আমাদের দেশস্থ লোক এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হই-বেন।

অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতির দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে।

ইহা একপ্রকার নিরূপিত হইয়াছে, যে পিতা মাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপ-রীত ফলের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন,

শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন কোন পরিবারে অন্ধতা রোগ ও অঙ্গবৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদিক্রমে অনেক অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলাদেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হওয়াতে, তাহাদিগের সন্তান পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব, সন্তানেরা পিতা মাতার বিষয় সহকারে তাঁহাদের শারীরিক রোগেরও অধিকারী হয়। ফলতঃ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ না হউক, পিতা মাতার এরূপ রোগার্হ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় যে শারীরিক নিয়মের অত্যল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্ পার্ নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার এক পুত্র ১০৯, এক পৌত্র ১১৩, এক প্রপৌত্র ১২৪ বৎসর জীবিত ছিল। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাস্‌গো নগরের এক স্ত্রী ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়।

শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্করাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে একরূপ হইয়া আইসে। এইরূপে, জনক জননীর জ্ঞানজ্যোতিঃ স্বকীয় সন্তানে অবভাসিত হয়,

এবং এইরূপেই তদীয় পুণ্য-বল সন্তানেতে প্রকাশ পায়। যদি পিতা মাতা উভয়ে অতি দুঃশীল ও বুদ্ধি অংশে অত্যন্ত হীন হন, তবে তাহাদের সন্তানদিগকে কখনই পরম ধার্ম্মিক ও বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিমান্ হইতে দেখা যায় না। কোন কোন পরিবারের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই চৌর্য্য ক্রিয়া, প্রতারণা, মিথ্যা কথন, মদমত্ততা, আত্মহত্যা বা অন্যান্য দুক্রিয়াতে আসক্ত হইতে দেখা যায়। ডাক্তার গাল্ সাহেব আত্মহত্যার বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পারিস-নগর-নিবাসী এক বণিক্ সাত পুত্র ও তাহাদের ভরণ পোষণোপযোগী বিষয় রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাহাদের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, শরীর সুস্থ ছিল, কোন উদ্বেগের বিষয় ছিল না। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কেমন দুর্দ্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক এক করিয়া আত্মঘাতী হইল। ও, স, ফৌবর্ সাহেব লিখিয়াছেন, শত বর্ষের অধিক হইল, এক ব্যক্তির কোন রিপু অত্যন্ত প্রবল ছিল; যখন তাহার বয়ঃক্রম ৯৫ বৎসর তখন চারি স্ত্রী থাকিতেও সে এক গৃহস্থের স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া তাহাকে গৃহহইতে বহির্গত করিয়া আনে। এক্ষণে তাহার বংশোদ্ভব এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লাম্পট্য কর্ম্মে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে, এবং বহু দিন পর্য্যন্ত আপনার কাম রিপুকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কতক গুলি ভ্রষ্টা স্ত্রীকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। তাহার ভগিনীদিগেরও বিবাহ না হইতেই সন্তান

উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার সকলেই যে অত্যন্ত কাম-পরায়ণা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার এক ভাগিনেয়ী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই এক জারজ সন্তান প্রসব করে। এই বংশের পুরুষদিগের মধ্যে সকলে এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ফলতঃ, পিতৃ-গত মাতৃ-গত গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার দুই এক প্রমাণ কি? শরীরের অঙ্গ-সৌষ্ঠব, অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে পুরুষানুক্রমে একরূপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায়। এমত কি এই অখণ্ডনীয় নিয়মবশতঃ জাতিবিশেষের বিশেষ গুণ বা দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরু স্বভাব, শিখদিগের বীর্য্য ও সাহস, ইংরেজদিগের দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, কাফ্রিদের বুদ্ধি-হীনতা ইত্যাকার এক এক জাতির এক এক প্রকার স্বভাব কাহার না বিদিত আছে? মনুষ্যদিগের স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় করা দূরে থাকুক, তাহা এ প্রকার স্থায়ী যে পরিবর্ত্তিত হওয়া সুকঠিন। সকল জাতীয় লোকের পুরাবৃত্তই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ, য়িহুদিরা ইহার যেমন দৃষ্টান্ত স্থল, এমত আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা বহুকালাবধি ভূমণ্ডলের নানা ভাগে বাস করিতেছে; কিন্তু সর্ব্ব-স্থানেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও স্বভাব

ভক্তি এক প্রকার দেখা যায়। তিন শত বৎসর ও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার য়িহুদিদিগের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণকার য়িহুদিদিগের মুখশ্রীর কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের এক মিশরদেশীয় রাজার সমাধি-স্থানে তাহাদের যেরূপ চিত্রময় প্রতিরূপ ছিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তর এডোয়ার্ড্ সাহেব কহিয়াছেন, "কল্য আমি লণ্ডননগরে যে সকল য়িহুদিকে দৃষ্টি করিয়াছি, বোধ হইল, এক্ষণে তাহাদেরই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি।" তাহাদের শরীরের ন্যায় মনের ভাবও সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে একরূপ হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে অতি পূর্ব্বকালীন য়িহুদিদিগের অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এক্ষণেও যে তাহাদিগের এই দুই বৃত্তি অতি বলবতী তাহা প্রসিদ্ধই আছে, তাহারা কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা যে খণ্ডে যে স্থানে বাস করুক, অর্থোপার্জ্জনকেই প্রধান পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। যদি জনক জননীর পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় তাহাদের শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণও সন্তানে না বর্ত্তিত, তবে এক এক দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের এক এক প্রকার প্রকৃতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। বস্তুতঃ, লোকের স্বভাব বাস্তু-ভূমির গুণ এবং সন্তানোৎপাদনের নিয়মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরু-

যেরা ঐক্য-শূন্য ভীরুস্বভাব ছিলেন, আমরাও তদনুরূপ বা তদপেক্ষায় অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমাদিগের সন্তানেরাও আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের উত্তরাধিকারী হইবে। যাবৎ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনদ্বারা এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা না করা যাইবে, তাবৎ আমাদের এ স্বভাব ও এইরূপ অন্যান্য ভূরি ভূরি কুস্বভাব নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে এরূপ স্থির করা উচিত নহে, যে সন্তান অবাধে জনক জননী উভয়েরই মিলিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দোষ ভাগ ও গুণ ভাগের অধিকারী হয়, ফলতঃ ইহাই প্রামাণিক বোধ হয়, যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক গুণ এবং অপত্যোৎপাদন কালে তাঁহাদের যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, তাহাই অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সংস্থাপন পক্ষে ৩। ৪ টি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কারণ বিশেষ দ্বারা শারীরিক প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে, তাহাও সন্তানেতে বর্ত্তিতে পারে। পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হইলে, সন্তানও যে তদনুরূপ অধিকাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র যথাবৎ ধীর ও সুস্থমনা হইয়াছিল, তদনন্তর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি শিরোদেশে

আহত ও বিচলিতচিত্ত হন, তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে, দুটিই জড় হয়, অবশেষে চিকিৎসাদ্বারা প্রতিকার হইলে তাঁহার আর দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। অভ্যাস বশতঃ মেষ, অশ্ব, কুক্কুরাদির ভোজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যবহারের অন্যথা হইলে, তাহাদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে স্ব স্ব পিতা মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তদনুসারে ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয়, যে মনুষ্যেরাও পিতা মাতার অভ্যাসকৃত গুণাগুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ।—স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহাদের তৎকালীন মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ যখন জরায়ু-শয্যায় থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, তৎকালে মাতার মনোমধ্যে কোন প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইলে, তদ্দ্বারা সন্তানের স্বভাবেরও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবার সম্ভাবনা। স্কটলণ্ড দেশীয় এক চর্ম্মকারের পত্নী সসত্ত্বাবস্থায় আপন আলয়ে এক জড়কে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইয়াছিলেন, তিনি কহিতেন "ঐ জড়ের মূর্ত্তি আমার এ প্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল, যে আমি উহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যমনস্কা হইতে পারিলাম না।" পরে সেই গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিল, সেও জড় হইল।

তদ্ভিন্ন ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে পরিবার মধ্যে

দৈবাৎ এক জন মূক ও বধির হইলে, তৎপরে অন্য অন্য যাহারা জন্মে, তাহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা বিদিত হইয়াছিল, যে তৎকালে আয়র্লণ্ডদ্বীপে অনেকানেক পরিবারে দুই, তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির ছিল। কোন কোন পরিবারে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাঁচ, সাত, ও দশ জনও ছিল, এবং যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপর্য্যুপরি মূক ও বধির দশ সন্তান জন্মে। তদ্ব্যতীত, ইংলণ্ড্ ও স্কট্লণ্ড্ প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশে এইরূপ বিষম যন্ত্রণাজনক ভূরি ভূরি ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

স্কট্লণ্ড দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সমূহ স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার কোন ব্যক্তির ছয় সন্তান জন্মে; দুই পুত্র, চারি কন্যা। পিতা মাতার নেত্ররোগ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র দুইটিও চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যাগুলি সমুদায়ই অন্ধ হয়। এক পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষুঃ-পীড়ায় পীড়িত হয়।

গ্রন্থকর্ত্তারা এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুসারে এই অনুভব করেন, যে গর্ভিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা হইয়া সেই বারের সন্তানও তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, কিন্তু বোধ হয়, এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। তবে স্ত্রীলোকের অন্তঃ-

সত্ত্বা কালীন শরীর মনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হওয়া অবশ্যই সম্ভব। অতএব, এ দেশীয় লোকেরা যে সগর্ভা স্ত্রীদিগের আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্যান্য বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তাহাদিগকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না, এ ব্যবহার প্রামাণিক ও প্রশংসনীয় বটে।

চতুর্থতঃ।—সন্তান পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হয়। অপত্যোৎপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদৃশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেহ নম্র, কেহ উগ্র, কেহ লোভী, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পরম ধার্ম্মিক শান্ত-স্বভাব হয়। বিশেষানুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তানোৎপত্তিকালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থাবিশেষই সন্তানদিগের এরূপ প্রকৃতি-ভেদের প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যত গুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত, এবং সেই দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পরে তাঁহাদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এ বিষয়ে নিতান্ত নিস্পৃহ। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ী হয়, পৈতৃক দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। কথা-

শিশ দেশস্থ ভুবন-বিখ্যাত মহাবীর বোনাপার্টির পিতা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে ভার্য্যা পরিগ্রহ করেন। ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন, স্বামীর সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার অতুল-কীর্ত্তিমান্ পুত্র প্রসবের অত্যল্প কাল পূর্ব্বেও অশ্বারোহণ করিয়া স্বামীর সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রায় গিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত মহাবল পরাক্রান্ত বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশে বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত আছে। ফরাশিশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক রাজবিপ্লবের অত্যল্প কাল পরে দুর্ব্বল, ক্রুদ্ধস্বভাব ও অব্যবস্থিতচিত্ত অনেকানেক ব্যক্তির জন্ম হয়; ও উৎসাহজনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহারা এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ সন্তান উৎপাদন কালে যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ, উৎসাহ ও চর্চ্চা থাকে, তাঁহার সন্তানেরা যে তদ্বিষয়ে রত ও কৃতকর্ম্মা হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্তদ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জ্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর নির্ভর করে। ইহা কি পরমমঙ্গলাকর মনোহর নিয়ম! ইহাদ্বারা ভূমণ্ডলের সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতির কত আশা ও কত সম্ভাবনা রহিয়াছে! এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা

করিলে মানববর্গের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। পুরুষে পুরুষে জ্ঞান, শক্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার আধিক্যই হইতে থাকিবে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান করে? মনুষ্যেরা গো, অশ্ব, মেষাদি পশুগণের উৎকর্ষ সাধনার্থে যাদৃশ যত্ন ও কৌশল করিয়া থাকেন, আপনার কুলোন্নতি নিমিত্তে তদনুরূপ কিছুই করেন না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, পশুপালকেরা কখন তাহাকে হীন জাতি সমাগম করিতে দেয় না এবং কৃষাণেরাও কখন সাধ্য পক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ বপন করে না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান-দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পাদনে তৎপর নহেন।

উদ্বাহ-ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্য্যের উপর প্রায় ৫। ৬ ভাবী জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ সম্যক্‌রূপে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম্ম বটে, কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভ-জনক না হয়,—পুত্র-পীড়ক, সন্তান-ঘাতক, ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণি-গ্রহণ করে? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এককালে স্ববংশ ও দৌহিত্রবংশের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশা সাধনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত,

এবং উদ্বাহবিষয়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পশ্চাল্লিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পালন করা আবশ্যক এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যত দিন আমাদের তদ্বিষয়ের ত্রুটি থাকিবে, তত দিন পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

১।—ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্প বয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট রোগ-গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না। * তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষায় বিচক্ষণ ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সমাধানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি।

জর্ম্মেণি দেশে উদ্বাহ বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না

---

* মনুসংহিতায় আছে, ক্ষয়; আময়, অপস্মার শ্বিত্র, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এবং অধিকাঙ্গী, রোগিণী, অতিলোমিকা প্রভৃতি দোষান্বিত কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন, তাঁহার স্ত্রী পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও আশা ভরসা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। এই নিয়ম যে তত্রত্য লোকের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।

২।—স্বকুল-সন্নিহিত কোন বংশের কন্যা গ্রহণ-করাও কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে, সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। তদীয় সন্তান সকল সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নির্বীর্য্য হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন এবং এই গুরুতর দোষে তত্রত্য ও পোর্ত্তুগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজদিগেরও এই প্রকার নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য, যে স্মৃতিশাস্ত্র প্রয়োজক মহানুভাব পণ্ডিতগণ এই অতুল মঙ্গলদায়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন এবং অদ্যাপি আমরা তাঁহাদের সুখাবহ ব্যবস্থানুসারে এই উদ্বাহ-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতেছি। *

* মনু—৩অধ্যায়ের ৫ শ্লোক।

তাঁহাদের নিয়মানুসারে অদ্যাপি এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে পিতা মাতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কখনই বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য কখন যথা-বিধানে স্ব-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ও তদ্দ্বারা পরমেশ্বরসমীপে নিরপরাধ থাকিতে পারেন না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে এমত প্রবল শাসন সত্ত্বেও বাঙ্গালাদেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকুলের লোপাপত্তি সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন।

৩।—কিন্তু আর আর সমুদায় নিয়ম পালন করিলেও, যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে তাহা আর কোন ক্রমেই দূরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে, তত্তৎ অংশে সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না। এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমাদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। অকল্যাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অন্যান্য নানা কারণ সহকারে আমাদিগকে ক্রমাগতই নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ করিতেছে, তাহা নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত আমাদের

উদ্বাহ-সম্পর্ক থাকা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় সকল বংশে সকলের বিবাহ করিবারও বিধি নাই। প্রথমে বর্ণ-ভেদ রূপ বিষ-বৃক্ষে এই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, পরে পরম্পরাগত কৌলীন্য প্রথা তাহাকে আরও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রতিবন্ধক নিরাকরণ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ইহা হইলেও অনেক উপ-কার দর্শে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি না থাকাতে, যে বর্ণের যে প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু এ দেশে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর পাণি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত না হইলে আমাদিগের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে। হিন্দুস্থানিদিগের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে, অবশ্যই আমাদিগের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়। শিখদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদিগের কি উপকার না দর্শে? আমাদিগের প্রখর বুদ্ধির সহিত তাহাদিগের বল ও বীর্য্যের সং-যোগ হইলে, আমরা এক প্রধান জাতিরূপে গণ্য হইতে পারি। কিন্তু এ সমুদায় কল্পিত কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে প্রতিপন্ন। যত দিন আমরা বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের এই শুভকর নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক এই পরম কল্যাণ-কর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না পারিব, তত দিন আমাদিগের সম্যক্‌রূপে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ বিষয়ে এ প্রকার কঠিন নিয়ম ছিল না। তখন, যদিও বর্ণান্তরীয় লোকের

সহিত আমাদিগের বিবাহের রীতি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশীয় লোকের পরস্পর বিবাহের প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার আর অন্য প্রমাণ কি? রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদায়ই ইহার সাক্ষী আছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিরা এ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কহিবেন, যদিও ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ব্যবহার-বিরুদ্ধ বটে। এ কথাতে যন্ত্রণানল চতুর্গুণ—চতুঃসহস্র গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ-হিতৈষী দয়ার্দ্র মহাত্মারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বদেশের অহিতকারী—আপনার অশুভকারী—আত্মঘাতী নিদারুণ লোকেরা কেবল ব্যবহার ব্যপদেশ করিয়া সমুদায় অগ্রাহ্য করে। স্বদেশের শুভানুরাগী ব্যক্তি স্বপরিবার-স্বরূপ দেশস্থ লোকের হীনতা ও দারিদ্র্য দশা দেখিয়া যেরূপ মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হন, তাহারা তাহা কিছুই অনুভব করে না। যেদিন জন্মভূমির দারুণ দুরবস্থা মনে হয়, কত অসুখেই সে দিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন কত দীর্ঘ বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কত দুঃসহ যাতনাই দিতে থাকে! সর্ব্বদেশীয় দয়ালুদিগেরই এই যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের হিতৈষী ব্যক্তির দুঃখের আর পরিসীমা নাই; তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের উদয়দ্বারা নয়নযুগলে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতে দেখিলেও অন্য লোকে ভ্রূক্ষেপ করে না! তাহাদের পাষাণময় চিত্ত কিছুতেই আর্দ্র

হয় না! তাহারা কুব্যবহার-সমীপে দয়া ধর্ম্ম সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়াছে! তাহারা ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাও তুচ্ছ করে! হায়! কুব্যবহার-রূপ দুর্ভেদ্য লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায় জীবন-শূন্য-প্রায় হইয়াছি! আমাদের জড়ীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মনুষ্যের আত্মা—সচেতন পদার্থ, যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্বকপোল-কল্পিত কদাচারের অনুরোধে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অপেক্ষা হতজ্ঞান হইবার স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে? স্বদেশস্থ ব্যক্তি সকল! একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ; কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে, এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম কখনই যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হইবে না।

যেরূপ, উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে কন্যা পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ ভৃত্য মিত্রাদি অন্যান্য যত লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, সকলেরই দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখন না কখন আপনার চৌর্য্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, এবং তখন প্রভুকে আপনার অদূরদর্শিত্ব দোষ-বশতঃ অনুতাপে তাপিত হইতে হয়।

এ নিয়মের ভূরি ভূরি উদাহরণ-স্থল সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। অনেকে কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের চৌর্য্যস্বভাব ও কার্য্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন। কর্ম্মচারিদিগের কুব্যবহারে অনেকানেক বণিকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এক জন কর্ম্মচারী বহু ধন হরণ করিয়া আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করাতে, লণ্ডন্ নগরস্থ কোন বহু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়। এইরূপ, যে কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যক, কোন অধ্যবসায়-হীন নির্ব্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিলে, সে কর্ম্ম কোন ক্রমেই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার নহে। এইরূপ, মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভৃত্য হউক, কোন বিষয় ব্যাপারের অংশীই বা হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহার উপর কোন গুরুতর কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে, অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া এই সমস্ত সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করাও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিয়মাধীন। তত্ত্বান্বেষণদ্বারা ও হস্ততত্ত্ববিবেকব্যবসায়িদিগের মতে মস্তকের ভাগ-বিশেষের পরিমাণদ্বারা এ বিষয় সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আঘাত-ক্লেশ, শারীরিক পীড়া, অবৈধ বিবাহদ্বারা সাংসারিক দুঃখের উৎপত্তি ও ভৃত্যাদির দোষে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা এই, সমুদায় বিষয়ের বিবরণ

করিয়া, এক্ষণে আর এক ভয়ানক ব্যাপারের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহার নাম শ্রবণ মাত্রেই কলেবর কম্পমান হয়,—ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়,—লোকের আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার নাম মৃত্যু।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে ভূমণ্ডল মনুষ্যের নিবাস-ভূমি হইবার পূর্ব্বেও মৃত্যুর অধিকার-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ এক্ষণকার ন্যায় যথাক্রমে বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংহারের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কি কারণে এপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা আমাদের সাধ্য নহে।

মৃত্যুঘটনা সমস্ত শারীরিক বস্তুর প্রকৃতি-সিদ্ধ। ইয়ুরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর-মাত্রেই অন্তর্ভূত হইয়াছে। শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কিছু কাল সম্পূর্ণ থাকিয়া পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং পরিণামে নিঃশেষিত হইয়া দেহ-ভঙ্গ সমাধান করে। ফলতঃ, যখন শারীরিক বস্তুর অবস্থানার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। সৃষ্টি-কালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই

যদি বৰ্দ্ধিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়া এপর্য্যন্ত সজীব থাকিত, তবে ভূমণ্ডলে তাহার, সহস্রাংশের একাংশেরও স্থান হইত না।

যদিও আমাদের স্বার্থপরতা ও দুর্জ্জয় জিজীবিষা বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় অশুভদায়ক বোধ হয়,—মৃত্যুকে আপনার সর্ব্ব-সুখ-সংহারক বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং যদিও আমাদের বুদ্ধিযোগে তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বাচন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এ নিয়ম যে ভূমণ্ডলের পরম শোভা বৃদ্ধি ও লোকরক্ষার উপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ সকল এ নিয়মের অধীন থাকাতে, নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্ত্তে অভিনব সুকুমার মনোহর তরুসকল উৎপন্ন হইতেছে, সরস বসন্ত সময়ে নব পল্লব ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং সুগন্ধ সুবর্ণ রমণীয় কুসুম সমুদায় প্রসব করিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। বিশেষতঃ আমাদের আশ্চর্য্য ও শোভানুভাবকতা বৃত্তির সহিত এই সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে; কারণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যে সকল অভিনব ও শোভাকর ব্যাপারের ঘটনা হয়, সমুদায়ই এই দুই পরম সুখাবহ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয়। প্রাণিগণের পক্ষেও এইরূপ। মৃত্যু এই ধরণীরূপ রঙ্গ-ভূমি হইতে অস্থি-চর্ম্ম সার, জীর্ণ, শ্রীহীন লোকদিগের এবং গলিতাঙ্গ, লোলচর্ম্ম, কদাকার, কম্পিত-কলেবর, প্রাচীন সম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রান্ত করিতেছে, এবং মনু-

ষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি, তৎপরিবর্ত্তে, হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর নবতনু সকলে প্রবেশিত করিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সাধন করিতেছে। অতএব, নাশ ও ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সুখদায়কও বটে।

আমাদের নিবাস-ভূমি পৃথিবী কিছু অসীম নহে, সুতরাং তাহাতে নিরূপিত-সংখ্যাতিরিক্ত অধিক প্রাণীর স্থান ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ইতর প্রাণিদিগের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল, যে নিয়মানুযায়ী দেহ ভঙ্গদ্বারা যত জন্তুর মৃত্যু হয়, তদপেক্ষা ভূরি গুণ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাদের এমত বুদ্ধি নাই, যে, সেই শক্তিকে সংযম করিয়া রাখিবে। অতএব, জগদীশ্বর কতকগুলি মাংসাশী জন্তুর সৃজন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া জীব-সংখ্যার আতিশয্য নিবারণ করিতেছে। পতঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জাতীয় পতঙ্গ অন্য জাতীয় পতঙ্গদিগকে ভক্ষণ করে, এবং ঐ ভক্ষক জাতির অধিক সংখ্যা হইলে অন্য জাতীয় পতঙ্গ তাহাদিগকে আহার করিয়া থাকে। তৃণাহারী পশুদিগেরও বহু সন্তান জন্মে, তাহাদের অপঘাত মৃত্যু না ঘটিলে সমুদায় ভূমণ্ডলেও তাহাদের স্থান হইত না। সুতরাং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক অনাহার-মৃত্যু দ্বারা শরীর পরিত্যাগ

করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আসিত। * কিন্তু মাংসাশী জন্তুর সৃষ্টি হওয়াতে এ সমস্ত অমঙ্গল নিরাস হইয়াছে। তদ্দ্বারা কেবল মাংসাশী জন্তু মাত্রের সুখ-সাধন হয় না, অন্ন অপেক্ষা করিয়া জীবের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে, তৃণাহারী প্রাণিদিগেরও দুঃখ নিবারিত হয়। পরন্তু মাংসাশী জন্তুদিগের স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রচারের সীমা নিরূপিত আছে। তাহারা বহু সংখ্যক হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন-পূর্ব্বক আপনাদের সংহার-শক্তি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দণ্ডেই তাহাদের অন্ন হ্রাস এবং তৎফল স্বরূপ অনাহার-মৃত্যু ঘটনা আরম্ভ হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-ভাব রক্ষা পায়। কোন জীবের অনশনে প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা কখনই জীবনদাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নয়, অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ইহাও সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মাংসাশী জন্তুদিগের নৃশংস-শক্তি সঞ্চারের পূর্ব্বে বহুসংখ্যক তৃণাহারী জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, কারণ শেষোক্ত জাতীয় বহু জীবের দেহপাত না হইলে, প্রথমোক্তজাতীয় একটি জন্তুরও চির জীবন উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। যদি প্রথমে

---

* কারণ যথেষ্ট অন্ন অভাবে পিতা মাতার শরীর ক্ষীণ হইলে সন্তানেরাও তদনুরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

একটি মেষ ও এক মাত্র ব্যাঘ্র একত্র স্থাপিত হইত, তবে ব্যাঘ্র অবিলম্বেই সেই মেষটিকে আহার করিয়া ফেলিত, পরে অন্নাভাবে তাহার আপনারও প্রাণ বিয়োগ হইত। অতএব, মৃত্যু-বিধান ভূমণ্ডলের মূলীভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের যাদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মরণধর্ম্মকে এক প্রকার আবশ্যকই বোধ হয়। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার সহিত সকল বস্তুকে পরস্পর সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নির্জীব জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে, তাহার আর স্বতঃ প্রতীকারের উপায় থাকে না। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আপনা হইতে কখন প্রতিকার হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব সেরূপ নহে, তাহাদের ভগ্নপ্রতীকার ও ক্ষতিপূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ু-বেগে পতিত হইলে তাহার ভূমিস্থ সমুদায় মূল তাহার জীবন-রক্ষার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে, তৎস্থানে নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়। কোন জন্তুর জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে, সে স্থানের অস্থি ক্রমে ক্রমে 'যুক্ত হইয়া যায়। কোন রক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে, তাহার সমীপবর্ত্তিনী অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষায় স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর

কার্য্য সমাধা করে। এই প্রকার শরীরে কত কত স্থানে আহত ও ক্ষত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইতেছে। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া এই পরম শুভ-দায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিতেছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না করি এই বিবেচনায় যাবতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘ-নের দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। এই-হেতু কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অনুভব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘ-নের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তৎপ্রতিপালনে সম্যক্ সাব-ধান থাকা উচিত।

মৃত্যুকালে যে যাতনা হয় তাহারও কারণ এই। আকস্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যল্প কাল স্থায়ী। প্রথম বয়সে বা প্রৌঢ়াবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দিষ্ট নহে, প্রত্যুত তাহা শারী-রিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। কিন্তু প্রথমে যাঁহার শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন শারীরিক নিয়ম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, তিনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অনতিক্লেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন; তাঁহার অধিক মৃত্যু-যাতনা হয় না। অতএব, যখন মানববর্গ পরম কারুণিক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া যথা-

বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু-যাতনারও লাঘব হইয়া আসিবে।

অশিক্ষিত অল্প-বুদ্ধি লোকেরা রোগ ও মৃত্যু কোন দৈব বিড়ম্বনা বা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা নিয়মানিয়মের বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। কিন্তু এক্ষণকার মহানুভব বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করেন, যে এই চরাচর অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কোন কার্য্য নিয়মাতীত নহে,—তাহার এক মাত্র অণুও কোন নিয়ম অবলম্বন না করিয়া স্থানান্তর হয় না। গোমুখী-নিঃসৃত অতি সূক্ষ্ম বারি-বিন্দুও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতীত নহে; তাহা বাষ্প-বিন্দু হইয়া গগনমণ্ডল আরোহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে পরি-চালিত হইয়া কোন দূরদেশীয় সুচারু শস্য-ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তরু-শাখায় শোষিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুমদলেই বা পুনঃ-প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃষ্ণাতুর জীবকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহার পরমাশ্চর্য্য দেহ-যন্ত্রের রক্ত প্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ করুক, ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমেই ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অবগত নহে, সে ব্যক্তি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রা-দিকে কতকগুলি পরস্পর অসম্বদ্ধ পদার্থ মাত্র জ্ঞান করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিলে তাহাকে দৈব বিড়ম্বনা বা অন্য কোন কুলক্ষণ বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত পার

দর্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রকাণ্ড আকৃতি, পরিপাটী রচনা, গতিবিধির সুপ্রণালী, এবং তাহাতে পরম শিল্পকর বিশ্ব-নির্ম্মাতার আশ্চর্য্য কৌশল অবগত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হন। তিনি আর চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুগ্রস্ত ও ধূমকেতুর উদয়কে কুলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহার নিশ্চয় আছে, যে চন্দ্র সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয়, বা তাহাদের নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটনা অথবা ধূমকেতুর পরিভ্রমণ, সমুদায়ই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ, অসুশিক্ষিত ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভূমণ্ডলস্থ বস্তু সমুদায়ের প্রকৃত স্বভাব ও যথার্থ নিয়ম না জানিয়া নানা কার্য্যের নানাপ্রকার দৈব কারণ কল্পনা করে; কিন্তু যিনি পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি দূর্ব্বাদলস্থ শিশিরবিন্দু ও হিমালয়ের জলপ্রপাত, এবং চন্দ্রশেখরের অগ্নিশিখা ও প্রভাকরের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ সমুদায়ই একমাত্র মহান্ পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী কার্য্য জানিয়া পরিতৃপ্ত হন। তিনি কুত্রাপি অগ্নির তেজ ও জলের প্রভাব দেখিয়া তথায় দেব বিশেষের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন না। তিনি ভারতবর্ষের ভাগীরথী বা আমেরিকার মিসিসিপী নদী সমুদায়েই অদ্বিতীয় অনন্তস্বরূপ বিশ্বপতির অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দেখেন। এইরূপ, যিনি চিকিৎসা বিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত অবগত আছেন, যে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে রোগ উৎপন্ন হয় না। বাস্তবিক,

জগদীশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন ব্যতিরেকে দুঃখ হয় এ কথা বলা কেবল অজ্ঞানের কর্ম্ম। যদি শরবেধদ্বারা কাহারও নেত্র অন্ধ হয়, তবে সকলেই বুঝিতে পারে, যে কেবল শরবেধই তাহার অন্ধতার কারণ; কিন্তু যদি কোন শিল্পকার সাতিশয় নেত্র চালনা করিয়া অন্ধ বা চক্ষুঃপীড়ায় পীড়িত হয়, তবে এপ্রকার অত্যাচার শরবেধের ন্যায় স্পষ্টরূপ প্রতীত না হওয়াতে অজ্ঞ লোকে তাহার কারণান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞোত্তম ইয়ুরোপীয় * চিকিৎসকেরা নিশ্চিত জানেন, যে কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেতেই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং নিঃসংশয়ে কহেন যে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অনতিশয় অঙ্গ চালনা করা বিধেয়, কেবল নেত্র চালনার আতিশয্যদ্বারাই শিল্পকারের চক্ষুরোগ জন্মিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, আমরা সর্ব্বস্থলে পীড়ার সূত্র নিশ্চয় নিরূপণ করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনই যে প্রত্যেক রোগের কারণ তাহার সংশয় নাই। কাহারও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে, অনেকে অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করেন; কেহ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট, কেহ দৈব বিড়ম্বনা কেহ বা কুযাত্রার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু যিনি কহেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভদায়ক নিয়ম লঙ্ঘনই যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সমস্ত রোগের অদ্বিতীয় হেতু, তাঁহারই কথা যথার্থ, এবং তাঁহারই উপদেশ আদরণীয় ও গ্রাহ্য। অতএব, অনভিজ্ঞ লোকে শারীরিক রোগ ও অকাল

মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিতে পারে না বলিয়া, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়মের যাথার্থ্য ও অমোঘত্ব বিষয়ে সংশয় করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তই সমস্ত শারীরিক নিয়মের উদ্দেশ্য; তবে যে বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় রোগ ও মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে আমরা তদ্বিষয়ে অত্যাচার না করি এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বর অকাল-মৃত্যুকে এ প্রকার ক্লেশদায়ক করিয়াছেন।

কিন্তু এই অকাল-মৃত্যুর বিধানেও করুণার্ণব বিশ্বকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবগণ জীবনব্রত উদ্‌যাপনকালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়। শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলে তাহার স্বতঃ প্রতীকার হইতে পারে, এবং তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ, এবং তন্নিমিত্তই অকাল-মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাহারও মস্তকের মস্তিষ্ক-রাশি নির্গত হয়, তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় বিহীন হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে তাহা কত দুঃখের বিষয় হইত! যদি প্রজ্বলিত দাবানলে বেষ্টিত হইয়া পশু, পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়, এবং

তৎপ্রতীকারের আর সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে অবস্থায় ক্রমাগত দাহ-জ্বালা সহ্য করা ও পরে দীর্ঘ-কাল জীবিত থাকা যে প্রকার যাতনাদায়ক, তাহা মনে করিলেও যন্ত্রণা বোধ হয়। নৌকারূঢ় ব্যক্তিকে নদী বা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া তথায় চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত! এ সকল স্থলে মৃত্যুই পরম মঙ্গল, এবং সে সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন, তিনি পরম বন্ধু।

অকাল-মৃত্যুদ্বারা মানববর্গের আর এক মহোপকার সাধিত হয়। তাঁহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সন্তান উৎপাদন করিতেন, তবে তাঁহাদের সন্তানদিগকে পিতা মাতার বিকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব, এরূপ স্থলে যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্ভাবিত সন্তান সন্ততির অশেষ ক্লেশ নিবারণ করে, ইহা মঙ্গলের কারণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিবেচনানুসারে অসাধ্য-রোগাক্রান্ত ক্ষীণজীবী পীড়িত বালকের মৃত্যুও কল্যাণদায়ক বলিতে হয়; কারণ তদ্দ্বারা তাহার উত্তর-কালিক সমুদায় নিষ্প্রয়োজন যাতনা নিবারিত হয়, এবং তাহার সন্তানদিগের ভগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে তাহাও নিরাকৃত হয়।

অতএব, রোগ, ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, এবং তাহাও ভূমণ্ডলের

শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। এই সমস্ত স্বীকার করিলে, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে মানব জাতির সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত; শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা তাহার অন্যথা হইলেই ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় নিস্তেজ হয়, ও সুখ ভোগের সামর্থ্য এককালে নষ্ট হয়, তখন যদি কেহ আপনার অজ্ঞাতসারে অনায়াসে পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তৎ-পরিবর্তে তাহার উত্তরাধিকারী আসিয়া সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করে, তাহা হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য স্বভাবের কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিহিতবিধানে প্রতিপালন করিতে পারি না, অতএব বোধ হয়, এক্ষণে যৌবনাবস্থা দূরে থাকুক, প্রাচীনাবস্থায় মৃত্যু ঘটনা হইলেও অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণকার অপেক্ষায় শারীরিক নিয়ম প্রতি-পালনে সমর্থ হইলে, মৃত্যু-যাতনার বিস্তর লাঘব হইতে পারে; তবে কত দূর হ্রাস হওয়া সম্ভব তাহা নিরূপণ করিবার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়, যে যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং পরমেশ্বরের নিয়মানুগত থাকিয়া সমুদায় জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুকালে তার উৎকট যন্ত্রণা ঘটিবেক না; সে ব্যক্তি অল্পে অল্পে ক্ষীণ

হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে।

ইহা সুখের বিষয় বলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ন্যূনাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু গণিত হইয়া, গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়, * কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ের যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই শত বর্ষ মধ্যে ইয়ুরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী অনেকানেক স্থানের লোকের পরমায়ু তদপেক্ষায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী কোন নগরে † যত লোকের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে এই নিম্নলিখিত রূপ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে, যথা;—

কোন্ শ্রেণীর লোক।	গড়ে পরমায়ুর সঙ্খ্যা।
প্রধান শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মনুষ্য।	... ... ৪৩॥ বৎসর
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ বণিক্ ও লিপিব্যবসায়ী প্রভৃতি।	... ... ৩৬॥ বৎসর।

* অর্থাৎ তৎকালের ১০০০ মনুষ্যের পরমায়ুর সমষ্টি করিয়া এবং তাহা ১০০০ দিয়া হরণ করিয়া ২৮ বৎসর হইয়াছিল।

† এডিন্বরাও লীথ্।

তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ শিল্পকর, শ্রমোপজীবী ও ভৃত্য প্রভৃতি। } ... ... ২৭॥ বৎসর।

ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী জিনেবা দেশীয় লোকের যেরূপ আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সময়।				গড় পরমায়ু।	
খ্রীষ্টাব্দ।				বৎসর।	মাস।
১৫৬০	অবধি	১৬০০	পর্য্যন্ত	১৮	৫
১৬০১	,,	১৭০০	,,	৩২	৫
১৭০১	,,	১৭৬০	,,	৩২	৮
১৭৬১	,,	১৮০০	,,	৩৩	৭
১৮০১	,,	১৮১৪	,,	৩৮	৬
১৮১৫	,,	১৮২৬	,,	৩৮	১০

জিনেবা দেশীয় লোকের সভ্যতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি সহকারে যে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তাহা এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

বিশেষতঃ ইয়ুরোপখণ্ডে গোমসূর্য্যাধানের * আরম্ভ দ্বারা এ বিষয়ে মহোপকার দর্শিয়াছে; এমন কি বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুঘটনা নিবারিত হইয়াছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে গণনা হয়, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬,০০০ লোক বসন্ত রোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে

---

* গরুর বীজ দিয়া টিকা।

বর্ষে তত্রস্থ যত মনুষ্যের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার শতাংশের একাদশ অংশ বসন্ত রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে; কিন্তু এক্ষণে ১ বা ১॥ অংশের অধিক মরে না। অতএব, ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে গোমসূর্য্যাধানদ্বারা বৎসর বৎসর ভূরি ভূরি লোকের জীবন রক্ষা পাইতেছে।

পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ত্বেও যে স্থান-বিশেষে লোকের আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, এই বিস্তর। পূর্ব্বে যে স্কট্‌লণ্ড-বাসীদিগের অবস্থার তারতম্যানুসারে পরমায়ুর ন্যূনাধিক্য হইবার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রতিপালনের ইতর-বিশেষই তাহার কারণ। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই; তিনি ধনী নির্দ্ধন, অজ্ঞ বিজ্ঞ, বাল বৃদ্ধ সকলকেই সমান নিয়মে শাসন করেন। মনুষ্য মাত্রেরই অঙ্গ-সংস্থান ও ইন্দ্রিয়-স্বভাব এক প্রকার, এবং জল, বায়ু, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্র সমান গুণ প্রকাশ করে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তে যাবতীয় লোকের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শারীরিক নিয়মের অধিক অনুগামী হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদের পরমায়ু গড়ে ৪৩॥ বৎসর হয়, এবং যাহারা তাহা সর্ব্বাধিক অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের ২৭॥ বৎসর মাত্র। অতএব, এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্য এ প্রকার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে যৎপরিমাণে আমরা

শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে সমর্থ হইব,—যৎপরিমাণে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-বহ হইয়া চলিব, তৎপরিমাণে সুখ স্বচ্ছন্দতা সহকারে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইব।

মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাই-তেছে, যথা;—

প্রথমতঃ।—প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু ঘটনা হওয়া পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ, এবং ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্টি করা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যু নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ।—মনুষ্যের বাল্য ও পৌঢ়াবস্থায় প্রাণ বিয়োগ এবং মৃত্যুকালে ক্লেশ ঘটনা উভয়ই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমা-দের অধিক দুঃখ নিবারণার্থে অল্প দুঃখের সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অমোঘ আজ্ঞা অবহেলন করিয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করি-তেছি। যদি আমরা তাঁহার নিয়ম পালনে সম্যক্ সমর্থ হই, তবে এই সমুদায় দুর্ঘটনা সম্যক্ নিরাকৃত হয়; এমন কি, মৃত্যুযাতনা ও অকাল মরণ পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—মৃত্যু অনেকানেক বিষয়ে লোকের কল্যাণদায়ক। তদ্দ্বারা জরা-জীর্ণ, শ্রী-হীন, বৃদ্ধ লোকের পরিবর্ত্তে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, তেজোবিশিষ্ট যুবক

সকল বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীর পরম শোভাসম্পাদন করে, কাম ও স্নেহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি সুখদায়ক বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইয়া প্রচুর আনন্দ প্রদান করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানববর্গের শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে। *

চতুর্থতঃ।—এই মৃত্যু বিষয়ক নিয়মের সহিত আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলস্থ জীবগণের মরণ-ধর্ম্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ হয়। যে শুভকর বিধান-বশতঃ জরাগ্রস্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে নিক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে; এবং তাহারা ধরণী-রূপ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত শুভ কৌশল সম্পাদনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর পরি-ষ্কৃত করিতে পারে, তাহাতে আমাদের পরহিতৈষিণী উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ভূরি ভোজন দ্বারা গ্লানিযুক্ত বা জীর্ণেন্দ্রিয় হইয়া অন্ন-পান গ্রহণে অশক্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থানান্তর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সবলেন্দ্রিয় ক্ষুধা-তুর পথিককে আহ্বান করা কখনই অন্যায় নহে।

* কারণ পিতা মাতা নিয়ম প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাঁহাদের সন্তানদিগের তত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি হইবেক। এইরূপে মানব জাতির ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে।

অতএব, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আর সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পৃথিবীর হিতার্থ যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ভক্তি অতি আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাহা অঙ্গীকার করিবে। যদি কোন ব্যক্তির এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যথোচিত তেজস্বিনী হয়, এবং অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত থাকে, এবং তিনি শৈশব কালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না, তিনি জগদীশ্বরের অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়মকেও প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়া লইবেন।

পঞ্চমতঃ।—এস্থলে মৃত্যুকর্ত্তৃক ঐহিক শুভাশুভ ঘটনার বিষয়ই বিচার করা গেল; পারত্রিক ফলাফল বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরিশিষ্ট।

আমিষ ভক্ষণ।

৩৭ পৃষ্ঠার এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে ইয়ু-রোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল ব্যক্তি মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অতএব, আমিষ ভোজনের প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যে পক্ষ সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন।

জীবহীংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয়। যাঁহারা আমিষ ভোজনে বিধি দিয়া থাকেন, তাঁহারাও কহেন, বৃথা জীবহিংসা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে জগদীশ্বর আমাদিগের যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আহারার্থে জীব-হিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তিনি আমাদিগকে উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়া সঙ্কেতে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে যে কর্ম্মদ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয় তাহা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। প্রাণিগণ হত হইবার সময়ে যে প্রকার আর্ত্ত-নাদ, অঙ্গ-বৈকল্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা অন্তরের যাতনা প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার অন্তঃকরণে কারুণ্য-রসের সঞ্চার না হয়? আর, যিনি জীবন-দাতা তিনিই সংহর্ত্তা। জীবগণ তাঁহার নিয়মানুসারে জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে নষ্ট হয়। অতএব, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে জীবের জীবন নাশ করা ন্যায়যুক্ত নহে, একারণ প্রাণি-হিংসা আমাদের ন্যায়পরতা বৃত্তিরও বিরুদ্ধ। জীব-হিংসা (সুতরাং আমিষভোজন) যেমন আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, সেইরূপ, তাহা আমাদের অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকারী নয়, কারণ মৎস্য মাংস আহার করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে কার্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ঘটনা হয়, তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করা যায়? যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এ বিষয়ের এই প্রকার মীমাংসা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইলেও, অনেকানেক বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎপ্রতিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ।—তাঁহারা কহেন, যদি আহারার্থে জীব-হিংসা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে মাংসাশী করিতেন না। যখন তাহারা পরমেশ্বরের প্রদত্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণী বধ করে, তখন মনুষ্যেরও ভক্ষণার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত তাহার সন্দেহ নাই।

ইতর জন্তুরা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করা অতিশয় অদূরদর্শিতার কার্য্য। সকল বিষয়ে পশু, পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর অনুগামী হইয়া চলিলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হয়। কোন কোন জন্তু স্বীয় শাবকদিগকে ভক্ষণ করে, অনেকানেক জন্তু ভগিনী ও গর্ভধারিণীর সহযোগে সন্তান উৎপাদন করে, প্রায় সকল জন্তুই আহার পাইলে স্বত্বাস্বত্ব বিবেচনা না করিয়া ভোজন করে। ইতর জন্তুদিগের ইত্যাকার ব্যবহার দৃষ্টে তদনুরূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার একবারে উঠিয়া যায়। অতএব, ইতর প্রাণীতে আহারার্থে জীব-হিংসা করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এক্ষণে, মৎস্য মাংস ভোজনের গুরুতর প্রতিফল যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে; তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, যে আমিষ ভোজন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর পক্ষে যেমন সঙ্গত, মনুষ্যের পক্ষে তেমনি অসঙ্গত।

আমিষ ভোজন করিলে যে জিংঘাসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ও তৃণ, পত্র, শস্যাদি ঔদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিলে যে ঐ সকল প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, প্রায় সমুদায় প্রাণির প্রকৃতিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমস্ত মাংসাশী পশুরই অত্যন্ত উগ্র স্বভাব, কারণ মাংসাহার ও তদর্থে প্রাণী বধ উভয় কারণেই তাহাদের জিংঘাসাদি প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যাইতে পারে। কোন কুকুরকে ক্রমাগত কিয়ৎ কাল নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করাইলে, তাহার উগ্র স্বভাব হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধ স্বভাব বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ, যদি ক্রমাগত মাংস ভক্ষণ করান যায়, তবে তাহার ক্রোধ ও হিংস্রতা প্রবল হইতে থাকে। পশুবধপূর্ব্বক মাংস বিক্রয় করা যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের কুকুর যে অত্যন্ত হিংস্র ও নৃশংস হয়, তাহার কারণ এই। শবভোজী কুকুরদিগের অসামান্য উগ্রতা ও হিংস্রতা প্রসিদ্ধই আছে। ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রায় অন্য কোন জন্তুরই দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু শস্য ফলাদি ভক্ষণ করাইলে, তাহারও হিংস্রতা হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি হয়। কোন ব্যক্তি একটা ব্যাঘ্রশাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রবৃত্তি এ প্রকার দমন হইল, যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে, আহার করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা

করিত না। নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভক্ষণদ্বারা কুক্কুরের উগ্রতা ও নৃশংসতা বৃদ্ধি এবং শস্য ভোজনদ্বারা ব্যাঘ্রের স্নিগ্ধতা বর্দ্ধন ও হিংস্রতা দমন হওয়া অপেক্ষায়, মাংস ভক্ষণের দোষ গুণ পরীক্ষার উত্তম উপায় আর কি আছে?*

মনুষ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এই রূপ দেখা যায়। মাংসাশী লোকদিগের দুর্নিবার্য্য ক্রোধ ও হিংসা এবং ফল-মূল-শস্য-ভোজিদিগের নম্রতা ও শিষ্টতা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে। এক্ষণকার যাবতীয় জাতির স্বভাব ও চরিত্রই ইহার প্রমাণ। যে সকল পর্ব্বত ও বনবাসি লোকে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তাহাদের নৃশংস স্বভাব, এবং যাহারা ফল, মুল, শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ব্যবহার অনেকেরই বিদিত আছে। নব জীলণ্ড-বাসী ও আমেরিকার আদিম নিবাসী ঘোরতর মাংসাশী মনুষ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সহিত অল্প-আমিষ-ভোজি চীন ও হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত শিষ্টতা ও সুশীলতার তুলনা করিয়া দেখিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই প্রকার, মাংসাশি পশুদিগের ন্যায় মাংসাশি মনুষ্যদিগের জিঘাংসা প্রবৃত্তি যে প্রবল হয়, এবং শস্যাদিভোজি ইতর প্রাণিদিগের ন্যায় শস্যাদিভোজি মনুষ্যদিগের ঐ প্রবৃত্তি যে দুর্ব্বল থাকে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রচুর প্রমাণ

* Fowler's Physiology, Chapter II, Section 1.

প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমিষ ভোজন যে জিঘাংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবার এক প্রধান কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকিবার সম্ভাবনা। যাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার লেশমাত্র আছে, তিনি পশু, পক্ষি প্রভৃতির বধদশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হন, তাহার সন্দেহ নাই। আর যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিয়া এ প্রকার নির্দ্দয় হইয়া উঠে, যে জন্তুদিগের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়া যন্ত্রণা বোধ হয় না, দয়া-শূন্য হিংস্র জন্তুর সহিত তাহাদের আর কি বিশেষ থাকে? মাংসবিক্রয়োপজীবী লোকে পুনঃ পুনঃ প্রাণী বধ করাতে এরূপ করুণা-শূন্য হয়, যে তাহারা এই অতি নিদারুণ বিষম কর্ম্ম করিতে আর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহাদের প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় স্বভাব সর্ব্ব সাধারণেই বিদিত আছে। একারণ কোন কোন দেশে এ প্রকার রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে কোন বিচারালয়ে মরণজীবনবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইলে, তাহারা জুরি হইতে পারিবে না। অতএব, মাংসাশী মহাশয়েরা মাংস ভোজন করিয়া কেবল আপনাদের অনিষ্ট করিতেছেন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রাণিঘাতকদিগকে পশুর সমান করিতেছেন।

এক্ষণে, আমিষ ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের ক্রোধ হিংসাদি প্রবল ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিবেচনা করা উচিত। পরমেশ্বর প্রাণি-

বিশেষে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করিয়া বাহ্ন বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ উপযোগিতা রাখিয়াছেন। তিনি যে জন্তুর যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, তাহার তদুপযোগী খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। পশুহিংসা করাতে, সিংহ ব্যাঘ্রাদির জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, অথচ তাহাদের অন্য কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না; অতএব, তাহাদের পক্ষে প্রাণী বধ করা অকর্ত্তব্য নহে। যদি মনুষ্যদিগেরও কেবল জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকিত, তবে আহারার্থ জীব হিংসা করা তাঁহাদের পক্ষেও অসঙ্গত হইত না। যদি আমাদের প্রাণী বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কখনই এ প্রকার দয়ার্দ্র করিতেন না, যে জীবহত্যা দৃষ্টি করিলে কাতর হইতে হয়। যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্বস্রষ্টার সমুদায় কার্য্যের সর্ব্বাংশে পরম সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আমাদের মনের সহিত বাহ্য ব্যবহারের এইরূপ বিষম বিরোধ রাখা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়? তিনি মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; তন্মধ্যে, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের সমূহ দোষ নিরূপিত হইতেছে, এবং আহারার্থে জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব, যে কর্ম্ম করিতে গেলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে হয় ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা কদাপি

কর্ত্তব্য নহে; কারণ যে কার্য্য সমুদায় মানসিক বৃত্তির অভিমত, তাহাই কর্ত্তব্য; যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ী ব্যবহার করাই বিধেয়। *

দ্বিতীয়তঃ। কেহ কেহ কহেন, ইতর জন্তু সমুদায় মনুষ্যের হিতার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যে কোন প্রকারে তাহারা মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহাই কর্ত্তব্য। এ কথা কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক হইতে পারে না। যদিও মনুষ্যের পক্ষে কতকগুলি পশুকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা ন্যায়যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও তাহাদের প্রাণ সংহার করা যে অতি গর্হিত, ইহা আমাদের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একমত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছে। আমাদের প্রাণী বধ করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই যদি তাহাদিগকে বধ করা বিধেয় হয়, তবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার আর প্রয়োজন কি? যে কার্য্য আমাদের পরমোৎকৃষ্ট উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ তাহা সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপ অভিমত হইলেও কর্ত্তব্য নহে।

আর যাঁহারা কহেন, সমস্ত ইতর জন্তু কেবল মনুষ্যের উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের এ অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহার সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ব-

---

* Fowler's Physiology, Chapter II. Section. I.

বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে মনুষ্য উৎপন্ন হইবার কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে অপরাপর অশেষ প্রকার জীব বিদ্যমান ছিল, এবং তৎপূর্ব্বেই তাহার অনেক জাতি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণেও, ভূচর, খেচর ও জলচর যত ইতর জন্তু আছে, তাহারাই বা কয় প্রকার প্রাণী মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়া থাকে?

তৃতীয়তঃ। মাংসাশী মহাশয়েরা স্বপক্ষ রক্ষার্থে কহিয়া থাকেন, আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়, ঔদ্ভিদ বস্তু ভোজন কহিলে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের এ কথা কত দূর প্রামাণিক, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। মাংসাশী প্রাণি সকল অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া অন্যের উপর অত্যাচার করে ও অন্যের প্রাণ নাশ করে, ইহা দৃষ্টি করিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে মাংস আহার করিলে বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকানেক তৃণ-পত্র-শস্যা-হারি পশুকেও প্রভূত বলবিশিষ্ট দেখা যায়। যে বৃষ ও অশ্ব উভয়ই অত্যন্ত বলবান ও মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ উপকারী, তাহারা তৃণ, পত্রাদি উদ্ভিদ বস্তু মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃণ-পত্রভোজী গণ্ডার ও হস্তী মাংসাশী সিংহ ও ব্যাঘ্র অপেক্ষায় বলবান্। তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী। বানরের বল ও পরাক্রম অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। অতএব, মাংসাশী পশুদিগের অপেক্ষায় ঔদ্ভিদভোজী পশুদিগের বল অল্প নহে। বরং

মাংসাশী অপেক্ষায় ঔদ্ভিদভোজী প্রাণিদিগের মধ্যেই অধিক বলবান্ জন্তু দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণে, মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। শারীরবিধান বিদ্যায় পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উ, লারেন্স্ সাহেব এই প্রকার লিখিয়াছেন*, যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলেই যে বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, ইয়ুরোপ ও আসিয়া খণ্ডের উত্তর প্রদেশ-নিবাসি কতিপয় জাতির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক বোধ হয়। সেমোইড্, আস্টিয়াক্, বুরাট্, তঙ্গুসি, কেম্শাডেল্, লাপ্লাণ্ড-নিবাসি লোক, আমেরিকা খণ্ডের উত্তর-প্রান্ত-নিবাসী এস্কুইমাক্স জাতি ও দক্ষিণপ্রান্ত সন্নিহিত টেরাডেল্-ফিউগো-দ্বীপ-নিবাসি লোক, এই সমুদায় জাতি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মাংস, বরং আম মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি তাহাদের ন্যায় খর্ব্ব, দুর্ব্বল ও সাহসহীন নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে কি উষ্ণ কি শীতল সকল দেশেই যে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজনদ্বারা শরীরের সম্পূর্ণরূপ পুষ্টি বর্দ্ধন এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের সম্যক্ প্রকার উন্নতি হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ, যখন রসায়ন বিদ্যাদ্বারা ইহা নিঃসং-

---

* Lectures on Comparative Anatomy, &c. by W. Lawrence, Lecture IV, Chapter IV.

শয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন ও বল সাধনার্থে যে সমস্ত পদার্থ আবশ্যক করে, ফল শস্যাদি ঔদ্ভিদ দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে *, তখন নিরামিষ ভোজন দ্বারা বলাধান হওয়া কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, তদ্দ্বারা যে সম্যক্ প্রকার বলবান হওয়া যায়, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিরবচ্ছিন্ন শস্যাহারী হিন্দুস্থানীরা মৎস্যাহারী বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান। এতদ্দেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকে নিরামিষ ভোজন করে, তাহাতে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক, মৎস্যাশী সধবাদিগের অপেক্ষায় সবল ও সুস্থ-শরীর হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। একাহার তাহাদের স্বাস্থ্যাবস্থার এক প্রধান কারণ বোধ হয়, কিন্তু মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করাতে, তাহারা যে দুর্ব্বল হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সময়ে গ্রীক্ ও রোমীয় লোকেরা অত্যন্ত বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তাহারা সামান্য প্রকার নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত। স্পার্টা দেশীয় যে সকল ব্যক্তি থর্মাপলিনামক স্থানে অসামান্য বল, বীর্য্য, পরাক্রম প্রকাশদ্বারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহারা নিরামিষভোজী ছিল। আর এক্ষণেও ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশের ইতর লোকেরা প্রায় শস্য, ফল, মূলাদি ভক্ষণ

* Liebig's Organic Chemistry, part I.

করিয়া থাকে, অথচ তত্তৎ প্রদেশের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আয়র্লণ্ড দ্বীপের শ্রমোপজীবী লোকেরা কেবল গোলআলু আহার করিয়া থাকে, অথচ তাহারা যেরূপ বলবান ও পরিশ্রমী, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। নরোয়েনামক অতিশয় শীতলদেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই, * দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে, বিশেষতঃ ভূদন্তঃপাতি কোন কোন প্রদেশের লোকে অবাধে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করে, অথচ তাহারা শ্রীমান্, বলবান্ ও দীর্ঘজীবী হয়। রুষ্ দেশীয় সৈন্য ও অন্যান্য সামান্য লোকেরা প্রায়ই নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে, অথচ তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বহু পরিশ্রমী। ম, ডুপাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, ফরাশিশদিগের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক কেবল আলু, জনার প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। পোলণ্ড, হঙ্গেরি, সুইজর্লণ্ড, স্পেইন্, ইটালি, গ্রীশ্ প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও অনেকানেক স্থানের সামান্য লোকেরা শস্য, ফলাদি ভক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী হয়। স্পেইন্ দেশীয় গেলিগোনামক নিরামিষভোজী লোকেরা ও স্মর্ণা নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এ প্রকার বলবান্, যে সচরাচর সাত মণ ভার বহন করে, এবং সতত ১০। ১১ মণও লইয়া যায়। আমেরিকার অন্তঃপাতী মেক্সিকো, ব্রেজিল্প্রভৃতি অনেক স্থানের ইতর লোকে

* এক প্রকার শস্যের ইংরেজী নাম রাই।

ফল, মূল, শস্য ভক্ষণ করিয়া শ্রীমান্, বলবান্, পরিশ্রমী ও সুস্থশরীর হইয়া থাকে। আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যভাগ নিবাসী অনেকানেক জাতি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া অসামান্য বলবিশিষ্ট হয়। তদন্তঃপাতী জেন্না দেশীয় লোকেরা কেবল শস্য মূলাদি আহার করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলে তাহাদের ন্যায় বলবান্ পরিশ্রমী মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কেরো নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এত ভার বহন করে, যে লণ্ডনের মাংসাশী মদ্যপায়ী ভারবাহকেরা তাহা মনেও করিতে পারে না। নিগ্রো জাতীয় লোক যে সমস্ত বস্তু আহার করে, তাহার অধিকাংশই নিরামিষ, অথচ তাহাদের যেরূপ শারীরিক শক্তি তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দক্ষিণ সমুদ্রস্থ অনেকানেক দ্বীপনিবাসী লোকেও এরূপ আহার করিয়া থাকে অথচ তাহাদের এ প্রকার প্রভূত বল, যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ইংলণ্ডীয় মাল্লারাও মল্লযুদ্ধে তাহাদের নিকট এ প্রকার পরাজিত হইয়াছিল, যে তাহাতে কোন ক্রমেই তাহাদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে বাইবেলখ্রীষ্টান নামে এক খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায় আছে, তাহারা আমিষ ভোজন ও সুরাপান করে না; অথচ এ প্রকার অবগত হওয়া গিয়াছে, যে তৎসম্প্রদায়ী লোকে পরিশ্রম বিষয়ে তত্তৎ-প্রদেশীয় মাংসাশী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় কোন ক্রমেই হীন নহে। তৎসম্প্রদায়ী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, পরীক্ষা

করিয়া আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে, যে বলবান ও শ্রমক্ষম হইবার নিমিত্তে সুরাপান ও মাংস ভোজন আবশ্যক করে না। *

অতএব, মৎস্য মাংস ভোজন করিলেই যে বলবৃদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, অনেক স্থলেই এ কথার অন্যথা দেখা যাইতেছে। ফলতঃ বলিষ্ঠ হইবার প্রতি বাসস্থানের গুণ, পিতা মাতার বলাধিক্য, ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। আর যদি মাংস ভক্ষণ করিলে যথার্থ অপেক্ষাকৃত বলাধিক্য হইত, তাহাতেই বা কি? সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কার্য্য সম্যক্রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমাদের যত শক্তি আবশ্যক করে, আমিষ ভক্ষণ না করিয়াও যদি তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে মৎস্য মাংস আহার দ্বারা রিপু প্রবল ও তদর্থে প্রাণী নষ্ট করিয়া দয়া রূপ পরম ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন কি? কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন হরণ করিয়া ধনী হওয়া যদি ন্যায়-বিরুদ্ধ হয়, তবে যখন জগদীশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ও যথেষ্ট বল প্রাপ্তির অন্যান্য উপায় ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তখন আহারার্থে প্রাণীবধ রূপ দোষাকর কার্য্য করা কি অন্যায় নহে?

* Fruits and Farinacea. the proper food of man, by John Smith, Part III. Chapter IV. Lectures on Comparative Anatomy. &c. by W. Lawrence, Lecture IV. Chapter VI—*The Englishman Weekly Supplementary Sheet, Saterday Evening,* 17*th January* 1852.

যদিও এস্থলে অনুষঙ্গাধীন শারীরিক সুস্থতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বিষয়ে আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের ফলাফল বিবেচনার্থ কিঞ্চিৎ লেখা অসঙ্গত নয়। সিল্‌বেস্‌টর্ গ্রেহাম্ ও, স, ফৌলর্, জ, ক, নিউটন্, জ, স্মিথ্, ডাক্তার উ, অ, আল্‌কট্, হিউফ্‌লণ্ড্, চীন্, লেম্ব্, বকান্, ক্রেজি, আ, লার্স্, পেম্বর্টন্ হুইটলা প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ও বহুদর্শী চিকিৎসক প্রচুর প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, আমিষ ভোজন করিলে, শরীর অসুস্থ হইয়া যকৃৎ, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, পাদশোথ, বাত, অপস্মার, বহুবিধ অঙ্গক্ষত ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, এবং অনেক উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে, অনেকানেক অত্যুৎকট প্রগাঢ় রোগ নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়। স, গ্রেহাম্, ও, স, ফৌলর্, ডাক্তার পার্মলি, লেম্ব্, ব্যানিস্‌টর্, টেলর্, জ, পোর্টর্, ন, জ, নাইট্, জ, স্মিথ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা স্বয়ং মাংসাহার পরিত্যাগ করাতে, যক্ষ্মা, ক্ষত, অজীর্ণতা, অতিসার, অপস্মার প্রভৃতি অনেকানেক গাঢ় রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও শ্রমক্ষম হইয়াছেন, এবং নিরামিষ ভোজনের বিধি দিয়া কত কত চিররোগীর দুঃসাধ্য রোগের শান্তি করিয়া তাহাদের ভগ্ন শরীর সুস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত লেম্ব্ ও নিউটন্ সাহেবেরা সপরিবারে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন, ইহাতে তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারস্থ

সমস্ত ব্যক্তি রোগশান্তি ও স্বাস্থ্যলাভ বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার এবরক্রম্বি স্বপ্রণীত পাকস্থলীর রোগ বিষয়ক গ্রন্থে লেখেন, আমার এক রোগী নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়া উৎকট উদরাময় ও শিরোরোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্মিথ্ সাহেব নিরামিষ ভোজন অবলম্বন করাতে বহুকালব্যাপী দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, "তদনন্তর যতবার আমি পুনর্ব্বার আমিষ ভক্ষণ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই শারীরিক অসুস্থতা বোধ হওয়াতে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি।" সুবিখ্যাত শেলি সাহেব কহেন, যত ব্যক্তি আমিষ ভক্ষণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই, বরং অনেকেরই বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রেহাম্ সাহেবের কতগুলি শিষ্য এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীরে কাল যাপন করিতেছেন। ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজিদিগের এক সভা আছে। সে সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। নিউ ইয়র্কের অন্তঃপাতী আলবেনি-নামক নগরে অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে এক অনাথনিবাস সংস্থাপিত হয়; তথায় প্রথমে ৭০। ৮০ জন বালক অবস্থিতি করিত। তাহাদের মধ্যে

নিয়ত ৪, ৫ বা ৬ জন করিয়া পীড়িত থাকিত, এবং গড়ে প্রায় প্রতি মাসে এক জন মৃত্যুমুখে পতিত হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আমিষ ভোজন পরিবর্জ্জন প্রভৃতি সুনিয়ম করিয়া দিলেন, তখন তাহারা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে লাগিল।*

নিরামিষ ভোজনদ্বারা যে রোগ শান্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধি হয়, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব আর দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হইতেছি।

আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসকেরা নিরামিষ ভোজনের বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা জানিবার নিমিত্তে ডাক্তার নার্থনামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে, তৎপ্রদেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যত ব্যক্তি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সকলেই প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রকার লেখেন, যে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন করিলে যে কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটনা হয়, ইহা কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা যে শরীরের

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. IV. and VIII. Shelly's Poetical Works. Queen Mab. Note 17. Fowler's Physiology; Chapter II. Section 1.—*The Englishman Weekly Supplementary Sheet*, *the 17th January*, 1852

সুস্থতা ও বলবৃদ্ধি হয়, এবং অবিশ্রান্ত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিলেও যে ক্লান্তি বোধ হয় না, ইহাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে। *

এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় মোসলমানদিগের মধ্যে যে অধিক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী দেখা যায়, তাহাদের মাংস ভক্ষণ তাহার এক প্রবল কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

আর ডাক্তর রিজ্ এলডর্সন্, টেপান্, উ. ডিবিড্‌সন্, এ, পোলর্ড, পূর্ব্বোক্ত স, গ্রেহাম্, জ, ষ্ট্রেটলস্ সাহেব প্রভৃতি অনেকে বিস্তর উদাহরণ সম্বলিত লিখিয়াছেন, যে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ মাংসাশী লোকেরা তদ্দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। মহাখ্যাত্যাপন্ন করুণাময় হোয়ার্ড্ সাহেব যখন ভূরি ভূরি ঘোরতর-মরকাক্রান্ত স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন, বহুতর অস্বাস্থ্যকর কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনেকানেক রোগীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি মদ্য মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ ও জল মাত্র পান করিতেন। ইহাতে, রোগিদিগের সহিত এত সংস্রুত হইলেও, তিনি সর্ব্ব স্থানে সুস্থশরীর থাকিয়া মারীভয় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নিরামিষ ভোজনের গুণ তাঁহার এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও মরকের সময়ে নিঃশেষে মৎস্য মাংস

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. VIII.

পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি পর-লোক প্রাপ্তির অত্যল্প কাল পূর্ব্বে এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, যে ফল ও শস্য ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের শরীর সর্ব্বতোভাবে যেরূপ সুস্থ থাকে, মাংস আহার করিলে সেরূপ কখনই থাকে না। *

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যেরূপ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারেন, সেইরূপ যে দীর্ঘজীবীও হইতে পারেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীশ দেশীয় সক্রেটিস্, প্লেটো, জিনো, এপিকিউরস্ প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজী প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন। য়িহুদি-জাতীয় জোজেফ্স্‌নামক পুরাবৃত্তবেত্তা লিখিয়াছেন, এসেনিনামক সম্প্রদায়ী লোকে নিরামিষ ভক্ষণ করে, এবং এরূপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের মধ্যে অনেকে শত বর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকে। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতি নারোয়ে দেশীয় যে সকল ফল-মূল-শস্য ভোজী সামান্য লোকের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গড়ে যত দীর্ঘজীবী লোক পাওয়া যায়, প্রায় অন্য কোন দেশে তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইয়ুরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী রুষ্ দেশীয় সামান্য লোকেরা যে প্রায় নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জান্ স্মিথ্ সাহেব স্বপ্রণীত ফল ও শস্য ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন,

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. IX

যে ইতঃপূর্ব্বে রুষ্ দেশীয় গ্রীক্ চর্চ্চ নামক খ্রীষ্টান্-সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তির বয়ঃক্রম শত বর্ষের অধিক, অনেকের আয়ু ১০০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক ও ১৪০ বৎসরের অনধিক, আর চারি জনের আয়ু ১৪০ বৎসরের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক। মেক্সিকোর ফল-মূল-শস্য-ভোজী আদিম নিবাসী লোকের মধ্যে অনেকেই শতায়ু প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহাদের কেশ পক্ক ও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না। আমেরিকা-খণ্ড-সংক্রান্ত পশ্চিম ইণ্ডিয়া-নামক দ্বীপস্থিত নিরামিষ-ভোজী দাসেরা এরূপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের মধ্যে ১৩০ বর্ষের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক কাল জীবিত থাকে এ প্রকার অনেক ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

ইংলণ্ড নিবাসী বৃদ্ধ পার্ নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি সামান্য প্রকার রুটী, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ১৫২ বৎসর জীবিত ছিল। আমেরিকার শটেস্‌বেরী নগরে, প্রাট্ নামে এক ব্যক্তি ক্রমাগত ৪০ বৎসর মৎস্য মাংস আহার করেন নাই, অথচ তিনি ১১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর স্ববশ ও সবল ছিল। জ, এফিঙ্হাম্ নামে এক দুঃখী ইংরেজ সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিত না; ফল শস্যাদি

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap XV

আহার করিয়া থাকিত, অথচ ১৪৪ বৎসর জীবিত ছিল। সে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্ ও পরিশ্রমী, এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। শত বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে একবারও পীড়িত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ স্থল, এবং মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে ১॥ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল। সে সচরাচর ফল, মূল, শস্যই ভক্ষণ করিয়া থাকিত, তবে কদাচিৎ কখনও মাংসাহার করিত। নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া, জান্ বেলস্ ১২৮, পালনামক বানপ্রস্থ ১১৫, এবং সেণ্ট এণ্টনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভুবন বিখ্যাত বেকন্ সাহেব এই প্রকার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রণীত মরণজীবন বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, যে যে প্রকার আহার করা পিথা-গোরস্ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমত, তদনুরূপ ভোজন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ডাক্তার হিউফলণ্ড্ কহিয়াছেন, যে সকল লোক যৌবনের প্রারম্ভাবধি আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই অধিক দীর্ঘজীবী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়। এতদ্দেশীয় বিধবারা সামান্যতঃ দীর্ঘজীবী হয়, কোন কোন পতিহীনা স্ত্রীকে শত বর্ষেরও অধিক আয়ুঃপ্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

* Fruits and Farinacea, &c. Part III, Chap. XV.

ফলতঃ রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ, লিবিগ্ এবং ডাক্তার লেমন্ প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন যে মাংস ভক্ষণ করিলে, শরীর শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকে, একারণ তাহা পূরণ করিবার নিমিত্তে মাংসাশিদিগকে পুনঃ পুনঃ আহার করিতে হয়। মাসেট্ ওলিবর্ প্রভৃতি শারীর-বিধানবেত্তা পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে, নিরামিষভোজী ব্যক্তিদিগের রক্ত মাংসাশিদিগের অপেক্ষায় নির্ম্মল হয়, এবং তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসাশিদিগের রক্তের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া যায় না। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া গ্রেহাম্ ও স্মিথ্ সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষ ভোজন করিলে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। *

চতুর্থতঃ।—অনেকে কহেন, সুপ্রসিদ্ধ মাংসাশী পশুদিগের দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত এক প্রকার, অতএব দন্তের আকার বিবেচনা করিয়া দেখিলেও মনুষ্যকে মাংসাশী জীবের মধ্যে গণিত করা উচিত। কিন্তু মাংসাশিদিগের এ যুক্তি নিতান্ত অমূলক। এ কথা যথার্থ বটে, যে মাংসভোজী ও উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের দন্তে পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা আছে; এমত কি, শারীরস্থানবেত্তা পণ্ডিতেরা দন্তের আকার মাত্র দৃষ্টি করিয়া কোন্ পশু মাংসাশী ও কোন্ পশু উদ্ভিদ-ভোজী, এবং কোন্ পশু কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

---

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. XV.

করে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীরবিধান-বেত্তা পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে দন্তের আকার ও অন্যান্য অনেক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে মাংসাহার করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ নহে; ফল, মূল, শস্যই তাঁহার উপযুক্ত খাদ্য। মনুষ্যের দন্ত বানর ও বনমানুষের দন্তের সদৃশ বরং এবিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষায় বানর, বনমানুষ, অশ্ব, উষ্ট্র ও হরিণের সহিত মাংসাশী পশুদিগের অধিক সাদৃশ্য আছে। ইহাতে; যখন মৎস্য মাংস বানরাদির খাদ্য নহে, তখন তাহা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ খাদ্য বলিয়া স্থির করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। শূকর কখন কখন আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার দন্তের আকার প্রকারও তদনুরূপ। তাহার কষের দাঁত উদ্ভিদভোজী পশুর ন্যায়, ও অন্যান্য কতকগুলি দন্ত মাংসাশী পশুর ন্যায়। যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার বস্তু ভোজন করা মনু-ষ্যেরও স্বভাবসিদ্ধ হইত, তবে দন্তের গঠন বিষয়ে তাঁহারও ঐ প্রকার ইতর-বিশেষ থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ কেবল দন্ত কেন? লিনিয়স্ গ্যাসেণ্ডি, ডৌবেল্টন্ লায়েন্স্, লর্ড্ মন্‌বোডো, কুবি-য়র, টামস্ বেল্সর্, এবেরাড্ হোম্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডি-তেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে দন্তের আকার, হনুর গঠন, হনু-সঞ্চালনের প্রকার, অন্ত্রের দীর্ঘতা, যকৃতের

আয়তন, এবং অন্যান্য অনেকানেক বিষয়ে উদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসাশী পশুদিগের সহিত কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। উদ্ভিদভোজী পশুদিগের ভক্ষ্য চর্ব্বণ ও পরিপাকার্থে অধিক লালা আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের মুখ হইতে অধিক লালা নিঃসৃত হয়, এবং তাহাদের শারীরিক সুস্থতা বিধানার্থে অধিক স্বেদ নিঃসরণ আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের লোমকূপ হইতে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়। মনুষ্যেরও তদনুরূপ অধিক লালা ও অধিক স্বেদ নিঃসৃত হইয়া থাকে।* বিশেষতঃ বানর, বনমানুষ, মানুষ এ ত্রিবিধ প্রাণীর এই

---

* In the absence of claws and other offensive weapons; in the form of the incisor, cuspid, and molar teeth: in the articulation of the lower jaw; in the form of the zygomatic arch; in the size of the temporal and masseter muscles and salivary glands; in the length of the alimentary canal; in the size and internal structure of the colon and cæcum; in the size of the lives; and in the number of perspiratory glands: in all these respects, man closely resembles herbivorous class of animals—*Fruits and Farinacea, &c. by John Smiths. Part II. Chap I.*

সমুদায় অবিকল এক প্রকার।* অতএব, পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, সমুদায় শারীরিক ব্যবস্থা বিবেচনায় মনুষ্যকে কোন ক্রমে মাংসাশী বোধ হয় না, ফল-মূল-শস্য-ভোজী বলিয়া স্থির করাই কর্ত্তব্য। †

পঞ্চমতঃ।—মাংসাশী মহাশয়দিগের আর এক যুক্তি এই যে তৃণ, পত্র, শস্যাদি ভোজী জন্তু সকল মৎস্য মাংস পরিপাক করিতে পারে না, এবং মাংসাশী জন্তুরা ফল, মূল, শস্য, তৃণাদি পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য উভয় প্রকার খাদ্যই পরিপাক করিতে পারেন, অতএব তাঁহার পক্ষে উভয় প্রকার দ্রব্যই আহার করা বিধেয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতেরা যে প্রকারে এ যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে অভ্যাসদ্বারা বস্তু বিশেষ পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র স্বভাবতঃ মাংসাশী হইলেও যে নিরামিষ বস্তু পরিপাক করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কলিকাতা-নিবাসী কোন ভদ্রকুলোদ্ভব গৃহস্থের একটা বিড়ালের এপ্রকার

* Thus we find, whether we consider the teeth and jaws, or the immediate instruments of digestion the human structure closely resembles that of the Simiœ, all of which, in their natural state are completely herbivorous.—*Lectures and comparative Anatomy Physiologg, &c. by W. Lawreuce, Lecture IV. Chapter VI.*

† Fruits and Farinacea, &c. Part 11. Chap. 1, 11.

অভ্যাস হইয়াছিল, যে মাংস দিলেও আহার করিত না। এইরূপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালাদি মাংসাশী পশুরা যে নিরামিষ বস্তু ভোজন করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেষ বৃষ ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী, কিন্তু অভ্যাস করাইলে, তাহারাও মাংস ভক্ষণ করিয়া সুস্থশরীরে থাকিতে পারে। আরব দেশের অন্তঃপাতী কোন কোন স্থানে যথেষ্ট তৃণ, পত্রাদি না থাকাতে, তথাকার লোকে অশ্বদিগকে মৎস্য ভক্ষণ করায়। পূর্ব্বকার গাল্‌নামক ইয়ুরোপীয় লোকেরা অশ্ব ও বৃষদিগকে মৎস্য ভক্ষণ করাইত। নরোয়ে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডের কোন২ স্থানেও এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। বরং কোন কোন স্থলে এপ্রকার দৃষ্টি করা গিয়াছে, যে নিরামিষাশী জন্তুর আমিষ ভক্ষণে এরূপ অভ্যাস পায়, যে তৃণশস্যাদি ভোজনে আর অভিরুচি থাকে না। কোন জাহাজের মাল্লারা এক মেষ-শাবককে কিছু কাল মাংস ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল, তাহাতে তাহার এরূপ অভ্যাস হয়, যে কয়েক মাস পরে তাহাকে তৃণাদি দিলে, তাহা আহার করিল না। ফল, মূল, শস্যাদি আহার করাই বনমনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু এবেল্‌নামক এক সাহেবের একটি বনমানুষ ছিল, সে তাঁহার সমভিব্যাহারে জাহাজে আসিতে আসিতে অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছিল। * এইরূপ ফল, মূল, শস্য

* Fruits and Farinacea, &c. Part II Chap. II.
Shelly's Poetical Works, Queen Mab. Note 17.

বুরাট্ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের সহিত হিন্দু, চীন, প্রভৃতি নিরামিষভোজী ও অল্পামিষ-ভোজী লোকদিগের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। তবে ইংরেজ, ফরাশিশ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় লোকদিগকে যে বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন দেখা যায়, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি, স্বদেশের গুণ, শিক্ষার সুপ্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। তত্তৎ দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্বয়ং এ বিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। থিয়োফ্রাস্টস্ ও ডায়োজিনিস্‌নামক প্রাচীন পণ্ডিত এবং অতিশয় খ্যাতাপন্ন ফ্রাঙ্কলিন্ ও সর জান্ সিঙ্ক্লেয়র্ সাহেবেরা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি মলিন ও মন্দীভূত হয়, আর ফল, মূল, শস্যাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়, বিবেচনা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি পরিষ্কৃত হয়।*

জিনো, এপিকিউরস্, মেনিডিমস্, পিথাগোরস্, ও তাঁহার মতানুগামী বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীক্ পণ্ডিতের এবং মহাকবি শেলি ও বায়রন্ প্রভৃতি ইদানীন্তন অনেকানেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমিষ ভক্ষণ করিলে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া, অসা-

---

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. XIII,

মান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত সর আইজাক্ নিউ-টন্ সাহেব তাঁহার দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিতেন। *

পূর্ব্বোক্ত আলবেনি নগরস্থ অনাথনিবাসের বালকেরা নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিবার তিন বৎসর পরে, তথাকার অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, যে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করাতে, এখানকার বালকদিগের যে অত্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি তাহাদিগকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহাই তাহারা শিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ও অনায়াসে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সিঙ্কেয়র্ সাহেব আয়র্লণ্ড্-নিবাসী কতকগুলি বালকের বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে তাহারা যত দিন নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত, তত দিন বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ছিল, পরে মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া অলস, অকর্ম্মণ্য ও বুদ্ধি বিষয়ে হীন হইল। †

সপ্তমতঃ। কেহ কেহ কহেন, যে সকল শীতল প্রদেশে শস্যাদি জন্মে না, এবং বৃক্ষাদি ফলবান হয় না, তথায় আমিষ ভক্ষণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই

---

* Fruits and Farinacea, &c. Part III, Chap. XIII.

† Fruits and Farinacea, &c. Part III, Chap. XIII.

চলে না। বিবেচনা করিলে, ইহার উত্তর আপনা হই-তেই উপস্থিত হইতে পারে। যে সকল দেশে শস্যাদি কিছুই জন্মে না, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যথোচিত উন্নত হয় না, সুতরাং যেখানে লোকের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধির অশেষ প্রকার দুর্নিবার্য্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কৃষিশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য-দিগের সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা কোন্ যুক্তি সিদ্ধ? কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে, সর্ব্ব প্রকার শারীরিক নিয়ম পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্ব্ব স্থানেই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা বিহিত বলা যায়? সেই রূপ পৃথিবীর প্রান্ত বিশেষে দুই এক স্থানে যথেষ্ট বৈধ অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্ব্ব-ত্রই অবৈধ অন্ন ভোজন করা বিধি-সম্মত হইতে পারে? আর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া সে সকল স্থানও বৈধান্নভোজী ব্যক্তিদিগের বাসযোগ্য হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এক্ষণেও লাপ্লাণ্ড নামক অতিশয় শীতল দেশের অনেকানেক প্রদেশে যব, রাই, ওট এই ত্রিবিধ শস্য এবং গোলআলু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং তথায় এক প্রকার হরিণ জন্মে, তাহার দুগ্ধও পান করা যায়।*

আর, নরোয়ে, রুষ প্রভৃতি অত্যন্ত শীত প্রধান দেশের লোকে যে নিরামিষ ভোজন করিয়া সবল ও সুস্থ-

* Penny Cyclopeadia, Article on Lapland.

শরীরে থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হই-য়াছে ; এবং তদ্দ্বারা ইহাও দর্শিত হইয়াছে, যে মাংসাহার না করিলে যে শীতল দেশে বাস করা যায় না, এ কথা প্রামাণিক নয়। বস্তুতঃ রসায়ন-বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের উষ্ণতা সাধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক করে, ঘৃত এবং শর্করা, তৈল, আলু, তণ্ডুল প্রভৃতি উদ্ভিদ বস্তুতে তাহা যথেষ্ট আছে : মাংসে তত নাই। অতএব, শীতল দেশে এই সমস্ত বস্তু আহার করা আবশ্যক। মেদ ভক্ষণ করিলে, শরীর সম্যক্‌রূপে উষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যখন ঘৃত, শর্করা, তৈলাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন দ্বারা সে বিষয় অনা-য়াসে সম্পন্ন হয়, তখন প্রাণিবধ করিয়া মেদ ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত গ্রেহাম্‌ সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষভোজী ব্যক্তিরা মাংসাশিদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহিতে পারে। ইয়ুরোপীয় অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আসি-য়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী শীত-প্রধান রুষ্‌ দেশে প্রেরিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবনাবধি নিরামিষ ভোজন করিয়া আসিয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহ্য করিতে পারে না।*

* Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap, V.

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যে আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ আবশ্যক করে না, ইহা প্রায় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত।

অষ্টমতঃ —নিরামিষভোজী পণ্ডিতেরা স্বপক্ষ সংস্থাপনার্থ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহাও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে অল্প দ্রব্য বা অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য। ভূমণ্ডলে লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব যাহাতে অল্প ভূমিতে অধিক লোকের আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে প্রচুর মাংস ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারা পশু পালনার্থে ক্ষেত্রে তৃণাদি বপন করে, এবং পশুদিগকে সেই সকল তৃণাদি আহার করাইয়া আপনারা তাহাদের মাংস ভোজন করে। ইহাতে, যে ভূমির উৎপন্নে যত লোকের আহারোপযুক্ত পশু পালিত হয় সে ভূমিতে তাহার ২০। ৩০ গুণ লোকের খাদ্যোপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর যে সমস্ত অসভ্য জাতি কেবল মৃগয়া করিয়া উদর পূরণ করে, তাহাদের এক এক জনের আহার আহরণার্থে যত ভূমি আবশ্যক করে, তাহাতে কৃষি-কার্য্যোপজীবী সহস্র লোকের অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব, যদি আমাদের আমিষ ভোজন করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি পৃথিবীর এ প্রকার ব্যবস্থা করিতেন না, বরং যাহাতে নিরামিষভোজী অপেক্ষা

অধিক সংখ্যক আমিষভোজীর খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, এই প্রকার বিধান করিয়া দিতেন।

নবমতঃ।—কোন কোন মহাশয় কহেন, আমরা স্বহস্তে প্রাণী বধ করি না, অন্য কর্তৃক নিহত জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে হিংসা-দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে তাঁহারা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন বলিয়াই, ধীবর প্রভৃতিরা মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা আমিষ ভোজন না করিলে, লোকের মৎস্য মাংস বিক্রয় করা যে এক উপজীবিকা আছে, তাহা মূলেই থাকিত না। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধনলোভ দর্শাইয়া নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত করে, তবে তাহাতে কি সেই প্রবর্ত্তকের অপরাধ হয় না? অতএব, তাঁহারা আমিষ ভোজন করাতে, ধীবর ও মাংস-বিক্রয়োপজীবিদিগকে প্রাণী বধ করিতে এক প্রকার অনুমতি দেওয়াই হয় এবং যদি তাহাতে পাপ থাকে, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই সে পাপের ফলভাগী হইতে হয়, তাহার সংশয় নাই। তাহারা যে নানাপ্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার পূর্ব্বক জন্তুর জীবন অপহরণ করিয়া দয়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়, এবং আমিষভোজী মহাশয়েরা যে মৎস্য মাংস উদরস্থ করিয়া আপনাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করেন, ঐ সকল আমিষাশী ব্যক্তিই এ উভয়ের মূল কারণ। অতএব, মৎস্য মাংস ভক্ষণদ্বারা মনুষ্যের নিকৃষ্ট

প্রবৃত্তি প্রবল ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া সংসারের যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাঁহারাই ইহার নিদানভূত, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর আমাদের নিমিত্তে নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অশেষ প্রকার ফল, মূল, শস্যের বীজ সৃজন করিয়াছেন, ভূমিকেও এ প্রকার উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে এক গুণ বীজ বপন করিলে ভূরি গুণ উৎপন্ন হয়, এবং আমাদিগকেও এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, যে আমরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তমরূপ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি বর্দ্ধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক, ফল, মূল, শস্যে তাহা যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত সুলভ সামগ্রী সত্ত্বেও, আমরা প্রাণি সংহার করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু মধ্যে কেন গণিত হই? দয়া, স্নেহ প্রভৃতি যে সকল প্রধান বৃত্তি থাকাতে, মনুষ্যনামের এত গৌরব হইয়াছে, যে কর্ম্ম দ্বারা তৎসমুদায় নিস্তেজ হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কি নিমিত্ত পশুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই? পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী অশেষ প্রকার শস্য, ফলাদি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, তাঁহার প্রদত্ত এই সমস্ত সুরস সামগ্রী লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া হিংস্র জন্তুবৎ আহা-

র্থে পশু পক্ষ্যাদি নষ্ট করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে।*

নিরামিষ ভোজনের বৈধতা ও আমিষ ভক্ষণের প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা গেল। সিল্‌বেস্‌টর্‌ গ্রেহাম্‌, জান্‌ স্মিথ্‌, ডাক্তার আল্‌কট্‌, লেম্ব্‌, চীন্‌, ফোলর্‌-প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, যাঁহারা এ বিষয় বিশিষ্টরূপ বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও ঐ সমুদায় বিদ্যাবান ব্যক্তির কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ গ্রেহাম্‌ ও স্মিথ্‌ সাহেব প্রণীত পুস্তক পাঠ করিবেন। †

---

* কিন্তু আহারার্থে জীব হিংসা করা অবিধেয় বলিয়া এ প্রকার অবধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, যে কোন স্থলেই প্রাণি বধ করা উচিত নয়। প্রত্যুত, স্থল বিশেষে আত্মরক্ষা ও অনিষ্ট নিবারণার্থে জীব নষ্ট করা বিহিত বোধ হয়।

† এই দুই শেষোক্ত পুস্তকের নাম ;—

Lectures on the Science of human Life, by Sylvester Graham.

Fruits and Farinacea, the proper food of man; being an attempt to prove from history, Anatomy, Physiology and Chemistry, that the original, natural, and best diet of man is derived from the vegetable kingdom, by John Smith.

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজী অর্থ।

অধ্যবসায়, ... Firmness.

অনাথনিবাস, ... Orphan-asylum.

অনুচিকীর্ষা, ... Imitation.

অনুমিতি, ... Causality.

অন্ত্র, ... Intestine.

অপত্যস্নেহ, ... Philoprogenitiveness.

আকারানুভাবকতা, .. Faculty of form.

আত্মাদর, ... Self-esteem.

আশ্চর্য্য, ... Faculty of wonder.

আসঙ্গলিপ্সা, ... Adhesiveness.

ইতর জন্তু, ... Lower animals.

উপচিকীর্ষা, ... Benevolence.

উপমিতি, ... Faculty of comparison.

কম্পাস, ... Compass.

কার্য্যকারণভাব, ... Causation.

কালানুভাবকতা, ... Faculty of time.

কুসংস্কার, ... Prejudice.

গুরুত্বানুভাবকতা, ... Faculty of weight.

গোমসূর্য্যাধান, ... Vaccination.

ঘটনানুভাবকতা, ... Eventuality.

জড়, ... Idiot.

জলপ্রপাত, ... Cataract.

জিঘাংসা, ... Destructiveness.

জিজীবিষা, ... Love of life.

জীবনী শক্তি, ... Vital power.

জুগোপিষা ... ... Secretiveness.

দূরবীক্ষণ, ... Telescope.

ধমনী, ... Nerve.

ধর্ম্মনীতি, ... Science of morals.

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, ... Lower propensities.

নির্ম্মিৎসা, ... Constructiveness.

নৈমিত্তিক গুণ ... ... Temporary quality.

নৈসর্গিক, ... Natural.

ন্যায়পরতা, ... Conscientiousness.

পর্য্যটক, ... Traveller.

পাকস্থলী ... ... Stomach.

প্রকৃতি, ... Nature, constitution.

প্রতিবিবিৎসা ... ... Combativeness.

প্রাকৃতিক ... ... Natural.

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত,	... Natural History.
বুদ্ধিবৃত্তি, ...	... Intellectual faculties.
বুভুক্ষা, ..	... Appetite for food.
ভাষাশক্তি, ...	... Faculty of language.
ভূতত্ত্ব, ...	... Geology.
ভৌতিক, ...	... Physical.
মস্তিষ্ক ...	... Brain.
মাংসপেশী ...	... Muscle.
মৈস্মরতত্ত্ব, ...	... Mesmerism,
রসায়ন, ...	... Chemistry.
রাজনীতি ...	... Science of Government.
রাজবিপ্লব, ...	... Revolution.
লোকানুরাগপ্রিয়তা,	... Love of approbation.
বর্ণানুভাবকতা ...	... Faculty of colouring.
বাণিজ্যাগার ...	.. Firm.
বায়ুকোষ, ...	... Air-bladder.
বাষ্পীয় যন্ত্র ...	... Steam-engine.
বাষ্পীয় যন্ত্র-তরণী, ,, নৌকা, ,, পোত,	... Steam-vessel.
বিজ্ঞান ...	... Science.

বিবৎসা ... ... Inhabitiveness.

বৃত্তি, ... Faculty.

ব্যক্তিপ্রাধান্যতা,... ... Individuality.

শারীরবিধান, ... Physiology.

শারীরস্থান, ... Anatomy.

শারীরিক ... ... Organic.

শোভানুভাবকতা ... Indeality.

শ্রমোপজীবী ... ... Labourer.

সংখ্যা ... ... Faculty of number.

সমসংস্থান, ... Equilibrium.

সমাধিস্থান, ... Burial-ground.

সাধারণ সূতিকাগার, ... Lying-in-hospital.

সাবধানতা, ... Cautiousness.

স্তর, ... Stratum.

স্বরানুভাবকতা ... Faculty of tune.

মস্তকতত্ত্ববিবেক ... ... Phrenology.